মিলনী

সন ১৪৩২ (ইং.২০২৫)

শারদীয়া স্মারক পত্রিকা

মিলন মন্দির

বিলাসপুর – ছত্তিসগড়

সম্পাদনা

শ্রী পার্থপ্রতিম ভাদুড়ী
শ্রী সুবীর সেন

(প্রকাশিত লেখা ও মতামতের জন্য সম্পাদক মণ্ডলী দায়ী নন)

Created by Universal Document Converter

শ্রী শ্রী শারদীয়া দুর্গা পূজার সময় নির্ঘন্ট -১৪৩২

১০ ই আশ্বিন	শনিবার (ইং ২৭-০৯-২৫)মহাপঞ্চমী		
	দেবী বোধন	সন্ধ্যা	০৮-০০
১১ ই আশ্বিন	রবিবার (ইং ২৮-০৯-২৫)মহাষষ্ঠী		
	শ্রী শ্রী দুর্গাদেবীর ষষ্ঠাদিকল্পারম্ভ	প্রাতঃ	০৯-০০
	অধিবাস	সন্ধ্যা	০৮-০০
	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	রাত্রি	০৯-০০
১২ ই আশ্বিন	সোমবার (ইং ২৯-০৯-২৫)মহাসপ্তমী		
	শ্রী শ্রী দুর্গাদেবীর নবপত্রিকা প্রবেশ ও		
	মহাসপ্তমী পূজারম্ভ	প্রাতঃ	০৭-০০
	পুষ্পাঞ্জলি	প্রাতঃ	১১-০০
	ভোগ বিতরণ	দিবা	০২-০০
	সন্ধ্যারতি	সন্ধ্যা	০৮-০০
	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	সায়ং	০৯-০০
১৩ ই আশ্বিন	মঙ্গলবার (ইং ৩০-০৯-২৫)মহাঅষ্টমী		
	শ্রী শ্রী দুর্গাদেবীর মহাঅষ্টমী পূজারম্ভ	প্রাতঃ	০৭-০০
	পুষ্পাঞ্জলি	প্রাতঃ	১১-০০
	সন্ধিপূজা -দিবা ০১.২১ মিঃ গতে আরম্ভ,০২.০৯ মি.মধ্যে		
	ভোগ বিতরণ	মধ্যাহ্ন	০২-৩০
	সন্ধ্যারতি	সায়ং	০৮-০০
	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	সায়ং	০৯-০০
১৪ ই আশ্বিন	বুধবার (ইং ০১-১০-২৫)মহানবমী		
	শ্রী শ্রী দুর্গাদেবীর মহানবমী পূজা	প্রাতঃ	০৮-০০
	পুষ্পাঞ্জলি	দিবা	১১-০০
	হোম	মধ্যাহ্ন	০১-০০
	ভোগ বিতরণ	মধ্যাহ্ন	০২-০০
	সন্ধ্যারতি	সায়ং	০৮-০০
	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	রাত্রি	০৯-০০
১৫ ই আশ্বিন	বৃহস্পতিবার (ইং ০২-১০-২৫)বিজয়া দশমী		
	শ্রী শ্রী দুর্গাদেবীর মহাদশমী বিহীত পূজাপ্রাতঃ	০৮-৩০	পূজা
সমাপ্তে বিসর্জন,অপরাজিতা পূজা		দিবা	১১-০০
	তৎপশ্চাত দেবীবরণ		
	নিরঞ্জন ও শোভা যাত্রা	সায়ং	০৬-০০
১৯ শে আশ্বিন	সোমবার (ইং ০৬-১০-২৫)		
	শ্রী শ্রী কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা	রাত্রি	০৯-০০
২ রা কার্ত্তিক	সোমবার (ইং ২১-১০-২৫)		
	শ্রী শ্রী কালীপূজা	রাত্রি	১১-৩০

বিঃদ্রঃ- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ পূজা মণ্ডপে সুবিধানুসারে জানানোহইবে

Created by Universal Document Converter

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়		১
সম্পাদকের কলমে		২
সুইসাইড নোট (কবিতা)	আরণ্যক বসু	৩
বসন্তের চাঁদ (কবিতা)	অলোক চট্টোপাধ্যায়	৪
ল্যাং	উইং কম্যাণ্ডর জয়ন্ত মিত্র	৫
খবরের শিরোনাম (কবিতা)	ব্রততী মজুমদার	৯
অবিশ্বাস্য	বলরাম সিন্‌হা	১১
তোমাকে বেশিছি ভাল (কবিতা)	মায়া রায়	১৫
মহিষাসুরের শোকসভা বা হুদুরদুর্গাপুজা	অপর্ণা চক্রবর্তী	১৭
দংশন (কবিতা)	অনিমেষ বৈশ্য	১৮
সুধ–দুঃখের দোলাচলে–চৈতন্যের সন্ধান	সৌমিত্র মজুমদার	১৯
পানিঝোড়া বই গ্রাম এক আলোক বর্তিকা	কুমকুম নন্দী	২৭
পুরী জগন্নাথ ধাম	চন্দনা মিত্র	২৯
আমাদের AMERICAN নাতি 'শ্লোক'	সুজিত কুমার মিত্র	৩১
দায়	তপন ঘোষ	৩৩
প্রতীক্ষায় (কবিতা)	নমিতা ঘোষ	৩৮
বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্ন–এক হাস্যকর অভিজ্ঞতা	ডা. সোমনাথ মুখার্জী	৩৯
আহুতা	শিব প্রসাদ মজুমদার	৪৩
বৃষ্টিজলে অর্পানদী (কবিতা)	দীপিকা বিশ্বাস	৪৫
দুর্গাপুজায় নতুন পোষাক	শিব প্রসাদ মজুমদার	৪৬
শুধু তোমারই জন্য(কবিতা)	সন্ধ্যা মজুমদার	৪৭

Created by Universal Document Converter

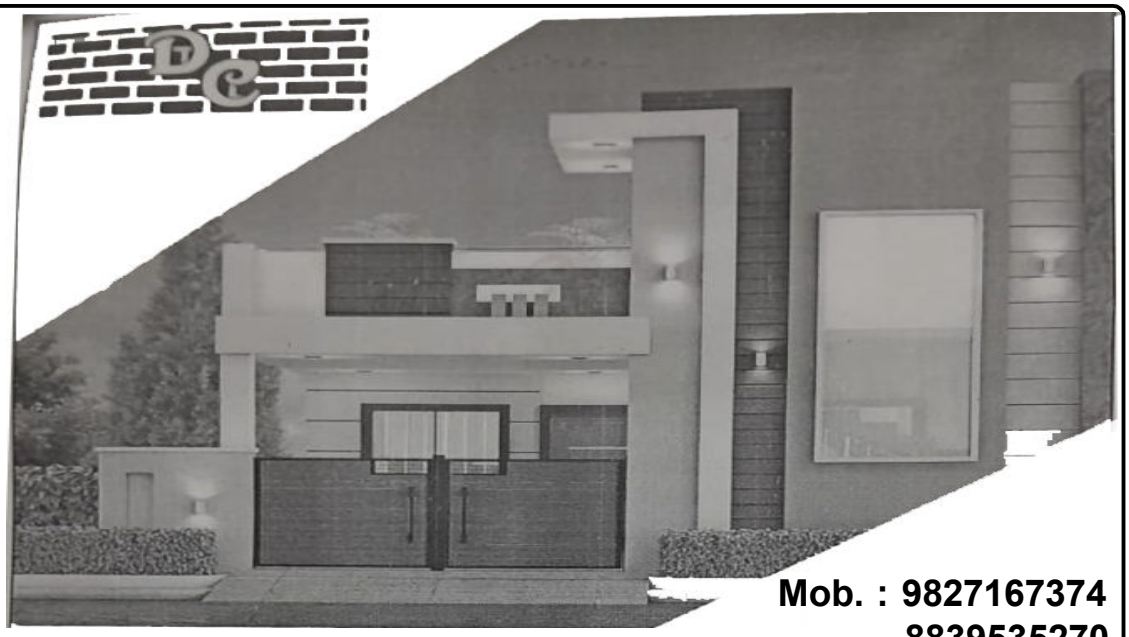

Mob. : 9827167374
8839535270

Er. Suman Kumar Dutta

Dutta Construction

Services :

*** Building Plan (Residential & Commercial)** *** Vastu Consultancy**
***Structural Drawing & Design** ***3-D Elevation**
*** Building Construction**

Torwa Main Road, Above Leela Electrical, Beside Creative Hub
Bilaspur (C.G.)

CRERA regd No. PCGRERA 110423001624
Crera Website : cg.rera.gov.in/cgstate.gov.in

Limited Individual Houses & Plots

Sai Kunj

RERA & TNC APPROVED COLONY
Site Address : Shanti Vihar, Ganesh Nagar
Near Annapurna Colony, Bilaspur (C.G.)

Created by Universal Document Converter

মা আসছেন । এবারও শরৎ মায়ের আশার খবর পৌঁছে দিয়েছে । মেঘের ভেলায় ভেসে এসেছে শিউলির গন্ধ মাখা আগমনী চিঠি । তখন আকাশ নীল, তখন কাশ ঢেকেছে ভূমির রিক্ততা । তাই আজ–কাল, পরশুর চিন্তা সরিয়ে মা কে আবহান করে নেব । দেখবো মার দুঃখহরা মূর্তি । যে সুন্দর মুখ খানি দেখার অপেক্ষায় সারা বছর থাকি আমরা । হয়তো মাও থাকেন । নবমির রাত থেকে মায়ের ঘামতেল মাখা মুখে বেদনার ছায়া পড়ে । এ কথা যে বোঝেনা তার মন নেই, দ্যাখার চোখ নেই । এ এক অপরূপ আশ্চর্য্য যিনি আদ্যাশক্তি, বিশ্ব প্রসবিনী তার মৃন্ময়ী মূর্তির মুখে কিনা খুঁজে পাই বিষন্নতা কারণ আসন্ন বিচ্ছেদ । যাকে পেতে আমরা উতলা সেও আমাদের জন্য কাতর । জগদিশ্বরী যে এখানে মেয়ে রূপে তিন দিনের জন্যে বাপের বাড়ি এসেছেন ওই তিন দিন তাই উভয়ের ক্ষেত্রে মাহার্ঘ ।

হয়তো আমরা মেতে উঠবো সপরিবারে, কিন্তু আসল বিষয়ে হলো অপচয় । উৎসবের নামে প্রদীপের তলার অন্ধকার ভুলে থাকা কি ঠিক ? একদিকে হাজার বাতি রোশনাই, অন্য দিকে নিরন্ন মানুষ এ এক অসহনীয় অবস্থা । আসুন আমরা উচ্চারণ করে, সেই শব্দকটি রূপাং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি..... ।

শারদ শুভেচ্ছা

Created by Universal Document Converter

সম্পাদকের কলমে

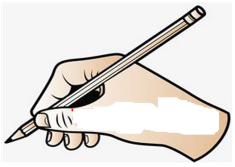

আমাদের ঐতিহ্যও রীতি মেনেই আমাদের গত বছর ছিলো দেবীর বোধন নবপত্রিকা স্নান, সন্ধ্যি পূজো, নবমির হোম, ভোগ নিবেদন, সন্ধ্যারতি, দশমির সিঁদুর খেলা, ধুনুচি নাচ, বিসর্জন এবং বিজয়া সম্মেলনী । প্রতিদিন সন্ধ্যায় ছিলো বর্ণাঢ্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক ।

আমরা আয়াজিত করেছি নববর্ষ ও রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যা । এই অনুষ্ঠান কে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য আমরা জানাই সমস্ত কলাকুশলির দের আমাদের ধন্যবাদ ।

এবারও একটি পরিবারকে তাদের কঠিন পরিস্থিতির (চিকিৎসা) সময় তাদের পাশে থেকে আমরা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছি । আমাদের অনেক সদস্য রাও তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন । এই সহযোগিতার জন্য আমরা জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা ।

গভীর বেদনার সাথে আমরা স্মরণ করছি তাঁদের যারা গত বছর আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন এবং রেখে গেছেন তাঁদের অমলিন স্মৃতি ।

গত বছর আমরা হারিয়েছি আমাদের সদস্য শ্রী সৌমিত্র মজুমদারের কন্যা মেঘলা মজুমদারকে । তাঁর এই অসময় চলে যাওয়া আমাদের ভীষণ ভাবে কষ্ট দিয়েছে ।

আমাদের মিলন মন্দিরের অত্যন্ত কাছের শিল্পী সুভাষ মিত্র আমাদের অসময় ছেড়ে চলে গেছে ।

আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন আমাদের পূর্ব পুরোহিত রবিন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় । তাঁর সরল ব্যবহার আর নিখুঁত পুজাবিধি আমাদের মনে পড়ে । আমাদের ৭৫ তম পুজো উপলক্ষ্যে তাঁকে সম্মানিত করে আমরা সম্মানিত হয়েছি ।

আমাদের আজীবন সদস্য সত্যজিৎ বোস আর আমাদের মাঝে নেই ।

আমাদের আজীবন সদস্য শ্রী সুভাশীষ মুখার্জী ও শ্রী সান্ত্বনু মুখোপাধ্যায়ের মা শ্রীমতী লীনা মুখার্জী কিছুদিন আগেই গত হয়েছেন ।

এই লেখা লিখতে লিখতে খবর পেলাম যে আমাদের সদস্য শ্রী ইন্দ্রজিৎ রায়চৌধুরর পিতা সুকুমার রায়চৌধুরী কিছুক্ষণ আগেই গত হয়েছেন ।

এঁদের হারিয়ে আমরা হারিয়েছি আমাদের পরিবারের সদস্যদের । তাদের দুঃখে আমরাও সমব্যাথি । মিলন মন্দির পরিবার এঁদের সকলের আত্মার শান্তি কামনা করে ।

Created by Universal Document Converter

সুইসাইড নোট

– আরণ্যক বসু

(পথের শেষ কোথায়,শেষ কোথায়,কী আছে শেষে । ।। গীতবিতান,পূজা ৬১৫)

বনদেবী, বলো তো, কে বেশি ছারখার হয় ?
যে আদিগন্ত পোড়ায় ? নাকি,
যারা ধূসর শূন্যতায় চেয়ে চেয়ে– আল্লা ম্যাঘ
দে, পানি দে, ছায়া দে... গানে গানে, ঝরা পাতা
হয়ে ঝড়ের শেষে বৃষ্টির দুরাশায়, এমন কি
আঁখিপল্লবেও কণামাত্র
জল আনতে পারে না ।

বলো তো স্টেশান–শেষের পাগল রাধাচূড়া,
কার বেশি অন্তর্গত বেদনা ? যে শেষের কামরার
মতো মিলিয়ে যায়, নাকি, যে ব্যর্থ কবিতার
পাণ্ডুলিপি নাড়ানো বিদায় জানিয়ে,
নিঝুম দোকানে বসে, মনমরা চায়ের কাপে
ক্রমশ বিস্মৃতির সর পড়তে দেখে ।

বলো তো অতলান্ত বোধ ও জীবন, কে বেশি
নির্বাণহীন ? কে বেশি নিজের কাছেই পলাতক ?
যে জীবনানন্দের আট বছর আগের একদিন
বারবার পাঠ করে করে...
শিলালিপি হয়ে যায় ? নাকি, যে নিজস্ব
রক্তক্ষতের বিন্দুতে বিন্দুতে একগাছা দড়ি আর
হাতছানি দিয়ে ডাকা বুড়ো অস্বত্থর কান্না শুনতে
শুনতে, সুইসাইড নোট লেখে ?

বলো তো উন্মুখ কান পেরিয়ে প্রাণ, কে বেশি
প্রতীক্ষায় ?
মা নামের সেই পরলোকগতার,
রবি ঠাকুরের ছবি আঁকা ম্লান ও মলিন গানের
খাতা ?
নাকি, ন্যাপথলিন দেয়া বাক্সে চার দশক ঘুমিয়ে
থাকা, তবু সুরে সুরে, প্রাণে প্রাণে বেজে ওঠবার
জন্য অপেক্ষায়, আবছা চকোলেট রঙের ডবল
রিড হারমোনিয়াম,
যেখানে আজও লেগে আছে– নব আনন্দে
জাগো, আর, দিনের শেষে ঘুমের দেশে...

জানি নীলাকাশ, এই পাগলের পাঠশালার
নিরর্থক সিলেবাস তোমার ক্লান্তিহীন ল্যাপটপে
থাকে না, তবু কেন জানি না, ঋত্বিকের
সূবর্ণরেখার সেই নিঃসঙ্গ বিজন ভট্টাচার্য যেন
ভীষণ একা ও অসংখ্য কন্ঠে, অন্তরঙ্গ–বিষাদে
ডুকরে ডুকরে ডাকেন, ডেকেই চলেন– রাত
কত হলো, রাত কতো হলো, রাত কতো হলো...
আর, দীর্ঘ দীর্ঘ যুদ্ধ ও হননের প্রান্তরে , মা
গান্ধারীর হাহাকার, যেন পঁচিশে বৈশাখী
সকালের শিশুতীর্থ হয়ে, শীর্ণ হাতগুলো নাড়িয়ে
নাড়িয়ে বলে– উত্তর মেলে না, উত্তর মেলে না,
উত্তর মেলে না...

বলো তো আরণ্যকের পৃষ্ঠা,
কোন নিভৃতের ঝর্ণা কলম,
সেই কবেকার ঘাটশিলার গভীরে ধারাগিরি
পাহাড়ে ধ্যাননিমগ্ন ?
ইছামতী ?
নাকি, অভিযাত্রিক ।

বলো বলো, প্রদীপের আলোয় জেগে থাকা
চিরজীবী হৃদয়–
পথের শেষ কোথায় ।

বিনীত
আরণ্যক বসু

Created by Universal Document Converter

বসন্তের চাঁদ

– অলোক চট্টোপাধ্যায়

এই ঘর প্রাচীন হয়েছে ।
ক্লান্তিকর রক্ষণাবেক্ষণ ।
নোনা ধরা দেওয়ালে ফাটল,
পলেস্তারা খসে খসে পড়ে ।
কোনে কোনে জমে ওঠা ঝুল ।
কুশ্রীতা জড়িয়ে আছে সব খানে ।
পুরানো আসবাবপত্র
অতীত গৌরব চিহ্ন আজ অর্থহীন ।

রাত নামে ।
আলো নিভে নেমে আসে আব্রু টানা
গাঢ় অন্ধকার ।
এবং তখনই –
একফালি জানলার কার্ণিশে
অতর্কিতে উঠে আসে বসন্তের চাঁদ ।
তাতার দস্যুর মত জীর্ণ ঘরে হানা দেয়
জ্যোৎস্নার প্লাবন ।

অলৌকিক আলোকের মায়া সঞ্চরণে

প্রাচীন ঘরটি জেনে যায়
প্রতি মুহূর্তের এই ক্ষয়ে যাওয়া মরে যাওয়া
হেরে যাওয়া
অন্তিম সত্য নয় । এরপরও আছে
অনিঃশেষ স্বপ্ন আর অনন্ত জীবন ।.....

Created by Universal Document Converter

ল্যাং

– উইং কমান্ডার জয়ন্ত মিত্র

কাশ্মীরে বেড়াতে যাবে ? প্রশ্নটা পার্থ চ্যাটার্জী করলো তার স্ত্রী অরুণা কে । হটাৎ করা এই প্রশ্নে প্রথমটা একটু হকচকিয়ে যাবার পর অরুণা আনন্দে নেচে ওঠে । তারপর নানা রকমের প্রশ্ন বাণে পার্থ কে জর্জরিত করে ফেলে সে । কবে যাবো ? কি ভাবে যাবো ? কাশ্মীরের রাজধানি শ্রীনগর তো কলকাতা থেকে অনেক দূর, ট্রেনে এত তাড়াতাড়ি কি রিজারভেশন পাওয়া যাবে ?

আরে তুমি এত উতলা হচ্ছো কেন ? তোমার যখন এই যাত্রায় কোনো আপত্তি নেই, তখন বলে দি যে পূজোর পর কাশ্মীরে যাবার একটা পরিকল্পনা করেছি আমি । পূজোর ছুটি আর অফিস থেকে আরো কিছুদিনের ছুটি নিয়ে আমরা দিন সাতেকের জন্য সেখানে ঘুরে আসবো । এবছরের এল.টি.সি.র টাকা ও তার ওপর আমার দিক থেকে বাকি টাকা দিয়ে কাশ্মীরের এক ''ট্র্যাভেল অ্যাণ্ড টুর'' কোম্পানির ব্যাবস্থায় আমরা সেখানে যাবো । ওখানে থাকা, খাওয়া আর নানা জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবার দায়িত্ব তাদের হবে । তাছাড়া এবার আর ট্রেনে নয়, একেবারে ফ্লাইটে কলকাতা থেকে দিল্লি হয়ে শ্রীনগরে পৌঁছবো ।

সময় কাটে । অরুণা কাশ্মীর যাবার প্রতিক্ষায় দিন গোনে । তার কাছে কাশ্মীর মানে সিনেমা আর টি.ভী. র পর্দায় দেখা অপরূপ সব প্রকৃতিক দৃশ্য । কিন্তু গত কিছু বছরে কাশ্মীরে আতঙ্কবাদের ঘটনার বৃদ্ধি পাওয়ার প্ররিপ্রেক্ষিতে, সে কোনো দিন ভাবতে পারেনি যে তার সেখানে যাওয়াটা সম্ভব হয়ে উঠবে ।

পার্থ, এই কদিনে তার ফোনের মাধ্যমে সেই ''ট্র্যাভেল অ্যাণ্ড টুর'' কোম্পানির সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগ চালিয়ে তাদের সেখানে পৌঁছোবারয দিন ও কাশ্মীরের দ্রষ্টব্য যায়গা গুলির একটা লিষ্ট তৈরী করে ফেলে এবং অন লাইনে তাদের কিছু টাকা অ্যাডভান্স বাবদ পাঠিয়ে দেয় । এ ছাড়া অফিস থেকে কিছু দিনের ছুটির আবেদন জাননো, অন লাইন ফ্লাইট বুকিং করার মত কাজ গুলো সেরে ফেলে ।

পার্থ চ্যাটার্জী, কলকতার এক সরকারি অফিসে ছোট খাটো একজন অফিসার । দুটি সন্তান, এক মেয়ে ও একটি ছেলে । মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে বছর খানেক আগে আর ছেলে চাকরি সূত্রে কলকতার বাইরে থাকে । মোটকথা, আপাততঃ তারা ঝাড়া হাত পা । কাশ্মী
রে যাবার কথা টা পার্থর মাথায় অনেক দিন ধরেই ঘুরছিলো, তাই এই প্রস্তুতি ।

শ্রীনগরে যাবার দিন এগিয়ে আসে । যাবার দিন ঠিক হয়েছিলো দূর্গা পূজোর দিন সাতেক পরে । যাত্রার দিন পার্থ আর অরুণা সময় মত উপস্থিত হয় কলকাতার নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস এয়ার পোর্টে । এটা তাদের প্রথম হাওয়াই যাত্রা বলে দুজনের মনেই তখন অজানা সফরের নানা রকমের উত্তেজনা আর উৎকন্ঠা । তবে বিমান পরিসেবার কর্মিদের সাহায্যে বিমানে ওঠার আগে সিকুইরিটি প্রোটোকল পেরিয়ে যেতে তাদের অসুবিধা হয়নি । এক সময়ে

Created by Universal Document Converter

বিমানে তাদের নির্ধারিত সিটে বসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তারা ।

দুজনের মধ্যে কেউই কোনো দিন কাশ্মীরে যায়নি, তাই তাদের কাছে জায়গা টা যেন একটা স্বপ্নের দেশ মনে হয় । যদিও আজকাল কার নানা রকমের সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মোটামুটি একটা ধারণা তাদের ছিলো জায়গাটার বিষয়ে, তবে নিজে অনুভব না করলে যে কোনো জিনিষের আসল মর্ম বোঝা যায়না, সেটা তারা জানে ।

যাত্রার আগে তাদের ট্যুর অপারেটার জনিয়ে দিয়েছিলো যে শ্রীনগর এয়ারপোর্টে কোম্পানি থেকে একজন ড্রাইভার তার ট্যাক্সি (ক্যাব), নিয়ে উপস্থিত থাকবে । সেই লোকটার নাম ও ফোন নম্বর তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং বলা ছিলো যে সেই হবে তাদের ট্যুরের গাইড ও ড্রাইভার । এ ছাড়া তাদের ট্যুরের একটা টাইম টেবল ও জানিয়ে দেওয়া হয়েছিলো । তাই পার্থ আর অরুণা মোটামুটি আস্বস্ত ছিলো যাবার আগে ।

এক সময় দমদম এয়ারপোর্ট থেকে তাদের বিমান যখন আকাশে উড়লো, তখন তারা প্লেনের জানলা থেকে দেখে আসে পাসের সব ঘর বাড়ী আর এয়ারপোর্টের বিশাল কমপ্লেক্স আস্তে আস্তে ছোট হয়ে গিয়ে মেঘের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়া । তাদের বিমান প্রায় তিরিশ হাজার ফিটের ওপর দিয়ে উড়ে চলে দিল্লির উদ্দেশ্যে ।

প্রায় ঘন্টা দুয়েক পরে তাদের পাইলট ইন্টারকমে জানায় যে তাদের বিমান দিল্লি এয়ারপোর্টে নাবতে চলেছে এবং যাত্রিরা যেন তাদের সীট বেল্ট বেঁধে নেয় । দিল্লিতে একটা রাত কাটিয়ে পরের দিন আরেকটি ফ্লাইটে তাদের শ্রীনগরে যাত্রা । দিল্লিতে রাত্রি বাসের জন্য পার্থ তাদের অফিসের গেস্ট হাউসে আগে থেকে একটা রুম বুক করে নিয়েছিলো বলে তাদের বিশেষ অসুবিধা হয়নি ।

পরের দিন তারা দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী এয়ারপোর্টে সময়মত পৌঁছিয়ে বোর্ডিং এর সবরকম প্রোটোকল পেরিয়ে বিমানে উঠে তাদের নির্ধারিত সিটে বসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে । বিমান সফরে যে এত ঝামেলা, এটা তারা ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করে ।

প্রায় ঘন্টা দেড়েক পর তাদের বিমান যখন শ্রীনগরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, আকাশ থেকে তারা নীচে দেখতে পায় হিমালয়ের বরফে ঢাকা পর্বতমালা আর তাদের ঘেরা সবুজ উপত্যকা । এ ধরণের অপরূপ দৃশ্য তারা জীবনে এর আগে কখনো দেখেনি ।

কিছুক্ষণ পর শ্রীনগর এয়ারপোর্টে নামবার ঘোষণা হয় । সব যাত্রিরা তাদের সীট বেল্ট বেঁধে প্রস্তুত হয় ভারতের ভূস্বর্গে নামবার জন্য । শ্রীনগরের মাটিতে পা রেখে তারা দুজনে চারদিকে অবাক চোখে তাকিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করে যে তারা সত্যি ছবিতে দেখা ভারতের ভূস্বর্গে এসে পৌঁচেছে ।

কনভেয়র বেল্ট থেকে নিজেদের জিনিষপত্র তুলে যখন তারা বাইরে বেরোবার জন্য পা বাড়ায় পার্থর মোবাইলে বেজে ওঠে একটি অচেনা নম্বরের কল । চেস্ত উর্দুতে একটি অচেনা আওয়াজ ভেসে আসে । ''স্যার, ওয়েলকাম টু শ্রীনগর'' ''আমি আপনাদের ড্রাইভার সালমান বলছি, আশা করি আপনারা ভালো ভাবে শ্রীনগর পৌঁছে গেছেন''।

Created by Universal Document Converter

যদিও পার্থ খুব একটা ভালো হিন্দি বলতে পারেনা তবে ফোনে নিজেদের আগমনের কথাটা জানিয়ে আস্বস্ত বোধ করে যে তাদের ট্যুর অপারেটর তাদের জন্য ড্রাইভার পাঠিয়েছে । সতর্কতার জন্য পার্থ সলমান কে জিজ্ঞেস করে নেয় টুর অপারেটর এর নাম । সলমানের কাছ থেকে সদুত্তর পেয়ে ও ফোনে লোকটির সঙ্গে কথা বলে তার মনের সংশয় দুর হয় আর মনে হয় যে লোকটি মন্দ হবেনা ।

এয়ারপোর্টের এগজিট গেট থেকে বেরোবার সময় পার্থর লক্ষ করে একটি ফরসা, বছর তিরিশেকের যুবকের ওপর ও তার হাতে ধরা একটা প্ল্যাকার্ডে লেখা তার নাম । সে তার দিকে হাত নেড়ে নিজের উপস্থিতি জানিয়ে এগিয়ে যায় । ছেলেটি পার্থ আর অরুণা কে দেখে এগিয়ে আসে হাঁসি মুখে । ম্যায় সলমান, আপ মিঃ চ্যাটার্জী স্যার ? হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যায় পার্থ চ্যাটার্জী হুঁ আউর ইয়ে মেরি পত্নি অরুণা হ্যায় । ছেলেটি নিজের পরিচয় জানিয়ে তাদের কাছ থেকে ট্রলি ব্যাগগুলো নিয়ে তার গাড়ির লাগেজ কম্পার্টমেন্টে এ রেখে বলে ''চলিয়ে স্যার, মায় আপলোগোঁ কো দিখাতা হুঁ ইয়ে ওয়াদিয়ে কাশ্মীর, জো হ্যায় জন্নত কা নজারা''। আপনাদের এই ভূস্বর্গ কাশ্মীরের নানা জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাই ।

তার পরের চার পাঁচ দিন তাদের কাছে স্বপ্নের মতন কেটে যায় । মুঘল গার্ডেন, সোন মার্গ, গুলমার্গ, খিলন মার্গ, পহলগাম, ডল লেকের ওপর শিকারা করে বেড়ানো সব যেনো যাকে ইংরাজিতে বলে ''আউট অফ দ ওয়ার্লড'' অনুভব । প্রত্যেকটা জায়গা যেন ছবির মতন সাজানো । এছাড়া ছিলো হাউস বোটে থাকার একটা অবিস্মরণীয় অনুভব ।

সলমান বলে, স্যার, আভি তো অমন (শান্তি) কা মাহোল হ্যায় । খুদা জানে কব বিগড় যায় । দহশত (ভয়) মে ট্যুরিষ্ট নহি আতে আউর হামারা গুজারা ট্যুরিষ্ট কে ভরোসে চলতা হ্যায় । হমারে লিয়ে ট্যুরিষ্ট ভগবান সে কম নহী হ্যায় । দহশত গর্দি আচ্ছা নহী হ্যায় স্যার ।

পার্থ আর অরুণা বুঝতে পারে সাধারণ কাশ্মীরি মানুষ দের দৈনন্দিন সমষ্যা । ছবির মতন সুন্দর একটি প্রদেশে, আতঙ্কবাদ যেন একটা অভিশাপ । তবে গত কিছু মাসে ভারতীয় সেনা আর সি.আর.পি.এফ. দের সঘন উপস্থিতীর জন্য সমষ্যা কিছুটা কমেছে তবে মাঝে মাঝে এখনও এদিক ওদিকে ছোট ঘটনা ঘটতে থাকে ।

তাদের কলকাতায় ফেরার দিন এগিয়ে আসে । ফেরার আগের দিন সলমান তাদের শ্রীনগরের ''লালচৌকে''নিয়ে গেলো কিছু কেনা কাটার জন্য । শ্রীনগরের লাল চৌক টা হল একটা ঘিঞ্জি যায়গা, তবে ওখানকার ব্যবসায়ের কেন্দ্র । বড় বড় দোকানের আড্ডা । কাশ্মীরের প্রায় সব রকম ট্যুরিষ্ট কেন্দ্রিত পন্য, মানে ড্রাই ফ্রুট থেকে শুরু করে আখরোট কাঠের তৈরী আসবাব, কারপেট আর ওখানকার প্রসিদ্ধ পশমিনা শাল, সবই পাওয়া যায় সেখানে । পার্থ আর অরুণা গাড়ি থেকে নেমে টুকিটাকি কিছু কেনাকাটা করে হোটেলে ফেরবার জন্য তাদের গাড়িতে উঠতে যাবে এমন সময় ঘটলো কাণ্ড টা ।

হঠাৎ ''দুম'' করে একটা শব্দ ও একজায়গা থেকে ধোঁয়া আর কিছু লোকেদের বিভৎস চিৎকার । অরুণা ইতিমধ্যে গাড়িতে উঠে পড়েছে । সলমান চিৎকার করে বলে,

Created by Universal Document Converter

''টেররিষ্ট'' !! গাড়ি মে বৈঠিয়ে স্যার । চারদিকে তখন একটা বিশৃঙ্খল পরিবেশ । চারদিকে মানুষের চিৎকার ছেটোছুটি আর ধাক্কাধাক্কি । তার মধ্যে পার্থ দেখতে পায় যে তাদের দিকে দুটি যুবক ছুটে আসছে আর তাদের মধ্যে একজনের হাতে ধরা বলের মত একটি বস্তু, সম্ভবতঃ বোমা । যুবকটি পার্থ কে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ছুটে পালাবার সময়, অ্যাজ এ রিফ্লেক্স অ্যাকশান, পার্থ তার পাটা একটু বাড়িয়ে দিলো ।

কম বয়সে ফুটবল খেলার সময় পায়ে পা লাগিয়ে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড় কে ফেলে দেওয়া, যাকে সোজা বাংলায় বলা হয় ''ল্যাং', পার্থ অনেক বার করেছে । এবারেও তার কোনো ব্যাতিক্রম হলনা । যুবকটি পার্থর সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো । আর তার পরের ক্ষণেই সি.আর.পি.এফ. এর চারজন জোয়ান ছুটে এসে তার হাত থেকে ধরা সম্ভাবিত বোমাটা ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে গ্রেফতার করে । অন্য যুবকটি অবশ্য ততক্ষণে ভীড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেছে ।

হৈ চৈ কিছু টা থামবার পর সি.আর.পি.এফ. এর একজন অফিসার পার্থর কাছে এগিয়ে এসে তার পিঠ চাপড়িয়ে বলে ''স্যার, আপনে বহুত হিম্মত দিখায়া হ্যায়'' । তারপর তাদের হোটেলের নাম জেনে বলে, ''হামলোগ আপকে পাস আয়েঙ্গে, কুছ আউর জানকারি লেনে''। কিছু সরকারি জিজ্ঞাসানুবাদ করার নিয়ম আছে, সেগুলো পুরণ করতে । তবে তারা আশ্বাস দেয় যে তাদের ফেরৎ যাবার আগেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে ।

পুলিসের পর তাদের ওপর হামলা হয় মিডিয়া কর্মিদের । সাংবাদিক আর টি.ভী. রিপোর্টারদের প্রশ্নবাণে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে তারা । পার্থ আর অরুণার মনে হয় এই একটি ঘটনার পর তাদের মত সাধারণ মানুষ হঠাৎ এমন অসাধারণ হয়ে উঠলো কি ভাবে ।

পরের দিন তাদের দিল্লি ফেরার কথা । ফ্লাইট টাইম ছিলো বিকেল বেলায় । তাদের ড্রাইভার সলমান তাদের এয়ারপোর্টে ছাড়তে সময়মত তাদের হোটেলে পৌঁছায় । সে হাতে করে কাশ্মীরের লোকাল ইংরাজি পেপারের একটা কপি এনেছিল । সে বলে, ''দেখিয়ে স্যার, পেপার মে আপকা তসবীর ছাপা হ্যায়''। পার্থ আর অরুণা অবাক হয়ে দেখে খবরের কাগজে ছাপা তাদের ছবি ও তার নিচে লেখা পার্থ চ্যাটার্জীর বাহাদুরির বিবরণ । খবরের কাগজ টা পার্থ কাশ্মীরের একটা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সঙ্গে রেখে নেয় । এয়ারপোর্টে ফিরে যাবার সময় সলমান কে ধন্যবাদ জানিয়ে পার্থ বলে সলমান ভাই তোমাদের আতিথ্যেয়তা আমরা কোনদিন ভুলবো না । সলমান কে পাঁচশো টাকার বখশীষ দিয়ে বলে, ভালো থেকো ।

প্লেনে দিল্লি হয়ে কলকাতার নেতাজী সুভাষ এয়ারপোর্টে নেবে আরেক প্রস্থ্য তাদের হতে হলো মিডিয়ার মুখোমুখি । আজকাল কার উন্নত সঞ্চার প্রণালির মাধ্যমে কাশ্মীরে হওয়া ঘটনাটা তখন পশ্চিম বাংলা তে পৌঁছে গেছে এবং সাংবাদিকদের দল তাদের এয়ারপোর্টে ছেঁকে ধরে নানা প্রশ্নবাণে বিরক্ত করে মারে ।

অনেক কষ্টে তাদের কবল থেকে উদ্ধার পেয়ে ট্যাক্সিতে চেপে বাড়ি ফেরার পথে পার্থ অরুণাকে বলে, কোনোদিন ভাবিনি যে ছোটবেলাকার ফুটবল মাঠের ল্যাং আমাকে এমন হিরো বানিয়ে দেবে ।

Created by Universal Document Converter

খবরের শিরোনাম – ব্রততী মজুমদার

মানবদরদী দেশপ্রেমিকের চমকপ্রদ কীর্তি
আর চাঞ্চল্যকর কাহিনীর অকূল বন্যায়
প্রতিদিন খবরের শিরোনাম ভেসে যায় ।
শুধু ফুটে ওঠে
আপামর জনতার চোখের তারায়
দুর্নীতির এক ভয়াবহ মানচিত্র
অবক্ষয়ের পটভূমিকায় ।
দিনে দিনে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে,
নির্লজ্জ স্তুতিবাক্যের অন্তরালে রচিত
মিথ্যের জয়যাত্রা, সত্যের সমাধি,
অযোগ্যের নির্মম পদপিষ্টে নিষ্পেষিত
যোগ্যতার সম্ভবনাময় স্বর্ণালী ইতিবৃত্ত,
আর প্রতিবাদী কন্ঠস্বর
কোন অজানা মায়ার মন্ত্রে
স্বৈরাচারী দানবের সুচারু সঞ্চালনায়, স্তব্ধ ।
খবরের শিরোনাম ঝলমল করে ওঠে
আদিগন্ত উন্নয়নের উজ্জ্বলতায়,
মানুষ বিস্ময়ে দেখে
শিক্ষার পবিত্র প্রাঙ্গণ কলুষিত জর্জরিত
নির্লজ্জ তঞ্চকতায় ।
নির্বোধ দুরাচার ক্ষমতালোভী অসংযমের দাস
অশিক্ষার ঘুণপোকা, কুড়ে কুড়ে খায়
মানবিকতার গৌরবান্বিত ইতিহাস ।
খড়কুটো হয়ে ভেসে যায়
নিরপরাধের আকুতি, অসহায় আর্তনাদ
আর তীব্র প্রতিবাদ ।
কোথাও লেখা হয় না
এ নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনার এক টুকরো সংবাদ ।
স্বার্থসিদ্ধি চরিতার্থটুকুই শুধু প্রয়োজন –
স্বৈরাচারী দানবের হাতের পুতুল এই সমাজ
দর্পণ ।

আকাশ বাতাসময় মর্মভেদী যে কাতর আর্তরব,
জানি না এ সীমিত বর্ণমালা
কতটুকু ছুঁতে পারে তার অবয়ব !!

Created by Universal Document Converter

With Best Compliments from :-

Prop. - Jitu

Mob.:- 9589039886
98271-66703
9589042866

CITYMAN
SINCE- 1992

Computerised Tailor & Exclusive Showroom of

Cloth & Readymade

Wedding Collection, Readymade, Full Suit's
Sherwani, Indo Western, Blazer, Juti, Pagadi,
All types of Accessories Available here

Rajendra Nagar
Bilaspur (C.G.)

Created by Universal Document Converter

অবিশ্বাস্য

– বলরাম সিন্‌হা

বিলাসপুর থেকে সড়কপথে গেল বনদপুরের বেশ কয়েকটা রেস্ট হাউস পাওয়া যায় যার মধ্যে লমনীর রেস্ট হাউস অন্যতম । শোভন ও তার বন্ধুদের এই জায়গাটা ভীষণ পছন্দ, তবে প্রধান কারণ এই রেস্ট হাউসের বাঁ দিকে যে ঢালু সবুজ ঘাসের মাঠ আছে সেটা দিয়ে নীচে নেমে গেলে একটি ছোট্ট পাহাড়ী নদী, যে তার নিজস্ব ছন্দে কল–কল করে বয়ে চলেছে । চারিদিকে ঘন জঙ্গল, যেন সবুজের সমারোহ । বিভিন্ন রঙেরও আকারের নানা প্রজাতির পাখিদের আনাগোনা । বিশেষ করে ওরা যখন দিনের শেষে, রঙীন পাখনা মেলে নিজেদের নীড়ে ফিরে যায়, বিকেলের সোনালী আলোয় ওদের ঘরে ফেরার দৃশ্যটা অত্যন্ত মনোরম, যা কাউকে বলে বোঝানো যাবে না ।

শোভন,অমল,চন্দন ও বিকাশরা প্রায়ই জঙ্গলে বেড়াতে আসে, বনে–জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোটাই ওদের নেশা, তাই অনেক দিন পর যখন লমনী যাওয়ার প্রোগ্রাম ঠিক হয় তখন সবাই এক পায়ে খাড়া । বন–পদ্‌তরের রেস্ট হাউসে গিয়ে থাকতে হলে, বন –দপ্তরের অনুমতি চাই । বিকাশের ভাইপো যেহেতু বনদপ্তরের কর্মী ওই অনুমতির ব্যবস্থা করে দেয় এবং সেই মত আগামী রবিবার রাখী–পূর্ণিমার দিন লমনী যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । রাতটা ওরা ওখানেই কাটাবে যাতে বহুদিন পর পূর্ণিমার রাতে লমনীর চতুর্দিকের মনোরম দৃশ্যটা উপভোগ করা যায় ।

ফোনে–ফোনে সব ঠিক হয়ে গেল, কে কী নিয়ে যাবে । কোথায় ওদের জড়ো হতে হবে এবং কটার সময় জড়ো হতে হবে, ইত্যাদি । সেই মত অমল, বিকাশ আর চন্দন ঠিক দুপুর দুটোয় শোভনের বাড়িতে এসে হাজির । শোভন তৈরীই ছিলো । ওরা সবাই শোভনের গাড়ীতে উঠে বসলো এবং লমনীর উদ্দেশ্যে রওনা দিলো । সব কিছু ঠিক মত চললে বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ লমনী পৌঁছে যাওয়ার কথা, কারণ বিলাসপুর থেকে লমনী যেতে প্রায় আড়াই ঘন্টা লাগে ।

ওরা যখন বেরোয়, আকাশ একদম পরিষ্কার । যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে ওদের যাত্রা শুরু । বিকাশ গাইতে শুরু করে– ‘‘আজ জ্যোৎসনা রাতে সবাই গেছে বনে, আজ’’ বাকী রাও ওর সঙ্গে গাইতে শুরু করে । পর–পর বেশ কয়েকটা গান গাইলো ওরা । প্রায় এক ঘন্টা এই ভাবেই কাটাবার পর হঠাৎই কোথা থেকে ঘন কালো মেঘ সারা আকাশ ঢেকে ফেলে এবং বিকেল হওয়ার আগেই সধ্যননেমে আসে । জঙ্গলে গাছ–পালার ছায়ার এমনিতেই অনেক আগেই অন্ধকার নেমে আসে, তাই অসময়েই শোভন কে গাড়ীর হেড লাইট জ্বালাতে হয় । যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে ওদের যাত্রা শুরু হয়, তা আর রইলো না বরং এক অনভিপ্রেত হতাশা তাদের উপর ভর করলো । শোভন তখনও গাড়ী চালিয়েই যাচ্ছে । কিছুটা এগোনোর পর হতাশার সুরেই বলল– ‘‘কী আর করা যাবে, এতদূর এসে তো আর ফিরে যাওয়া যায়না, যা হয় হবে, আর তো মাত্র আধ ঘন্টার পথ, কিন্তু এই আধ ঘন্টার পর আরো বেশী হতাশব্যঁজক ও বিরক্তিকর হয়ে উঠলো । কারণ ততক্ষণে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে । অমল গভীর হতাশার সুরে

Created by Universal Document Converter

বলল–''বৃষ্টিটাই বাকী ছিল তাও শুরু হয়ে গেল । বাইরে বাগানে বসে থাকারও কোন উপায় নেই, এবার ওই চার দেওলের মধ্যেই পুরোটা রাত কাটাতে হবে, গোটা ব্যাপারটাই ভীষণ বোরিং । এতক্ষণে চন্দন বলে– তোরা তো কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের নাম শুনেছিস, তার কবিতার একটি অংশ–''কবিতা তোমায় দিলেম ছুটি, ক্ষুধা রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি''।এখন আমাদের কাছে পূর্ণিমার চাঁদ ঝলসানো রুটিই হয়ে দাঁড়িয়েছে । গাড়ী যখন রেস্টহাউসের কাছাকাছি, তখন ওদের মনে হলো যে বৃষ্টি থেমে গেছে । তবে আর যে হবেনা এ কথা হলফ করে বলা যায় না ।

গেটের কাছে এসে শোভন হর্ন দিলো । হেড লাইটের আলো ও হর্নের আওয়াজে একটা লোক ছুটে এসে গেট খুলে দিলো । শোভন তার গাড়ীটাকে রেস্টহাউসে পেছনে পার্ক করলো এবং পেছনের দরজা দিয়েই ওরা ছুটে ডাইনিং হলে গিয়ে বসলো । বৃষ্টি তখনও হচ্ছে তাই বাইরে বসা অসম্ভব । কিছুক্ষণ পরে যে লোকটা গেট খুলে দিয়েছিলো ওদের কাছে এসে, নিজের পরিচয় দিয়ে বলল যে সে এখানকার চৌকীদার এবং ওদের যা– যা দরকার তা বলে দিলে ও সব ব্যবস্থা করে দেবে এবং সেই সঙ্গে রেস্টহাউস বুকিং এর কাগজ দেখাতে বলে । কাগজটা দেখে ও দুটো রুম দেখিয়ে দেয় । বলে ওরা ওই দুটো রুমে নিজেদের জিনিষপত্র রাখতে পারে, এটা বলার পর শোভনরা কী বলে– তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো । কিছুক্ষণ পর বিকাশ বলে– ''ওরা রাতে রুটি খায়, তাই রুটির সঙ্গে মুর্গির মাংস হলে ভালো হয় । চৌকীদার বলে– ''রুটি মাংসের ব্যবস্থা হয়ে যাবে'' বিকাশ ওর হাতে পাঁচশো টাকা দিয়ে বলল যে রুটি আর মাংসের পরিমান যেন এমন হয় যাতে চৌকীদারও পেট ভরে খেতে পারে । চৌকীদার বেশ খুশী, বলল– ''ওদের যদি চা খাওয়ার দরকার হয় তা হলে ও দৌড়ে গিয়ে নীচের দোকান থেকে নিয়ে আসতে পারে''। ততক্ষণে বৃষ্টি আবার শুরু হয়ে গেছে, বিকাশ বলে–''এই বৃষ্টিতে তুমি কতবার আসা–যাওয়া করবে, তাই চা আনার দরকার নেই, তুমি বরং রুটি– মাংসের ব্যবস্থাই করো''।জী সাব বলে, যখন চৌকীদার নীচে যাওয়ার উপক্রম করছে, শোভন ওকে বলে যে ও আগে চারটে কাঁচের গেলাস ভালো করে ধুয়ে মুছে রেখে যায় ও চৌকীদার চারটে গেলাস ভালো করে ধুয়ে মুছে ডাইনিং টেবিলের উপরে রেখে দিল । ও কিছু এগিয়ে গিয়ে ফিরে এল এবং ও যেন কিছু একটা বলতে চায় বলে মনে হল । তখন বিকাশ ওঠে বলে– ও কী কিছু বলতে চায় । লোকটা জানায় যে ও ডিউটি রাত আটটা অব্দি, তারপরে ও ঘরে চলে যায়, তাই ওদের খাবার আটটার আগেই দিয়ে চলে যাবে । শোভনদের এই ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই বলে জানানোর পর লোকটা প্লাটিকের প্যাকেট কে টুপিরমত মাথায় পরে ছুট্ দিলো । তখন ঘড়িতে প্রায় ৬ টা, ঘন মেঘের জন্য মনে হচ্ছে যে বেশ রাত । এদিকে বৃষ্টি হয়েই চলেছে, মাঝে মাঝে মেঘের গর্জন সহ আকাশীয় বিদ্যুতের ঝলকানি । পরিস্থিতির উন্নতির আর কোন আশা নেই,উল্টে আরো খারাপ হবারই সম্ভাবনা বেশী, এমতঅবস্থায় সবাই কেমন মুশড়ে পড়েছে দেখে, শোভন বলে উঠলো– এতে এত মন খারাপের কী আছে ? আমার কাছে তোদের জন্যে সকল বেদনা ও কষ্ট দূর করার ওষুধ আছে । তোরা যে কাজটি জ্যোৎসনার আলোয় বাইরে ওই বাগানে বসে করাতিস, সেটা

Created by Universal Document Converter

না হয় এই বর্ষণ সিক্ত রাতে রেস্ট হাউসের ডাইনিং হলে বসেই করবি । বিকাশ বলে– এত তাড়া ? সবে তো পাঁচটা বাজে ? শোভন বলে– পরিস্থিতি যে রকম ঘোরালো হয়ে উঠেছে তাতে কখন যে লাইট চলে যাবে বলা যায় না, তাই আমার মতে শুরু করা যাক্ । ওরা চার জন গেলাস নিয়ে বসে গেল, বাইরে তখন পরিস্থিতি ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে, মুসলধার বৃষ্টির সঙ্গে কন্‌কনে ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়ায় সব যেন উল্টে–পাল্টে যাচ্ছে । শেভনের আশঙ্কা যে লাইট চলে যেতে পারে আরো প্রবল হয়ে উঠেছে । ঠিক তখনই চৌকীদার ওদের খাবার নিয়ে ঢুকলো । খাবার গুলো ডাইনিং টেবিলে রেখে দিয়ে প্লেট আর বাটিগুলো ধুয়ে মুছে রেখে বলল– যদিও আটটা বাজেনি, তাই ওরা যদি অনুমতি দেয় তাহলে ও বাড়ী চলে যেতে পারে । ওর এই কথা শোনার পর বিকাশ বলে– কাল ওরা সকাল– সকাল বেরুবে ও যেন সাতটার মধ্যে চলে আসে । জী সাব, বলে ও চলে যায় । পানপর্ব ও খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ার জন্যে ওরা যখন প্রস্তুত ঠিক তখনই অমল একটা প্রস্তাব দিল– ও বলে যেরকম কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে তাতে ওর মতে একটা রুমেই ডবল বেডে জড়াজড়ী করে শুয়ে পড়ব তাহলে ওদের দুতিনটে দরজার পরদা খুলে দিলেই হবে । অমলের প্রস্তাব মত ওরা একই রুমে শোবার ব্যবস্থা করে । বাইরে তখনও প্রকৃতির তাণ্ডব অব্যাহত ।

গভীর নিশুতি রাত, তখন কটা বাজে কে জানে, ওদের ঘরের দরজায় জোরে–জোরে কড়া নাড়ার শব্দ হয় । বিকাশ আর শোভন দুজনেই ঘুম খুব হালকা কোথাও সামান্য একটু খুট–খাট হলেই ঘুম ভেঙ্গে যায় । ওরা কিছুক্ষণ কড়া নাড়ার শব্দকে উপেক্ষা করে চুপ করে শুয়ে থাকে, কিন্তু কড়া নাড়ার শব্দ হয়েই চলেছে তাই অবশেষে শোভন অত্যন্ত বিরক্তির সুরে বিছানায় শুয়ে শুয়েই চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে– ''কে, কে এই দুর্যোগের রাতে এই ভাবে কড়া নাড়ছে ? তুমি কে ঐ আর এত রাতে কড়া নাড়ার কারণ কী''? দরজার ওপার থেকে কে একজন বলছে– ''সার, আমি এখানকার চৌকীদার, দয়া করে দরজা খুলুন । আমি আর বাইরে থাকতে পারছিনা । ততক্ষণে অমল আর চন্দনেরও ঘুম ভেঙ্গে গেছে । অমল গজগজ করতে লাগল–''শালা রাতে একটু শান্তিতে ঘুমবো তা না কোথা থেকে কে এসে দরজায় টোকা মারছে । শোভন উঠে হাতড়াতে– হাতড়াতে গিয়ে সুইচ অন করতে গিয়ে বুঝতে পারে যে কারেন্ট নেই, অগত্যা ওই অন্ধকারের মধ্যেই এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল । অন্ধকারের মধ্যে বুঝতে পারে যে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে । দুর্যোগ কমেনি, মেঘের গর্জন, আকাশীয় বিদ্যুৎ এর ঝলকানিন্ত ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে মাঝ রাতে এই উৎপাত । শোভনের মেজাজ তখন তুঙ্গে, বেশ রাগত স্বরেই চেঁচিয়ে বলল– তুমি কে, এতো রাতে কেন বিরক্ত করছো ? লোকটা শীতে থরথর করে কাঁপছে, প্রায় কাঁদো–কাঁদো সুরে বলে– ''ও ওখানকার চৌকীদার । এতক্ষণ এই বারান্দায় শুয়ে ছিলো, কিন্তু আর পারছেনা, তাই ওদের ঘরের মেঝেতে এক কোনায় শোবার অনুমতি দেওয়া হোক । শোভন বিস্ময়ের সুরে বলে– তুমি তো বাড়ী যাচ্ছি বলে চলে গেলে । লোকটা বলে– বাড়ী যাব বলেছিলাম ঠিকই, কিছুটা পথ গিয়েও ছিলাম, কিন্তু এই দুর্যোগের রাতে কোথায় কোন বিষক্ত সাঁপ ঘরে বেড়রচ্ছে, আর তার উপর যদি ভালুকের পা পড়ে যায় তাহলেই তো হয়ে গেল । তাই

Created by Universal Document Converter

ফিরে এসে এই বারান্দাতেই শুয়ে পড়লাম । কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন । ঠিক আছে, তুমি এসো । শোভনের এই মাঝ রাতে ওর কথা শোনার মত অবস্থা নেই, তাই দরজাটা ভেতর থেকে ভালো করে বন্দ করে শুয়ে পড়লো ।

সকাল অনেক আগেই হয়ে গেছে । সূর্যের আলো জানলার কাঁচকে ভেদ করে বিছানার উপর গড়াগড়ী খাচ্ছে । কিন্তু তখনও ওরা ঘুমিয়ে । চৌকীদার কয়েক বার এসে দেখে গেছে, কিন্তু তখনও ওরা ঘুমিয়ে । ওদের সকাল সাতটায় বেরিয়ে যাওয়ার কথা তাই ও আটটার বদলে সকাল সাতটায় এসেছে । এখন আটটা বাজে, না আর দেরী করা ঠিক নয়, পরে ওকেই না বকুনি খেতে হয়. তাই ও দরজার কড়া নেড়ে, সার সার বলে ওদের ডাকতে লাগলো । বেশ কয়েকবার ডাকবার পর শোভনের ঘুম ভেঙ্গে গেল, উঠে দেখে বেশ বেলা হয়ে গেছে তাই ও অন্য সবাই কে উঠে পড়ার জন্যে ডাকাডাকী করে, দরজা খোলার জন্যে এগিয়ে যেতেই ওর নজর কোনর সিক্কার মেঝের দিকে গেল । না ওখানে কেউ শুয়ে নেই, ওর কী রকম একটা খট্কা লাগলো, কিন্তু চেপে গেল এবং দরজা খুলে দিল ।

সামনে চৌকীদার দাঁড়িয়ে । শোভন ওকে প্রশ্ন করে যে ও কাল রাতে কোথায় ছিল ? এই প্রশ্নে চৌকীদার অবাক্, এ কী রকম প্রশ্ন, তারপর নিজেকে সংবত করে বলে– এ আপনার কী রকম প্রশ্ন, রাতে আমি তো আমার ঘরেই থাকবো ? এরপর শোভন ওকে গত রাতের ঘটনার কথা জানালো । ইতিমধ্যে বাকী তিন জনও উঠে পড়েছে । শোভনের কাছে গত রাতের বৃত্তান্ত শুনে চৌকীদার কোন বিস্ময় প্রকাশ না করে, স্বাভাবিক সুরে বলল– ও তাহলে কাল রাতেও এসেছিলো । ও মাঝে– মাঝে আসে, তবে কারুর কোন ক্ষতি করেনা । ব্যাপারটা কী হলো, জানার জন্যে সবাই উদ্গ্রীব ।শোভন বলে– হেঁয়ালী না করে সব কিছু খুলে বলোতো । চৌকীদার বলে, আমার আগে ধনীরামই এখানকার চৌকীদার ছিলে । ঘুব ভালো মানুষ, সবাই ওকে খুব পছন্দ করত । ওর এই জায়গাটা খুব ভালো লেগেছিল । খুব মন দিয়ে কাজ করত, বছর পঁচিশের যুবক এই গ্রামের একটি মেয়েকে বিয়ে করে কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই ওর বৌ ওকে ছেড়ে এই গ্রামেরই অন্য এক যুবকের সঙ্গে বিয়ে করে । এই ঘটনায় ও ভীষণ মানসিক আঘাত পায় এবং মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার পর্যায় পৌঁছে যায় । স্থানীয় লোকেরা ওকে অনেক বোঝায়, তাও ও বেশীদিন চাকরি করতে পারেনা, বনদপ্তরই বা ওকে কতদিন পুষবে, ওর চাকরিও চলে যায় । এমন সময় বিকাশ বলে– একটা মেয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে অন্য মরদকে বিয়ে যদি করেই থাকে তাতে কী হয়েছে, আরো কত মেয়ে আছে,বিয়ে করতেই পারত । মরদ হয়েএভাবে কেউ পাগল হয়ে জীবন নষ্ট করে । চৌকীদার বলে– না সাব ওর বৌটা ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাততা করেনি, আসলে ধনীরাম সেই অর্থে মরদ ছিলনা ও পুরুষত্বহীন ছিল, বিয়ের আগে এই ব্যাপারটা ধনীরাম নিজেও জানতো না । যখন সে জানতে পারে তখন ও নিজেকে সামলে রাখতে পারেনি । বেশ কিছুদিন এদিক–ওদিক ঘুরে বেড়ানোর পর গত রাতের মতই এক দুর্যোগের রাতে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে আর শোভননের ওই ঘরের মেঝেতেই শুয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে । এই জায়গার ওপর খুব মায়া পড়ে গিয়েছিল, তাই এখনও মাঝে–মাঝে আসে ।

Created by Universal Document Converter

চৌকীদারের কথা শুনে কারুর মুখে কোনো কথা নেই । কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর শোভন বলে– এই সব কথা তোমার আগে বলা উচিৎ ছিল । প্রত্যত্তরে চৌকীদার বলে– ওর কী আসার কোন ঠিক আছে, তাছাড়া ও কারুর কোনো ক্ষতি করেনা । ও ওই জায়গাটার মোহে মাঝে–মাঝেই আসে ।

শোভন সবাই কে গাড়ীতে বসতে বলে, আর শোভনের গাড়ী গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যায় । সবাই চুপ, সবাই হয়তো গত রাতের কথাই ভাবছে । বেশ কিছুক্ষণ পর, বিকাশ শোভনকে প্রশ্ন করে ও কী ভুত–প্রেত বিশ্বাস করে । শোভন বলে– কাল রাতে সবার সামনে যা ঘটে গেল, তাতে অবিশ্বাসই বা করি কী করে । তাই তো, বিকাশও সায় দেয় । আবার সবাই চুপ, হঠাৎই শোভন অমলকে প্রশ্ন করে ? কী রে এখনও মনে কর যে আমাদের এবারকার লমনীর ট্রিপটা ভীষণ বোরিং অমল সঙ্গে–সঙ্গে বলে ওঠে– বোরিং কী, রীতিমত থ্রীলিং । ভাবা যায়, কালো রাত, মাঝে–মাঝে মেঘের গর্জন,বিদ্যুতের ঝলকানি, মুসলধার বৃষ্টি সঙ্গে কনকনে ঝোড়োহাওয়া এরকম একটি দুর্বেগের রাতে ভুতের সঙ্গে রাত্রিবাস, উফ্ কেউ বিশ্বাস করবে না, বলবে গাঁজাখোরী গল্প । শোভন বলে– ঠিকই বলেছিস, যা সব ঘটে গেল তা যে শুধু অবিশ্বাস্যই নয়, অবিস্মরণীয় হয়ে রইল । এতকাল ওদের চন্দন বলে– ভাগ্যিস আমরা অমলের কথা মত একই ঘরে শুয়েছিলাম তাই ভুত ব্যেটা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি । চন্দনের কথা এই প্রথম সবার মুখে হাসি ফুটে উঠলো ।

তোমাকে বেশিছি ভাল

– মায়া রায়

সেই দিন দেখেছি তোমাকে
দিনের সূর্য ছিল প্রতিদিনের মত একই স্থানে ।
আজ খুজি তোমাকে, তুমি নেই কাছে ।।
দিশা হারা চোখ স্বপ্ন দেখে, তোমাকে যায় না দেখা,
তুমি কি ভুলেছ, আমাকে ।
অন্ধকারে, হারিয়ে গিয়েছি, তুমি নেই কাছে,
তারা ভরা আকাশে অসহায় আমি,
আলো হাতে চলি আমি আঁধারের যাত্রি,
তোমাকে বেসিছি ভাল তাই আজো খুজি তোমাকে ?

Created by Universal Document Converter

Best Wishes & Compliments from

Anil Laheja
9300333577

Mukesh Murpani
9827111565

Ramesh Lal Laheja
9303336050

Prakash Laheja
7489963696
8319647521

Mayank Laheja
7000508614

SHRI GANESH

Tiles & Trading

Near Krishna Netralaya, Link Road,
Bilaspur (C.G.)
Email : sgtt@ymail.com

Created by Universal Document Converter

মহিষাসুরের শোকসভা বা হুদুরদুর্গাপূজা

– অপর্ণা চক্রবর্তী

পুজো এসে গেছে । কিন্তু, ঢাকের আওয়াজ যাতে কানে না পৌঁছায় তাই ওদের দরজা জানালা বন্ধ থাকবে পাঁচদিন । ষষ্ঠী থেকে দশমী ওদের আশৌচ পালনের দিন । অনেক বাড়িতে আলোও জ্বলবে না, রান্নাও হবে না । কারণ ওদের বংশের আদি পুরুষ অন্যায় যুদ্ধে, ছলনার দ্বারা খুন হয়েছেন এক আর্য নারীর হাতে ।

পশ্চিমবঙ্গের আলিপুর দুয়ারের একটি গ্রামের নাম ''অসুর পাড়া'' এখানে খেরোয়াল জনজাতির মানুষ নিজেদের মহিষাসুরের বংশধর মনে করেন । এই অসুর সম্প্রদায়ের মানুষ দুর্গা পুজোর পাঁচ দিন শোকপালন করে থাকেন তাদের আদি পুরুষ হুদুরদুর্গা বা মহিষাসুরের স্মরণে ।

জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা ব্লকের ক্যারন চা বাগানের শেষপ্রান্তে বসবাস করে এই জনজাতির মানুষ । দুর্গা পুজোর দিন গুলিতে এরা নিজেদের প্রথা অনুযায়ী অশৌচ পালন করেন । অরন্ধন পালন করেন । পুরুষরা নাভি, বুক এবং নাকে করঞ্জার তেল লাগান । কারণ তারা মনে করেন আর্যদের দেবী তাদের আদিপুরুষের যে যে জায়গায় ত্রিশুলের আঘাত করেছে, এই তেল লাগালে তাঁর যন্ত্রণায় উপশম হবে ।

কে এই মহিষাসুর বা হুদুরদুর্গা ?

প্রাচীনকালে অনার্য জনজাতি খেরোয়াল সম্প্রদায়ের পরাক্রমশালী মহান রাজা ছিলেন 'বোঙ্গাসুর' বা 'মহিষাসুর' । তাঁর পরাক্রম ছিল ঝড়–বজ্র–বিদ্যুতের মতো । আদিবাসী ভাষায় ''হুদুর'' শব্দের অর্থ ঝড় । আর দুর্গা অর্থাৎ দুর্গের রক্ষাকর্তা । এই মহান রাজা মহিষাসুরেরই আরেক নাম হুদুরদুর্গা । আর্য দেবতা ইন্দ্রের ছলনায়, মিথ্যার আশ্রয়ে তিনি এক আর্য নারীর সাথে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত হন । তখন খেরোয়াল উপজাতির নেতৃত্ব দেওয়ার কেউ থাকে না । ধর্মগুরুর পরামর্শে তাই নিজেদের বাঁচাতে, পুরুষরা মহিলার ছদ্মবেশে নাচতে নাচতে গান গাইতে গাইতে পূর্ব দিকে রওনা দেয় । এখনও নবমীর দিন সাঁওতাল পুরুষরা রঙিন পোশাক পরে, মাথায় ময়ুরের পালক বেঁধে দাশাই নাচ নাচে । এরপর হুদুরদুর্গা তথা মহিষাসুরের শোক বন্দনার পর তাঁর উদ্দেশ্যে ছাতা উত্তলন অনুষ্ঠান হয় যা ''ছাতাধরা'' নামে পরিচিত । এ যেন আর্য দেবতাদের সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অনার্য ও শোষিতদের জয়গান অনুষ্ঠান ।

মহিষাসুর পুজো

পুরুলিয়ার যুবক অজিত প্রসাদ হেমব্রম ২০১১ সালে অনার্য জনজাতির লোকগাথাটি

Created by Universal Document Converter

স্মরণ করিয়ে দিয়ে মহিষাসুরের মুর্তি তৈরি করে স্মরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করেন । সেই খবর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে । দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের ছাত্ররা আদিবাসীদের এই সংস্কৃতিকে সমর্থন করেন । বর্তমানে দেশের প্রায় আটশোটি জায়গায় এই মহিষাসুর স্মরণ অনুষ্ঠানে আয়োজন হয় । দেশের একপ্রান্ত যখন দেবী দুর্গার আরাধনা বিভোর হয়ে আছে, একই সময়ে অন্য কোনখানে অনার্য জনজাতির মানুষ তাদের নিজস্ব শোকসন্তপ্ত লোকগাথাটির আশ্রয়ে, তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি আপ্রাণ ধরে রাখার চেষ্টা করছে । আর্য দেবী দুর্গা হোক বা অনার্য মহাবীর হুদুরদুর্গাই হোক, দুটোই তো আসলে গল্প । দুটোই প্রকৃত পক্ষে মিথোলজিকাল কল্প কাহিনী । শুধু, স্থান ভেদে যারা যে অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছে, তারা সেই ভাবেই নিজের সাথে গল্পের যোগসূত্র তৈরি করে তাকে আপন করে নিয়েছে ।

দংশন

– অনিমেষ বৈশ্য

পৃথিবীর করতলে শস্য নেই একটিও
চলো বোষ্টমী বনে যাই ।
তোমার চুম্বনে ঈশ্বরের বসত
তোমার নগ্ন তাপ,অসহ্য আলিঙ্গনে
বনে পাখি ডাকে অবিরাম,
স্তনবৃন্ত দংশন করি
তেপান্তরের মতো শরীরে তোমার
আমি পথ হারাই হে কপালকুণ্ডলে !

আজ রান্নায় নুন কম
কাল মশারির দড়ি ছিঁড়েছে
পরশু রেশন দোকানে লাইন ।

তুমি ক্রমে ভিখারি হচ্ছ বোষ্টমী
মনে পড়ে ঝড়ের রাতে লেপ্টে দিয়েছি
তোমার পবিত্র রসকলি ।
ঈশ্বরকে ছুটি দাও তুমি
এই প্রান্তর, এই বনভূমিতে কত শস্যবীজ
চলো বনে যাই বোষ্টমী, এই বারবেলায় ।

Created by Universal Document Converter

সুখ–দুঃখের দোলাচলে–চৈতণ্যের সন্ধান

– সৌমিত্র মজুমদার

মহাভারতের একটা শ্লোকে লেখা আছে–

''সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি রাপ্রিয়ম্ ।
প্রাপ্তং প্রাপ্ত মুপাসীত হৃদয়ে না পরাজিতা ।।''

অর্থাৎ সুখ–দুঃখ, প্রিয়–অপ্রিয় জীবনে যা আসুক সেটাকে অপরাজিত হৃদয়ে ধারণ করে নিও ।

কিন্তু সুখ–দুঃখের এতই মহিমা যে দুঃখ লুকিয়ে হাসা গেলেও সুখ লুকিয়ে কাঁদা যায় না । কারণ দুঃখ সুখের সন্ধানে থাকে অথচ সুখ দুঃখ থেকে পালিয়ে বেড়ায় ।

''আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে''।

এক দুঃখী মনের বিরহ যন্ত্রণায় বিষাদ জনিত দুঃখে প্রশ্ন জাগে কার শান্তি ? কিসের শান্তি ? এমতাবস্থায় কার আনন্দ ? কিসের আনন্দ ?– সবই কি এক বিশাল শূণ্যতার অদৃশ্য হাতছানি না মরীচিকার চিরকালীন শাশ্বত সান্তনা ?

গীতা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন –

''আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যেহির্জুন ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ।।''

অর্থাৎ হে অর্জুন, সুখই হোক, দুঃখই হোক যিনি নিজের তুলনায় সকলের (অন্যের) প্রতি সমদর্শন করেন সেই যোগীই আমার মতে শ্রেষ্ঠ ।(গীতা ৬–৩০। ৩১। ৩২)

অর্থাৎ দেখতে হবে, খুঁজতে হবে তোমার চাইতে বেশি দুঃখী কে বা কারা । তাদের দুঃখে বিচলিত হলে, সমব্যাথি হলে, সহায়তা করলে অনেকাংশে দুঃখ লাঘব হবে । আনন্দের প্রাপ্তি হবে ।

''আনন্দাদ্ধোব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে'' এবং ''আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি''। (তৈত্তেরীয় উপনিয়দ ৩। ৬) কিন্তু সেই আনন্দ দুঃখকে বর্জন করে নয় । দুঃখকে আত্মসাৎ করার আনন্দ । সুখ শব্দটার অর্থ তখনই হারাবে যদি এটি দুঃখের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ না হয় । জীবন দেবতার সঙ্গে জীবনের পৃথক করে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই আনন্দ বা মুক্তি । রবীন্দ্রনাথও জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন । তিনি নিজেই লিখেছেন ''দুঃখের আঁধার বারে বারে এসেছে আমার দ্বারে''। তাই তিনি বলেছেন ''সংসারকেই বড় আশ্রয় বলে ভেবো না এবং কঠিন দুঃখ বিপদে ভক্তির সঙ্গে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে শেখো । প্রতিদিনের সুখ–দুঃখে তাঁকে প্রণাম করার অভ্যাস রেখো । নিজেকে দুঃখী বলে চিন্তা করলে দুঃখের কলিমা বেড়ে ওঠে ।''

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন– ''এই দেহ ধারণ করে কত সুখে–দুঃখে কত সম্পদ

Created by Universal Document Converter

বিপদের তরঙ্গে আলোড়িত হবি । কিন্তু জানবি, ও–সব মুহূর্তকাল স্থায়ী । ওই সকলকে গ্রাহ্যের ভেতরে আনবিনি,'আমি অজর অমর চিন্ময় আত্মা''। – এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে জীবনে অতিবাহিত করতে হবে । 'আমার জন্ম নেই, আমার মৃত্যু নেই, আমি নির্লেপ আত্মো' – এই ধারণায় একেবারে তন্ময় হয়ে যা । একবার অন্ময় হয়ে যেতে পারলে দুঃখ– কষ্টের সময় আপনা আপনি ওই ভাব মনে পড়বে, চেষ্টা করে আর আনতে হবে না''।

(বাণী ও রচনা– স্বামী বিবেকানন্দ ৯ম খণ্ড পৃষ্ঠা৯৬)

মানুষের সুখ–দুঃখের অনুভূতি কোথায়, কীভাবে সৃষ্টি হয় এবং এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি ? এর উত্তরে সুখ–দুঃখের অনুভূতি ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মনো–বৈজ্ঞানিকরা তিন ধরণের নিউরো ট্রান্সমিটারের কথা বলেছেন । সেগুলো হোল 'ডোপাসিন' 'সেরোটনিন' এবং 'নরত্রপিনেফ্রোইন' । আরো অনেক জটিল কিছু আছে কিন্তু প্রধানতও এই তিনটিকেই মুখ্য বলা হয় । এ নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা এখনও রিসার্চ করে চলেছেন কিন্তু এখনও সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেনি । সুখ–দুঃখ পরিমাপের কোনো সঠিক পদ্ধতিও আবিবষ্কৃত হয়নি । এখন এ–আই টেকনলজিও মানুষের মন নিয়ে রিসার্চ করছে । কেন মানুষ অতিরিক্ত সুখ বা দুঃখ সহ্য করতে পারে না ?

এখন সংক্ষেপে সুখ এবং দুঃখকে পৃথক ভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব । যদিও সুখ ও দুঃখ টাকার এক পিট আর ওপিট । সেই আদিকাল থেকে মুনি ঋষিরা, দার্শনিকরা সুখের সন্ধানে প্রকৃত সুখ কি তা জানতে চেয়েছেন ।

ছন্দোগ্য উপনিষদে (৭।২৩)অধ্যায়ে ''নারদ–শরৎকুমার সংবাদে'' ভূমাতত্ত্বের কথা জানতে পারি । ''ভূমা'' শব্দের অর্থ বিশালতা, ব্যাপকতা, বা অসীমতা । সর্ববিদ্যাবিসারদ, ভক্তি শিরোমণি নারদ আত্মবিদ্যা লাভের জন্য ঋষি সনৎকুমারের কাছে এসেছেন । প্রণাম করে নারদ বললেন ''প্রভু আমি অনেক মন্ত্র, অনেক গ্রন্থ আবৃত্তি করেছি কিন্তু আত্মবিদ্যা আমার আয়ত্ত হয়নি । তাই আমি শোকগ্রস্থ''। আপনি আমাকে উপদেশ দিন । সনৎকুমার উপদেশ দিলেন ''যো বৈ ভূমা তৎসুখম । নাল্পে সুখমস্তি । ভূমৈব সুখম''। (ছান্দোগ্য উপঃ ৭।২৩।১) ভূমাই সুখ (আনন্দ) অল্পে (অন্য কিছুতে) সুখ নেই । সুতরাং ''ভূমা ত্বৈব বিজিজ্ঞসিতব্য''। অর্থাৎ তুমিই তোমার উপলব্ধির বিষয় হওয়া উচিৎ । সীমার মধ্যে সুখ নেই– ''ভূমৈব সুখম''। কিন্তু ভূমাকে কোথায় পাব ? তিনি সুখের স্বরূপ ভূমানন্দের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বলেছেন ''ভূমাকে আহারে–বিহারে, আচারে–বিচারে, ভোগে–নৈবেদ্য, তন্ত্রে–মন্ত্রে লাভ করা যায় না । – তাকে পেতে হয় বিশুদ্ধ জ্ঞানে, বিশুদ্ধ প্রেমে, বিশুদ্ধ কর্মে । এর জন্য সাধনার প্রয়োজন– তবে অনুষ্ঠানে নয়, নিজের চিন্তায় ও কর্মে সেই পরম ভূমার সাধনা । আমার মধ্যে যে মহান আত্মা আছেন, যিনি জরা–মৃত্যু–শোক–ক্ষুধা–তৃষ্ণার অতীত তাঁকে অণ্বেষণ করতে হবে । বাউল কবি সেই কথাই বলেছেন– ''মনের মানুষ মনের মাঝে করো অণ্বেষণ''।

ভূমাকে লাভ করার জন্য লোকালয় ত্যাগ করে গিরি–গহ্বরে যাবার প্রয়োজন নেই । ভূমার জন্য যে সাধনার প্রয়োজন তা হল মানসিক সাধনা অর্থাৎ মন যাকে স্বীকার করে তাই ।

Created by Universal Document Converter

ভূমা বা আনন্দ আছে মানুষের মনে । এই সুখ অনাবিল সুখ নয় সুখ–দুঃখ মিশ্রিত । মানব জীবনের তিনটি পর্যায় বা স্বরূপ– শান্তম, শিবম,অদ্বৈতম । শান্তম হল নিরবিচ্ছিন্ন সুখের পর্যায় শিবম– জীবনের সংগ্রামের পর্যায় (অর্থাৎ সুখ–দুঃখ ভরা) অদ্বৈতম হল– সুখ বা আনন্দের পর্যায় অর্থাৎ জীবনের সুখ–দুঃখ, ব্যথা–বেদনা, শোক ইত্যাদিতে সবকিছুতেই আনন্দ (সুখ) । তাই সুখও আনন্দ, ব্যাথা–বেদনা ভরা সংঘাত মুখর সুখ (আনন্দ)। – ''রুদ্র যত্তে দক্ষিনং মুখং পাহি নিত্যম'' । অর্থাৎ দুঃখকে স্বীকার করেই তাকে অতিক্রম করতে হবে তাহলেই সুখ বা আনন্দকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে ।

পৃথিবীতে পশ্চিম দেশেও বিভিন্ন দার্শনিকরা সুখের অন্বেষণ করেছেন এবং নিজের মতো করে মত ব্যক্ত করেছেন । সংজ্ঞা নিরুপণ করেছেন । পরন্তু সুখের সন্ধানে তাদের মতবাদ সর্বমান্য হয়নি । এরা সবাই এক বিষয়ে ঐক্যমত যে জীবনের পরম কাম্য বস্তু অর্থাৎ সুখ কামনা করা এবং দুঃখকে ত্যাগ করা মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য + সুখ ও দুঃখ । এই কথাটি বিখ্যাত দার্শনিক 'মিল' এক অর্থে ব্যবহার করেছেন । সকলের সুখ আমাদের কাম্য সে বিষয়ে প্রমাণ দিয়ে 'মিল' বলেছেন যে প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ তার কাছে ভালো তাই সকলের সুখ সমষ্ঠিগতভাবে সকলের ভালো । মিলের সঙ্গে 'বেন্থামের' প্রধান পার্থক্য ছিল সুখের গুণগত বিভাগ রেখে ব্যাখ্যা করেছেন মানুষ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে । তাই প্রাণের ধর্ম ও প্রাণিজগতের ক্রমিক অভিব্যক্তির ধারা সম্বন্ধীয় ইতিহাসের জ্ঞান না থাকলে জীবনের আদর্শ ও কর্তব্যগুলো নির্ণয় করা সম্ভব হয় না । সুখ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'জীবনযাত্রাকে অত্যন্ত সরল করে না আনতে পারলে জীবনে যথার্থ সুখ পাওয়া যায় না''। কিন্তু যথার্থ সুখ বলতে কি বুঝি ?

প্রকৃত সুখ একটা মানসিক অবস্থা । – যা অনুভূতি, ভালোবাসা, তৃপ্তি, সন্তুষ্টি এবং আনন্দ বা উচ্ছাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । ম্যাথু রিকার্ড মাত্র ৬৪ বৎসর বয়সে একজন অণুজীব বিজ্ঞানী হিসাবে পরিচিত । তিনি একাধারে লেখক, আলোক–চিত্রশিল্পী, গবেষক, অনুবাদক ও একজন ধর্মপ্রাণ ভিক্ষু এই মানুষটিই নাকি বিশ্বের সবচেয়ে সুখী মানুষ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে । তাঁর ধ্যানমগ্ন জীবনদর্শনই প্রকৃত সুখের চাবিকাঠি । সুখের উৎস এবং পরিমাণ করা আধুনিক বিজ্ঞানে চেষ্টা চলছে কিন্তু এখনও সফলতা অর্জন করা যায়নি । অষ্টাদশ শতকে সুখ বলতে বোঝা যেত 'সমৃদ্ধি, উন্নতি এবং সুস্থতা'। ভারতীয় দর্শন বলছে সুখ বাইরে নেই । জাগতিক সুখ প্রকৃত সুখ নয় । মানুষকে নিজের মধ্যেই সুখ খুঁজতে হবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন– ''সংসারে সুখ তো দেখছো– যেমন আমড়া, কেবল মাটি আর চামড়া'' তাদের মধ্যে নৈতিকবিধি কেবল প্রাণীবিদ্যার (Biology) নীতি থেকে লাভ করা যায় ইত্যাদি । হার্বাট স্পেসারের মতে প্রাণীজগতের ক্রমিক পরিবর্তনের এক বিশেষ অবস্থায় মানুষের আবির্ভাব । তিনি বলেন প্রাণশক্তি এক বিশেষ শক্তি । এটি এক আত্মরক্ষা এবং বংশ ও জাতি রক্ষা করার শক্তি । তাঁর মতে বংশরক্ষা এবং সুখপূর্ণ সুদীর্ঘ জীবন লাভ করা

Created by Universal Document Converter

প্রাণীদের একমাত্র উদ্দেশ্য । যখনই প্রাণী প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে সমর্থ হয় সে সুখ অনুভব করে । যখন সে প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে অসমর্থ হয়, তখন সে দুঃখ ভোগ করে । সুখলাভ দুঃখের হাত থেকে মুক্তি জীবের একমাত্র কাম্য ।

স্পেন্সার মুখবাদী হলেও আত্মমুখবাদী ও পরসুখবাদের এক সমন্বয় করেছেন । স্পেন্সারের মতবাদ এবং স্টিফেন ও আলোকজান্ডারের মতবাদের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য বিদ্যমান । ওদিকে সিজউইক (Sidgwick)। তিনি একজন সুখবাদী । তবে তার সুখবাদ বেন্থাম ও মিলের সুখবাদের ন্যায় মনোবিজ্ঞান সম্মত সুখবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় । তিনি মনোবিজ্ঞান সম্মত সুখবাদ খণ্ডন করেন । তিনি বলেন সুখকাঙ্খা দুঃখ সৃষ্টি করে । এভাবে তিনি প্রমাণিত করেছেন যে মনোবিজ্ঞান সম্মত সুখবাদ যুক্তিসঙ্গত মতবাদ নয় ।

কিন্তু সুপ্রাচীন ভারতীয় বৈদিক দর্শন বিশ্বের সমস্ত প্রাণীদের 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়' প্রসঙ্গে বলেছেন–

'সর্বেহত্র সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখ মাপ্নুয়াৎ''।।

সকলে সুখী হোক, সকলে নীরোগ হোক, সকলের মঙ্গল হোক । কেউ যেন দুঃখ প্রাপ্ত না হয় ।

সুখের বিপরীতে দুঃখের অবস্থান । দুঃখ প্রসঙ্গে স্বামী প্রেমেশানন্দ উপনিষদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন– ''মানুষের দুঃখ তিন প্রকার আধ্যাত্মিক । আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক ।

আধ্যাত্মিকঃ– আত্মার অর্থাৎ নিজের দেহ–মন–বুদ্ধিতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহা আধাত্মিক দুঃখ । যেমন দেহে রোগ–জরা–মরণ, মনে রাগ, দ্বেষ,লোভ,বুদ্ধিতে– জ্ঞানী, অজ্ঞান, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গ্রহস্থ, সন্ন্যাসী ইত্যাদি ভেদ বুদ্ধিজাত বেদনা ।

আধিভৌতিকঃ– ভূতগন অর্থাৎ জীবগণ হতে যে দুঃখ জন্মে যেমন মশা, মাছি,চোর–ডাকাত,হিংসুক,নিন্দুক প্রভৃতির উপদ্রব ।

আধিদৈবিকঃ– যে দুঃখ দেবতার কোপে হয়ে থাকে । অনাবৃষ্টি, ঝড় বন্যা, ভূকিম্প, বজ্রপাত ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপদ্রব– একে ত্রিতাপ বলে ।

এই তিন প্রকার দুঃখ জ্ঞান হলে সম্পূর্ণ রূপে দূর হয় । জীবন পথের পথিক আমরা, কিন্তু এই পথেরও শেষ আছে । মহাসিন্ধুর ওপারে ওই যে দেখা যায় আনন্দধাম ।

''পুত্রদারাপ্তবন্ধুনাং সঙ্গমঃ পাসঙ্গমঃ ।
অনুদেহং বিয়ন্তেতে স্বনো নিদ্রানুগো যথা''।
(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৭।৫৭)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্ত উদ্ভবকে বলেছেন 'প্রিয় উদ্ভব, এ সংসার আত্মীয়–পরিজন বেষ্টিত এক পান্থশালা । এতে ভুলে থেকো না, এসবই অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর । আমরা আসি, নিজ নিজ কর্ম শেষে যে যার গন্তব্যে চলে যাই । এখানে কেউ কারো সঙ্গী নয় । দুদিনের রঙ্গমঞ্চ মাত্র ।

Created by Universal Document Converter

গীতাতে দুঃখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

''দুঃখেষুনুদ্বিগমনাঃ সুখেন্দু বিগত স্পৃহঃ ।
বীতরাগভয়ক্রোধ স্থিতধীমুনিরচ্যতে ।।(গীতা ২।৫৬)

অর্থাৎ যিনি দুঃখে উদ্বেগ শূণ্য, সুখে যিনি স্পৃহা শূণ্য যার অনুরাগ, ভয় এবং ক্রোধ নিবৃত্ত হয়েছে তাঁকে স্থিত প্রজ্ঞ বলা হয় ।

কিন্তু গীতার এই বাণী কি সাধারণ শোকগ্রস্থ মানুষকে এত সহজে শান্তি প্রদান করতে পারে ? মানুষের মধ্যে যে দুঃখ আছে কিন্তু তার মতো করে কি কেউ সে দুঃখ বুঝতে পারে ? সমব্যাথী হতে পারে ? 'চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে'?

হ্যাঁ অবশ্যই পারে । মহাকালের রিন্তন সান্তনা –

''সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি, ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে ।
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজ, দুঃখ জ্বালা সেই পাশরে –
প্রভু দুঃখ জ্বালা সেই পাশরে''।

সন্ত কবীর বলেছেন যে মুর্খরাই নিজ অন্তরের পরিবর্তে বাইরে সুখ ও শক্তির সন্ধান করে থাকে । আমাদের কর্তব্য হল চেতনার অন্তরালে সেই চৈতন্যর সন্ধান করা, যাকে বলা হয় পরম চৈতন্য । প্রত্যেকেই অসীম সুখ এবং শান্তি চায়, অথচ সেই পরম সত্যটি আমাদের সকলের মধ্যেই বর্তমান । বাইরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলি শুধুমাত্র অস্থায়ী সুখের সন্ধান প্রদান করে, যা কখনও চিরস্থায়ী হয় না ।

তবুও দেখি –

'আপন সৃষ্টির' পরে
বিধাতার নির্মম অন্যায় ।
কিংবা এ কি মহাকাল
কল্পকল্পান্তের দিনে রাতে
এক হাতে দান করে ফিরে
ফিরে নেয় অন্য হাতে
সঞ্চয়ে এ অপচয়ে
যুগে যুগে কাড়াকারি যেন–
কিন্তু কেন ?
তার পরে চেয়ে দেখি
মানুষের চৈতন্য জগতে
ভেসে চলে সুখ–দুঃখ
কল্পনা ভাবনা কত পথে ।
কোথাও বা জ্বলে ওঠে

Created by Universal Document Converter

nurturing young minds

Prarambh

Kids World

Reg No. 1285

Asmission open

Contact : 7771886688

Add. :- Prarambh Kids World,
Under Hemu Nagar Flyover,
Bilaspur, C.G.- 405001

Created by Universal Document Converter

জীবন উৎসাহ,
কোথাও বা সভ্যতার
চিতাবহ্নিদাহ
নিভে আসে নিস্বতার
ভস্ম অবশেষে
নির্ঝর ঝরিছে
দেশে দেশে...
কিন্তু কেন ?

(রবীন্দ্রনাথের ''কিন্তু কেন'' কবিতার কিছু অংশ বিশেষ)

এই বিশ্বসংসারের মানুষদের দুঃখ–দুর্দশা দেখে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ১৮৮৪ সালের ১ লা জানুয়ারি অসুস্থ শরীরে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে বৃক্ষের নীচে উপস্থিত ভক্তদের আশীর্বাদ করে বলেছিলেন ''তোমাদের চৈতন্য হোক''। যে চৈতন্য লাভ করতে হলে মানুষকে কঠিন সাধনা করতে হয়, সেটাই সহজ লভ্য করে দিলেন কল্পতরু হয়ে । সেই থেকে আজও ১ লা জানুয়ারি কল্পতরু উৎসব পালিত হয় ।

কিন্তু কি এই চৈতন্য ?

চৈতন্য একটি সংস্কৃত শব্দ । যার অর্থ চেতনা । এর অর্থ আত্মা, বুদ্ধি, শক্তি, উৎসাহ বা সংবেদন । – যোগে প্রকাশিত ব্রহ্মের মৌলিক স্বরূপই চৈতন্য । শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছিলেন ''অদ্বৈত জ্ঞান না হলে চৈতন্য দর্শন হয় না । চৈতন্য দর্শন হলে তবে নিত্যানন্দ । পরমহংস অবস্থায় এই নিত্যানন্দ''।

চৈতন্য দুই প্রকার । উপস্থিত (আহত,নষ্ট বা বিগ্নিত) চৈতন্য জীব ও অনুপাহিত চৈতন্য পরমাত্মার একই চৈতন্য– সত্তায় পর্যবসিত হয় । এই জ্ঞান যখন অনুভূত হয় তখন সেই স্ব–স্বরূপে স্থিত জ্ঞানীকে কোনোরূপ ক্লেশ স্পর্শ করতে পারে না । শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বলেছেন–

''স্বপ্নজাগরিতে সুপ্তিং ভাবাভাবৌ ধিয়াং তথা ।
যো বেত্ত্যবিক্রিয়র সাক্ষাৎ সোহমিত্যবধারয় ।।(২২)

অর্থাৎ যে অধিকারী–সত্তা জাগ্রত০ স্বপ্ন– সুষুপ্তি ওবং বুদ্ধি সমুহের ভাব ও অভাবকে সাক্ষাৎ রূপে জানেন, সেই চৈতন্যই আমি– এরূপ অবধারণা করো ।

'ত্বম্' পদে যে চৈতন্যসত্তা লক্ষিত হয়, তা অবধারণের জন্য সাক্ষী চৈতন্যকে অবধারণ করতে বলেছেন ।

সাধারণ দৃষ্টিতে মন–বুদ্ধির কার্য দেখে তাদের চৈতন্য বলে ধারণা হয় । পরন্তু ওইগুলি চৈতন্যের সান্নিধ্যে তদ্ধত ক্রিয়াশীল হয় । শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলতেন– অগ্নিযোগে আলু–পটল জড় হলেও লাফায় । সেরূপ মন– বুদ্ধি যে চৈতন্যের সান্নিধ্যে ক্রিয়াশীল । সেই চৈতন্য সত্তই জীবের প্রকৃত স্বরূপ ও 'ত্বম্' পদের লক্ষার্থ ।

Created by Universal Document Converter

এইভাবে দেহী হলো চেতন, আত্মা । আত্মা যে চেতন সে সম্বন্ধে শ্রুতি বলছেন– ''সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রক্ষ'' শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই কথাটাই সহজ করে বলেছেন ''চৈতন্যের দ্বারার চৈতন্যের সাক্ষাৎ''।

তিনি বলতেন ''ছোকরাদের এত ভালোবাসি কেন জান ? ওরা খাঁটি দুধ, একটু ফুটিয়ে নিলেই হয়– ঠাকুরসেবায় চলে। জোলো দুধ অনেক জ্বাল দিতে হয়– অনেক কাঠ পুড়ে যায় ।

ছোকরারা যেন নতুন হাড়ি – পাত্র ভালো– দুধ নিশ্চিত হয়ে রাখা যায় । তাদের জ্ঞানোপদেশ দিলে শীঘ্র চৈতন্য হয় । বিষয়ী লোকদের শীঘ্র হয় না । দইপাতা হাড়িতে দুধ রাখতে ভয় হয় ।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন চৈতন্যকে জড়ের ভূমিতে টেনে না এনে– জড়কে চৈতন্যে পরিণত কর । অন্ততঃ প্রত্যহ একবার করে সেই চৈতন্যরাজ্যের– সেই অনন্ত সৌন্দর্য, শান্তি ও পরিত্রতার রাজ্যের একটু অভ্যাস পাবার এবং দিনরাত সেই ভূমিতে বাস করবার চেষ্টা কর । অস্বাভাবিক আলৌকিক কিছু খুঁজো না, ওগুলো পায়ের আঙুল দিয়েও স্পর্শ করো না । তোমাদের আত্মা দিবারাত্র অবিছন্ন তৈলধারার ন্যায় তোমাদের হৃদয় তোমাদের হৃদয়সিংহাসনবাসী সেই প্রিয়তমের পাদপথে গিয়ে সংলগ্ন হতে থাকুক, বাকী যা কিছু, অর্থাৎ দেহ প্রভৃতি– তাদের যা হবার হোক গে।

'কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল,
কে জানে কেমন কি খেলা হল ।
প্রবাহের বারি রহিতে কি পারি,
যাই – যাই – কোথা ? কুল কি নাই,
কর হে চেতন কে আছ চেতন,
কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন ?
কে আছ চেতন ঘুমাও না আর,
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার ।
কর তম নাশ হও হে প্রকাশ
তোমা বিনে আর নাহিক উপায়
তব পদে তাই শরণ চাই'।।

Created by Universal Document Converter

পানিঝোড়া বই গ্রাম এক আলোকবর্তিকা

– কুমকুম নন্দী

পাহাড়ের পায়ের কাছে জঙ্গল চা বাগান পাহাড়ী নদী বুকে নিয়ে ভালবাসার আলিপুরদূয়ার । পঞ্চাশ বছরের পরিচিতি । পরিচয় যখন গাঢ় হয় সে তখন বড় কাছের হয়ে ওঠে । আলিপুরদূয়ার থেকে রাজাভাতখাওয়া–র রাস্তা ধরে জয়ন্তী যাচ্ছিলাম । যেতে যেতে মুগ্ধতা বারেবারে ঘাড় ঘুরিয়ে রাস্তার দুপাশ দেখায় মগ্ন করে । আচমকা একটা সাইনবোর্ড আমাকে চমৎকৃত করলো । ডানদিকে বইগ্রাম পানিঝোড়া ।

এও কি সম্ভব বই এর নামে গ্রাম ? অগত্যা বড় রাস্তা থেকে গড়িয়ে গাড়ি নামলো । থামলো গিয়ে মাঠে । মাঠের একদিকে রঙ্গিন সুসজ্জিত ছোট্ট বাড়ির মতো ওদের সেন্ট্রাল লাইব্রেরি । সবথেকে বড় আলোর প্রদীপখানি । সঙ্গে ছিল আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় পুত্রসম সসীম । ওর পরিচিত একজন আমাদের দেখাবার জন্য লাইব্রেরি খুলে দিল । একটি কমবয়সী মেয়ে যে এ বছর মাধ্যমিক গ্রাম করেছে সে এগিয়ে এসে দেখাতে থাকল । সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যবই, সাহিত্যের বই, শিশুদের জন্য বই, মনিষীদের জীবনী, চাকরির পরীক্ষার জন্য বই এইধরণের প্রায় তিন হাজার বই সেখানে রয়েছে । পাশেই তাদের একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় ।

লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে গ্রামের পথে হাঁটতে লাগলাম । প্রত্যেকটা বাড়ির চিত্রিত দেওয়ালে বই সম্পর্কে আকর্ষণীয় কিছু লেখা বাংলা ও আদিবাসী ভাষা সাদ্রিতে । লেখাপড়ায় উৎসাহ দানের সঙ্গে আর যা চোখে পড়ার মতো সেটি হোল মাদক বিরোধী আঁকা ও লেখা । তাছাড়া কম বয়সে বিয়ে নয় । গ্রামের প্রতিটি বাড়ি এক একটি কালযয়ী বই এর নামে– চিত্রা, আরণ্যক, নীলকন্ঠপাখির খোঁজে, ডাকঘর, পথের পাঁচালী, রক্তকরবী । বই চেনাবার কি চমৎকার উপায় । গ্রামের রাস্তা বাড়িঘর উঠোন বাগান পরিচ্ছন্ন পরিপাটি । প্রতিটি বাড়ির বেড়ায় লাগানো একটি করে সবুজ ময়লা ফেলার পাত্র । একটুকরো কাগজও কোথাও পড়ে নেই । গ্রামের পনেরোটা বাড়িতে পাখির খাঁচার মতো দেখতে ছোট ছোট বইবাক্স বা লাইব্রেরি । এই আলোকবর্তিকাগুলিতে আছে গোটা কুড়ি নানা বিষয়ের বই । যে কেউ নাড়াচাড়া করতে পারবে । ইচ্ছে হলে নেবে এবং ফেরত দেবে ।

এখানে বাস করে বিভিন্ন আনগ্রসর জনজাতির মানুষ– রাভা, ওঁরাও, বোড়া, ডুকপা, সাঁওতাল, মুন্ডা, খাড়িয়া । চারটি ভাষায় ওরা কথা বলে । বাংলা সবাই জানে বলে মনে হল । মোট জনসংখ্যা ৩২০ র মধ্যে ২৬৮ ইতিমধ্যে সাক্ষর । শহরে গিয়ে দুটি মেয়ে কলেজে বাংলা ও ইংরেজিতে অনার্স পড়ে । দুজন বি এ পাস করেছে । একজন এম এ পড়ে । এবছর চারজন মাধ্যমিক পাস করেছে । এমনটাই শুনলাম শ্রী প্রমোদ নাথ মহাশয়ের কাছে । যিনি ডুয়ার্স

Created by Universal Document Converter

লোকসংস্কৃতি আকাদেমির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ।

কোভিড যখন সারা বিশ্বকে কাঁপিয়ে তুলেছিলে সেই সময় সুনামির ঢেউয়ের মতো তার ভায়ানক প্রভাব এই পানিঝোড়ো গ্রামটিকে বিদ্ধস্ত করেছে । মানুষজন হল কর্মহারা । শিশু কিশোরদের স্কুল যাওয়া বন্ধ হল । এই দিশেহারা সময় 'আপনকথা' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যার কর্ণধার দমনপুর হাইস্কুলের শিক্ষক ডঃ পার্থ সাহা ছাত্রদের স্কুলে ফিরিয়ে আনতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন । মাত্র একটাকা দানের আবেদন করে একটি পাবলিক পোস্ট করলেন । তাতেই অভূতপূর্ব সাড়া । উঠে এলো ২৯,০০০ টাকা । শুরু হল তাঁর স্বপ্নের উড়ান ।

অবশেষে ২০২৪ সালের ৩১ শে আগষ্ট শিক্ষামূলক ব্যাপক কাজকর্ম ও স্থানীয় সংস্কৃতি রক্ষায় অসামান্য অবদানের জন্য আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক আর বিমলার আগ্রহে ও প্রশাসনের সহায়তায় পানিঝোড়া গ্রামকে বই গ্রামের স্বীকৃতি দেওয়া হয় । এটি ভারতের তৃতীয় বই গ্রাম । প্রথমটি মহারাষ্ট্রের ভিলারে ২০১৭, দ্বিতীয় কেরালার পেরুমকুলামে ২০২১ ।

বয়স্ক থেকে শিশু পানিঝোড়ার ৭২ টি বাড়িতে বইয়ের জন্য অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেছে, যখন সারা পৃথিবীতে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই মোবাইল আসক্ত । বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ খেলাধুলোয় উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে । ছেলেমেয়েরা আত্মরক্ষার জন্য শিখছে ক্যেরাটে । চলছে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ । এই ব্যাপক কর্মকাণ্ড চাক্ষুষ করার জন্য ভ্রমণার্থীরাও বেশি সংখ্যায় আসছেন । তাঁদের জন্য সবুজ জঙ্গল ও তিরতিরে পাহাড়ি নদীর তীরে এই জায়গায় গড়ে উঠেছে হোমস্টে ।ভ্রমণার্থী সমাগমে অনেকটা সাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে এই পানিঝোড়া বই গ্রাম । যা পথ দেখাবে অনেক পিছিয়ে পড়া গ্রামকে । আসুন সবাই মিলে আমরাও এই মহৎ প্রচেষ্টায় যথাসাধ্য সামিল হই । সঙ্গে সানন্দা পত্রিকার কয়েকটি ছবি ।

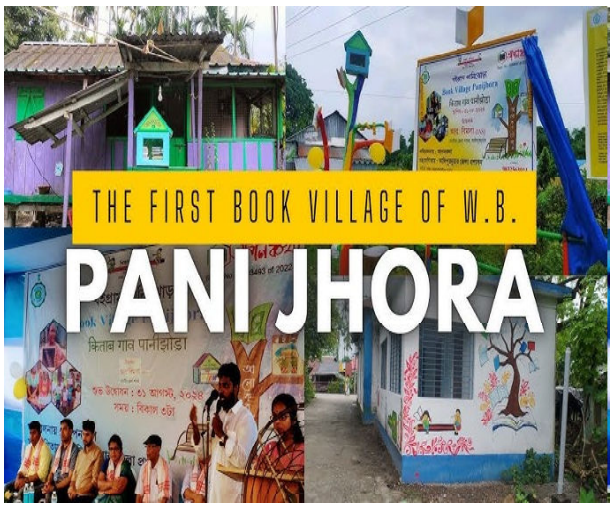

Created by Universal Document Converter

পুরী জগন্নাথ ধাম

– ডঃ চন্দনা মিত্র

পুরী জগন্নাথ ধাম যেন সর্বদা হাতছানি দিয়ে ডাকে । পুরীতে জগন্নাথ মন্দির এর অতিরিক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী ও ব্রক্ষচারীজি র আশ্রম ও আছে । আমরা ওনার দীক্ষিত । পুরীর আকর্ষণ বড়োই অদম্য । তাই প্রায়ই পুরী যাওয়া হয় । আর যতবার যাওয়া হয় এক নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে ফেরা ও প্রত্যেক বারই জগন্নাথ মন্দিরের বিষয় কিছু নতুন করে জানা যেন জগন্নাথ দেবের এর আশীর্বাদ ।

একবার হঠাৎ দেখতে পেলাম মন্দির এর ওই উঁচু চুড়াতে পতাকা বদলানো । আমার জানা ছিল না যে প্রতিদিন নতুন পতাকা বদলানো হয় । সেবার দেখতে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে হলো । জগন্নাথের কৃপা বলে মাথা নত করে কৃতজ্ঞতা জানালাম ।

একবার বিকেলের দিকে জগন্নাথ মন্দির দর্শনে গিয়েছি, সেবারে হঠাৎ জানা গেলো যে এখন মন্দির বন্ধ কারণ ভগবানের ভোগ অর্পণ করা হবে । কিন্তু যারা ভিতরে আছে তারা ভিতরেই থাকবে ।

জগন্নাথের ৫৬ ভোগ কি ভাবে অর্পণ করা হয় তা দেখা হল । আমরা তিনজন আমি, স্বামী আর ছোট মেয়ে । আবার নতুন কিছু জানা হলো যা অভাবনীয় ও অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর । এটা যেন আমাদের জন্যে এক ঐশ্বরিক অবদান বলে মনে হলো । যা স্মৃতি পটলে এক স্মরণীয় স্মৃতি হয়ে রইলো ।

সেবারই আমরা পুরী থেকে ট্যাক্সি করে ভুবনেশ্বর ফিরছিলাম । রাস্তায় পুরী থেকে ১৪ কি.মি. দূরে ভার্গবী নদীর তীরে রঘুরাজপুর নামে একটি খুব প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে । এই গ্রামটি পুরী ও ভুবনেশ্বর এর মাঝখানে । আমরা সেই গ্রাম টা ঘুরে নিলাম । এই গ্রামটি দুটো কারণে এতো প্রসিদ্ধ, প্রথম এখানেই পদ্মবিভূষণ কেলুচরণ মহাপাত্র মহাশয় এর জন্ম ও উনার গুরুকুল টি অবস্থিত । এবং গুটিপুয়া নর্তক পদ্মশ্রী মাগুনি চরণ দাস যিনি ওডিসি শাস্ত্রীয় নৃত্য পরম্পরা তে গোটুপি নৃত্যটি লোকপ্রিয় করেছেন, উনার ও জন্ম এই গ্রামেই । দ্বিতীয়, এই গ্রামেই শিল্প গুরু ডাঃ জগন্নাথ মহাপাত্র, এক বিশিষ্ট পটচিত্র শিল্পী র জন্ম । পটচিত্র কে লোকপ্রিয় বানাতে ওনার যথেষ্ট যোগদান আছে । এই গ্রামটি ২০০০ সালে শিল্প গ্রাম এবং ২০০২ সালে UNESCO দ্বারা ঐতিহ্যপূর্ণ শিল্পগ্রাম বলে বিহিত করা হয় । তার কারণ এখানে প্রায় প্রত্যেক ঘরে– ঘরে শিল্পী রা 'পটচিত্র' আঁকে ।

পটচিত্র ওড়িষ্যা ও বাংলা র একটি প্রাচীন বিশিষ্ট চিত্রকলা । এই চিত্রকলা কাপড়ের ওপরে বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্রর ওপরে ভিত্তি করে প্রাকৃতিক রং দিয়ে বানানো হতো কিন্তু বর্তমান এ রাসায়নিক রং এর প্রয়োগ করা হয় ।

Created by Universal Document Converter

শিল্পী রা প্রথমে পৌরাণিক চরিত্রের বিষয়ে খুব ভালো করে জ্ঞান বর্ধন করে তারপরেই তার চিত্র আঁকেন ।

ওড়িষ্যা ও বাংলা র পটচিত্র কোটামুটি একই রকম । তবে একটা পার্থক্য দুই রাজ্যের বৈশিষ্ট তে আছে যে ওড়িষ্যা র পটচিত্র বেশি সুক্ষ ও সুন্দর । অন্যদিকে বাংলার শিল্পী রা চিত্র বানিয়ে তার সাথে গান গেয়ে গেয়ে তার বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন । তাকে পটুয়া সঙ্গীত বলা হয় । তারপরে ভুবনেশ্বর এ গিয়ে লিঙ্গরাজ মন্দির ও নন্দন কানন এ সিংহ ও বাঘ একেবারে খোলা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আমরা কেজ এ (জাল লাগানো বাস এর মধ্যে) ।

এবারে মার্চ ২০২৫ এ আমরা ৫ জন মিলে দোলের সময় আবার জগন্নাথ মন্দির এ আশ্রম এর দোলযাত্রা দেখতে গেলাম । এবারে নতুন অনুভব জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা র গা ভর্তি সোনার গয়না ও রাজবেশ পরা মূর্তির দর্শন যা খুবই অতুলনীয় । তবে এবারে খুব ভীড় ছিল । তবে আমাদের পরিবার এর পান্ডা থাকতে খুব ভালো দর্শন করা গেলো । এইদিকে সকাল বেলা আমরা জটিয়াবাবা আশ্রমে ও ব্রহ্মাচারীজী র আশ্রমে গিয়ে দোলযাত্রায় সম্মিলিত হলাম, ভজন গাওয়া হলো ও প্রসাদ পাওয়া হলো । একেবারে এলাহী ব্যাপার । এর আগেও আশ্রম এ প্রসাদ অনেকবার পেয়েছি কিন্তু এবারে তা একেবারে আলাদা । এটাও দারুন লাগলো ।

দোলের সময় হওয়াতে হোটেল ও মন্দির এর প্রসাদ খাজা এবারে একেবারে আসল ঘীতে বানানো ছিল তার স্বাদ ই আলাদা ।

তার পরের দিন সকাল–সকাল হোটেল এর নিজস্ব বিচ এ সমুদ্রে স্নান করা হলো । তারপরে দুপুরে খাওয়া–দাওয়া করে বিকেলে স্বর্গদ্বার এর সমুদ্র তীরের বাজারে ঘোরা–ঘুরি করে ছোটোখাটো কেনাকাটা করে রাতে ট্রেন ধরে বিলাসপুরে ফেরত আসা হল ।

Created by Universal Document Converter

আমাদের AMERICAN নাতি 'স্লোক'

– সুজিত কুমার মিত্র

দিনটা ছিল 28 th June' 25 আমাদের Palm Encave Flat এ বিরাট হই চই সকাল ১০ টা মতন । বাড়িতে সবাই খুব আনন্দিত আর একটা উৎসবের ভাব । আমার ১০ বছরের নাতি স্লোক একটা কান্ড করেছে । আমার বড় মেয়ে ঝিনুক আর আমরা সবাই আমাদের বেড রুমের দিকে কাঁচ ভাঙার আওয়াজ শুনে দৌড়ে গেছি ।

আমাদের প্রিয় নাতি ক্রিকেট খেলতে গিয়ে ভুল করে বল দিয়ে আমাদের প্রিয় কাঁচের ফুলদানি ভেঙে দিয়েছে, আর স্লোক বেচারা মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে । বলছে sorry, বল লেগে গেছে ।

আমরা সবাই একসাথে খুব খুশি আর হাততালি দিতে থাকলাম কারণ গত দশবছরে প্রথমবার আমাদের নাতি কোনও জিনিস ভেঙেছে । আর আমরা সবাই নাতিকে congretulate করলাম । প্রথমবার কোনও জিনিস ভাঙার জন্য চন্দনা দৌড়ে ফ্রিজ থেকে টফি বার করে স্লোক কে এনে দিল । আর আমরা সবাই ওকে জড়িয়ে ধরলাম, আর আদর করে দিলাম । আমাদের উচ্ছাস দেখে আমরা স্লোক এ সাথে ডান্স করতে লাগলাম । সবাই মিলে কাঁচ পরিস্কার করল । একটু পরে স্লোক আরেকটা টফি চাইলো কারণ এই পুরো ব্যাপারটা পরে নাতি বাবুও ইনজয় করতে শুরু করেছে ।

এরকম ঘটনা আমাদের সবার জীবনে হয়ত আসে । ফুলদানি আর ফেরত হবেন কিন্তু বাচ্চার সাথে এমন ভুলই (সময়) হয়ত আর কোনদিন হবেনা । আমরা হয়ত বাচ্চার এই দুষ্টুমি এইভাবে উপভোগ করিনা । পারলে, দেখবেন খুব ভাল লাগবে ।

আর কটা বছর পর নাতি বড় হয়ে যাবে হয়ত এরকম ঘটনা হবেনা তবে এরকম আরও ঘটনাকে আমরা বাচ্চার সাথে উপভোগ করতে পারি ।

আমার বড় মেয়ে ঝিনুক আর জামাই সৈকত USA তে থাকে । ওদের ব্যাবহার আর শিক্ষার জন্য আমাদের নাতি বাংলাতে কথা বলে বাংলায় ছড়া– কবিতা বলে । স্টেজে উঠে বাংলার নাচ ও নাটকে প্রতিভা হয় । এই কারণে নাতি আমাদের সবার প্রিয় মোবাইল এ রেগুলার বাংলায় কথা হয় আর ফোন ছাড়তে চায়না । অনেক গল্প কথা, মান–অভিমান চলতে থাকে ।

নাতির এখন বড় ক্রিকেটার হওয়ার চেষ্টা চলছে । একাডেমি তে ট্রেনিং করে আর কোহলি কে ফলো করে । গত ক মাসে অনেক বেশী ইমপ্রেস করেছে । আমেরিকা তে ক্রিকেট এখন খুব পপুলর হয়ে উঠেছে । নাতির ইচ্ছে একদিন বড় ক্রিকেটর হবার সময় ঐভাবেই প্র্যাক্টিস করে যাচ্ছে । এবারে বিলাসপুর এসে পুরো ক্রিকেট কিট নিয়ে গেছে । ওর পৃথিবীর অনেক টিম

Created by Universal Document Converter

আর ক্রিকেট প্লেয়ার দের ফলো করে । ওদের পরফার্মেন্স রেকর্ড করে সাথে রেগুলার ডিস্কাস করে ।

আমাদের সাথে লুডো, ক্যারাম আরও অনেক রকম গেম খেলতে ভালবাসে । ওর প্রিয় ডগি দাদু (অভিজিত) আর দীদা শুক্তির সাথে খেলা । আমার জামাই সঞ্জিব ওকে দুটো অরিজিনাল ক্রিকেট বল ওকে গিফ্ট করেছে, নাতির খুশীর ঠিকানা নেই । Overall আমাদের খুব ভদ্র আর ভালো নাতি আর আমরাও ওর সাথে প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করি । ওর বাবা ও মাকে অনেক ধন্যবাদ আর congratulations এত ভালভাবে বাচ্চাকে মানুষ করার জন্য ।

আপনারাও অনুভব করবেন এবং আনন্দ পাবেন যদি বাচ্চাদের সাথে বাচ্চা হয়ে জীবন টাকে উপভোগ করতে পারেন। আর এই পৃথিবীতে সব কিছু ভাল লাগতে শুরু হবে । এটা আমার অভিজ্ঞতা আর বর্তমান জীবন থেকে বলছি ।

আমার জীবনে এর এই টফি খাওয়া আর নিজে আরেকটা টফি চেয়ে নেওয়ার আবদারটা চিরজীবন মনে থাকবে ।

এই সব ছোটখাটো ঘটনার পর জগজিৎ সিং এর গজল এর গয়েকটা লাইন পড়ে যাচ্ছে ।

ये दौलत भी ले लो
ये शोहरत भी ले लो
भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी
मगर मुझको लौटा दो
बचपन का सावन
वो कागज की कश्ती
वो बारीश का पानी ।

Created by Universal Document Converter

দায়

– তপন ঘোষ

ছোট্ট মেয়ে সন্ধ্যা, নিজের আপন জনের দিকে তাকিয়ে থাকে, গায়ের রং কালো বলে ওরাও ওকে কাছে টেনে নিতে চায় না । দু বেলা দুটো খাবার দিয়ে, রাতে রান্নাঘরের মেঝেতে যৎসামান্য বিছানার উপরে শুতে দেয় । ছোট্টমেয়ে সারাদিন সকলের ফাইফরমাস খাটতে খাটতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পরে । রাতে কখনো ঘুম ভেঙ্গে গেলে, মাকে ওর মনে নেই, বাবার কথা মনে পড়ে, বুক ফেটে কান্না পায়, ফুপিয়ে কাঁদে, বিছানায় বাবা কে খোঁজে হাতের স্পর্শে পায় না, কাঁথায় মুখ গুঁজে আবার ঘুমিয়ে পড়ে ।

সকালে সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ার আগে ঘুম থেকে উঠে । ছোট্ট ছোট্ট হাতে রান্নাঘরে পাশে পাথর বিছানো শান এর উপরে রাতের এঠোঁ বাসন গুলো মাজাঘষা করে । ছোট চৌবাচ্চা থেকে জল তুলে ধুয়ে না রাখলে জেঠিমার হাতের কান মোলা ওর খুব ব্যথা লাগে, এই ভয়ে বাসন গুলো ঘসে মেজে ধুয়ে রান্না ঘরে রেখে দেয় ।

সূর্য যখন একতলা বাড়ির ছাদের উপরে উঠে আসে তখন আপন তুতো ভাই বোনদের মায়েরা বিছানা থেকে স্বযত্নে তুলে এনে হাতে টুথব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে স্কুল যাওয়ার তৈরি করায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে । সন্ধ্যার মনে পড়ে বাবাকে, এমনিভাবে টুথব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে নিজের হাতে দাঁত মাজিয়ে দিত তারপর সঙ্গে করে সাইকেলে চড়িয়ে স্কুলে নিয়ে গিয়ে নিজের কাজে বেরিয়ে যেত ।

বাবা মারা যাওয়ার পর স্কুলে যেতে দিত না, কথা শুনতে হয়েছে ওকে, তোর বাবা টাকা রেখে গেছে যে স্কুলে যাবি ? ছোট্ট মেয়ে বোঝেনা এসব কথা । হাসিমুখে সকলের মন জয় করার চেষ্টা করলেও কারো মন ছুঁতে পারেনি । বয়স সাত–আট পেরিয়ে নয় এর ঘরে এসে দাঁড়ালো, ওখন ও সব বুঝতে শিখেছে । একদিন সকাল গড়িয়ে যাবার পর ফ্যাকাসে আব্ছা কালো মেঘের ফাঁকে তেজবিহীন সূর্য উঁকি দিয়ে দাঁড়িয়েছে সামনে আটচালা ছাদের উপরে, এই সময় লম্বা সুন্দর দেখতে একজন লোককে জ্যাঠামশাই সঙ্গে করে নিয়ে এলো ঘরে । মিষ্টি সুরে সন্ধ্যা কে মা ডেকে বলল, 'দেখ তোর এক মামা এসেছে তোকে নিয়ে যেতে'। 'যা, মা কয়েক দিন মামাবাড়িতে থেকে আয়, মনটা ভালো লাগবে' সন্ধ্যা এর আগে কখনো দেখেনি বা শোনেও নি, ওর কোন মামা আছে ও দেখেছে শহরের লোকজন খাওয়া পড়া থাকার লোভ দেখিয়ে নিয়ে যায় এখানকার অনাথ গরিব ছেলেমেয়েদের । তবুও মেনে নিল সন্ধ্যা পরিতোষ কর্মকারের হাত ধরে তার ঘরে চলে এলো । দুজনের সংসার, স্বামী স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই । মামা মামী বলে ডাকে, মামার থেকে মামী আরো বেশি সুন্দরী বয়স দুজনেরই ৪০ এর ঘরে এসে পৌঁছেছে ।

Created by Universal Document Converter

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

ভাগ্যলক্ষ্মী ভাণ্ডার

কানু মুহুরী

Mob.- 9179246285

বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশন
এই খানেতে সবই পাবেন দশকর্ম যা প্রয়োজন
কোলকাতার সিদ্ধ চাল, ঝর্ণা ঘী, মুগ,মুসুর
রকমারি তাতের শাড়ী, ডালের বড়ী নলেন গুড়
শাখা,সিঁদুর,লাল পলা,

VISIT

করুন, দেখুন একবার
আপনাদের সেবায়রত

ভাগ্যলক্ষ্মী ভাণ্ডার,

আসবেন বার-বার

বুধওয়ারি বাজার, গেট নং.– ২,
লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির রোড, বিলাসপুর, ছ.গ.

Created by Universal Document Converter

মামার বয়স একটু বেশি । মামা মামির কোন সন্তান না হওয়াতে মেয়ের মতই দেখে সন্ধ্যাকে । কাজের ভার বেশি চাপিয়ে দেয় না, ভালো মন্দ খাবার দাবার ওর জন্য রাখে । মামা একটা প্রাইভেট কারখানায় চাকরি করে । কাজে বেরিয়ে গেলে সারাদিন সেরকম কাজকর্ম থাকে না মামির সঙ্গে গল্প করে, আশেপাশের সমবয়সী ছেলে মেয়েদের সাথে খেলা করে আনন্দে হাসিতে দিন কেটে যায় । সন্ধ্যাকে পেয়ে মামা মামিও বেশ খুশি, আপনজনকে ছেড়ে মামা মামিকে আপন করে বড় হতে লাগলো ।

যৌবনের দুয়ারে পা রাখতেই মামা মামির চিন্তা বেড়ে গেল, সময় মত ওকে বিয়ে দিতে পারলে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারব । মামা বলে ওর তো দেশের বাড়িতে আপনজন আছে, তাদের ছাড়া আমরা ওর কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারি না । মামি রাগ করে বলে, ছাড়োতো ওর আপন জনের কথা । নয়, দশ বছর হয়ে গেল বাড়ি থেকে এসেছে একবারও কি ওর আপনজনেরা মেয়েটার খোঁজ নিয়েছে, মরে গেছে কিনা বেঁচে আছে ? তার খবর পর্যন্ত নেয়নি । যা করার আমাদেরই করতে হবে । ওর তো ভাগের জমি জমা আছে ? দেখো গিয়ে লোভী মানুষগুলো বেনামি করে নিজেদের নামে করে নিয়েছে । রাখো তো ওসব কথা বিয়ের পর জামাই মেয়ে মিলে ওদের ভাগ নিজেরাই বুঝে নেবে ।

সন্ধ্যা বিয়ের কথা শুনলেই বলে আমাকে তোমরা তাড়িয়ে দিচ্ছ, তোমাদের বয়স হলে তোমাদের দেখবে কে শুনি ? হয়তো বিধাতা শুনে নিয়েছিল তাই নতুন করে ভাগ, লিপিতে তার ইচ্ছাটা লিখে দিল ? ফেলে আসা জীবনের দুঃখ বেদনা ভুলে গিয়ে আনন্দে উল্লাসে মামা মামিকে জড়িয়ে ধরে দিন চলে যেতে লাগলো । একদিন সন্ধ্যার জীবনে নেবে এলো অন্ধকারের ছায়া । সপ্তাহে রবিবার ছুটির দিন ভালো ভালো রান্না করে খাওয়া দাওয়া করে বিকেলে ইভিনিং শোতে তিনজনে মিলে সিনেমা দেখে, রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করে, বাড়ি ফিরে সিনেমার গল্প করে যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো । পরদিন সকালে প্রতিদিনের মতো টিফিন গুছিয়ে মামার হাতে দিয়ে হাত নেরে শুভ ইঙ্গিত দেয়, আজও মামির শেখানো দুর্গা দুর্গা নাম জপ করে বলে দেখো ঠাকুর যেন কোন বিপদ না আসে ।

গোধূলি বেলার শেষে ঘরে ফিরে এসে টিফিন বক্স আর ছাতা সন্ধ্যার হাতে দিয়ে হাসিমুখে ঘরে ঢোকে । সেদিন বয়ে গেল বেলা, অন্ধকারের ছায়া নেমে এলো, শঙ্খ ঘন্টার ধ্বনি এলো কানে, ওরা দুজনেই তাকিয়ে রইল অন্ধকারের পথ চেয়ে, কিছুক্ষণ পরে চোখে পড়লো কালো ছায়া ভেদ করে অস্পষ্ট ছায়ার মত কেউ আসছে, সন্ধ্যা ছুটে গেল । গিয়ে দেখে মামা আসছে শরীরটা পায়ের উপরে ছেড়ে দিয়ে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে, যেন পথ এগোচ্ছে না তাড়াতাড়ি টিফিন বাক্স আর ছাতা হাতে নিতেই টিফিন বাক্সের ওজন সকালে যেরকম দিয়েছিল সেরকমই আছে, কিগো মামা আজ টিফিন খাওনি ? হাত ধরে ধীরে ধীরে বাড়িতে নিয়ে এলো ।

মামি আতকে উঠে বলল শরীর খারাপ লাগছে ? টিফিনও খাওনি কি হয়েছে ? মামা ঘরের উঁচু বারান্দার উপরে কপালে হাত দিয়ে পা ঝুলিয়ে বসতেই, সন্ধ্যা এক গ্লাস জল

Created by Universal Document Converter

এনে দিল, জল খেয়ে ধীরে ধীরে বলল আজ থেকে আমাদের কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, মালিকপক্ষ গেটে একটা বড় তালা ঝুলিয়ে লিখে দিয়েছে ফ্যাক্টরি লক আউট । সারাদিন আমরা শ্রমিকরা কারখানার গেটের সামনে বসে ছিলাম যদি মালিকপক্ষের কেউ আসে, তাদের সাথে কথা বলার জন্য, কেন ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দিল কিন্তু কেউ এলোনা ।

মামী বললেন, 'চিন্তা করোনা, এত বড় কারখানা মালিকপক্ষ নিশ্চয়ই বন্ধ করে দেবে না, হয়তো ওদের কোন অসুবিধা হয়েছে এ কথা তোমাদের বলতে পারেনি, দেখবে দুই–একদিনের মধ্যে আবার কারখানা খুলে যাবে, এখন ভেতরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো'। পরদিন সকালে যথারিতি পরিতোষ কর্মকার বেরিয়ে গেল কারখানার উদ্দেশ্যে বিকেলে বেলা থাকতে থাকতে ফিরে এলো বাড়িতে । মামিমা জিজ্ঞাসা করল, কোন সুরাহা হলো ? মামা বললো কোম্পানি আর খুলবে না, আমাদের ইউনিয়নের কয়েকজন লোক ও নেতা গিয়েছিল মালিকের খোঁজে । বাড়িতে গিয়ে দেখে বাড়িতে কেউ নেই গেটে তালা ঝুলছে, খোঁজ খবরই নিয়ে জানতে পারলো ওরা বাড়ি বিক্রি করে দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে গেছে । আস্তে আস্তে জানা গেল বিনিয়োগকারদের চাপে ব্যাংকের মোটা লোন শোধ না করে এবং শ্রমিক কর্মচারীদের দু তিন মাসের বেতন না দিয়ে পালিয়ে গেছে । আমি কি করবো এই বয়সে কোথায় বা চাকরি পাব ? মামি বললো চিন্তা করো না দেখবে ভগবান কোন না কোন রাস্তা খুলে দেবে ।

পরিতোষ বাবু কাজের খোঁজে প্রত্যেকদিন সকালে বেরিয়ে যায় বিকেলে ঘরে ফিরে আসে এইভাবে দু–তিন মাস কেটে গেল কিন্তু কোন কাজ পেলেন না, ঘরে জমানো যে টাকা পয়সা ছিল তা শেষ হয়ে যাবার পথে । সন্ধ্যা যখন মামাকে খেতে দেয় তখনও চোখের জল ধরে রাখতে পারে না যে মানুষ মাছ মাংস ডাল তরকারি ভাজা ছাড়া ভাত মুখে তুলতে পারতো না, আজ নুন ভাত আর যা হয় একটু হলেই মুখ গুঁজে খেয়ে নেয়, এটা ও দেখতে পারত না ।

একদিন সকালে রান্না করার জন্য তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে মামি প্রতিদিন ভাতের চাল নেওয়ার সময় এক মুঠো চাল একটা পাত্রে তুলে রাখে, সেই চাল থেকে দুজনের মত ভাত আর সামনে রাস্তার ধারে বড় সজনে গাছ থেকে সজনা পাতা এনে ভাজা করে রেখে মামীকে বললো আমার বান্ধবী কল্যাণীদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি । মামী বলল, ' সে তো ওপাড়ায়' ? কল্যাণীর সাথে আমার একদিন দেখা হয়েছিল সে বলেছিল একদিন আমাদের বাড়িতে আয়, দুজনে মিলে গল্প করা যাবে । মামী বলল এমনিতে তো তুই ঘর থেকে বেরোস না তবে যা তাড়াতাড়ি চলে আসিস । বিকেলে আসবো ও আমাকে এত তাড়াতাড়ি ছাড়বে না । 'সাবধানে যাস'। ঠিক আছে মামীমা এই নিয়ে তোমাকে চিন্তা কীতে হবে না, সময়মতো তোমরা খেয়ে নিও, এই বলেই সন্ধ্যা বেরিয়ে গেল ।

বিকেলে ফিরে এসে চিন্তায় পুড়ে গেল কি করে জানাবে, আমি কল্যাণীদের বাড়ী যাইনি আমি তো গিয়েছি তখনন কাজ খুঁজতে । একটা বাড়িতে রান্না করার কাজ আর একটা বাড়িতে বাসন মাজা ঘর ঝাড়ু পোছার কাজ পেয়েছি । রান্না করার জন্য ৫০০ টাকা অন্য বাড়িতে

Created by Universal Document Converter

৩০০ টাকা । এই টাকা দিয়ে মামা মামির মুখে দুটো ভাত তো তুলে দিতে পারব । কে ই বা আছে এদের দেখার মত, এদের তো আমি ছাড়া আপনজন বলতে কেউ নেই । চিন্তায় চিন্তায় মামার যে শরীরের অবস্থা হয়েছে ঠিকমত চলতেও পারে না । দুবেলা দুটো ভাত পেট ভরে খেতে পায়না, বেশিরভাগ দিন মামি বাতের ব্যাথায় কষ্ট পায়, এদের ছেড়ে আমি চলে যাব কি করে ? আমাকে এই কাজের কথা বলতেই হবে ।

সব দিক ভেবে মামা মামির সামনে সন্ধ্যা বললো, 'আমি কাজ পেয়েছি'। মামী বললো কি কাজ ? 'কল্যাণী দের পাড়ায় এক বড়লোকের বাড়িতে রান্না করা ও আরেকটা বাড়িতে ঘর পোছা, বাসন মাজার কাজ'। মামা মামি শুনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো । সন্ধ্যা মামার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখে মামার চোখে দিয়ে টপটপ করে জল গড়িয়ে পরছে, মামা কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, হায়রে ভগবান যাকে থাকা খাবার ভার নিয়ে এনেছিলাম, সেই আজ আমাদের সকল দায় দায়িত্ব মাথায় পেতে নিল, বলে কান্নায় ভেঙে পড়ল । মামি সন্ধ্যার গলা জড়িয়ে ধরে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেদে উঠলো সন্ধ্যা নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না, ওরও কান্না পেয়ে গেল, ওদের শান্ত করে বললো, 'আমি যদি আজ তোমাদের সন্তান হতাম তবে কি আমি তোমাদের ফেলে চলে যেতে পারতাম ? দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে'।

সন্ধ্যা রোজ খুব সকালে উঠে মামা মমির জন্য রান্না করে কাজে বেরিয়ে যায় । এরপর আরো দুই একটি বাড়ি কাজ পেয়ে, সারাদিন পর সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফেরে । মামা মামি বয়সের ভারে কর্ম ক্ষমতা হারিয়ে তাকিয়ে থাকে আপন করে নেওয়া মেয়েটির দিকে ।

মেয়েদের জীবন কি শুধুই বিরহময় ? তারা ধারক তারা বাহক কর্তব্য পরায়না, তারা সৃষ্টি কীর্তি তারাই অবহেলিত সমাজে, পরের দুঃখে ওরা কাঁদে কারো মন জয় করার জন্য তারা হাসে, সমাজ তাদের প্রয়োজনে কাছে টেনে নেয়, না হয় তো তথৈইবচ ।

Created by Universal Document Converter

প্রতীক্ষায়

– নমিতা ঘোষ

একটু মসৃন ভালোবাসার জন্য
কতগুলি বসন্তের তুমি নির্যাস নিয়েছো
হে বন্ধু হিসাব রাখনি,
আমিও, তাই কবার পলাশ রং ধরলো ।
কখন মন হলো উড়ু উড়ু –
কখন কমলা লেবুর সুগন্ধ
বাতাসে গেল মিলিয়ে খেয়াল করিনি ।
হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলাম তোমায় –
পেলাম না ধরতে,
গেলাম ধরতে বাতাসকে –
সে ও অস্বীকার করলো ।
ধরতে গেলাম নিজেকেই –
তাকিয়ে দেখি পড়ে আছি
পড়ে আছি নিজেকেই অস্বীকার করে ।
কারণ, আমি যে পথ চেয়ে রয়েছি
একটু মসৃন ভালো বাসার জন্য ।

দুর্গা পূজা এবং দীপাবলী की शुभकामनाओं सहित...

Mob: 9300777222 , 9827003373

Created by Universal Document Converter

বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্ন–এক হাস্যকর অভিজ্ঞতা

– ডা. সোমনাথ মুখার্জী

বিয়ে বাড়িতে যেতে কার না ভালো লাগে ? বিয়ের লগ্ন যতই ঘনিয়ে আসে, আমরা ততই অধীর হয়ে বসে থাকি– কবে আসবে সেই কাঙ্খিত নিমন্ত্রণ পত্র । আর আমার তো বিয়ে বাড়ির খাবারের প্রতি একটা আলাদা দুর্বলতা আছে ।

একদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎই ছোটবেলার বন্ধু অসীম তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে হাজির । ঘরে বসালাম । ওর হাতে একটা বিয়ের কার্ড, মুখে চওড়া হাসি । বলল,–

''ভাই ছেলের বিয়ে ! তোমাদের না ডাকলে চলবে''?

আমি খুশিতে আটখানা হয়ে বললাম, ''তা হলে তো মিষ্টিমুখ করা যাক''। এই কথা বলতেই যেন বাজ পড়ল । বন্ধু আর তার স্ত্রী এক ঝটকায় সোফা থেকে উঠে চেঁচিয়ে বলল,– ''না না না । মিষ্টি একদম নয়''। আমি আর আমার স্ত্রী চোখ কপালে তুলে তাকিয়ে রইলাম– যেন মিষ্টি নয়, বিষ খেতে বলেছি ।

তখন বন্ধু কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, ''আসলে ব্যাপারটা একটু গোলমেলে– আজ সকাল থেকে বিয়ের নিমন্ত্রণ দিতে দিতে যেখানে যাচ্ছি সবাই মিষ্টি না খাইয়ে ছাড়ছে না । এক জায়গায় তো এমন কিছু খাইয়ে দিল যে বোঝাই যাচ্ছে– গত বছরের প্যাকেটজাত মিষ্টি আর বাসি চানাচুর । একটু খিদেও ছিল, না বুঝেই খেয়ে ফেলেছি । তারপর থেকেই পেট বেঁকে বসেছে ।''

তার স্ত্রীও যোগ করল, ''এই তো, পেটটা এমন ফুলেছে যেন গ্যাস সিলিন্ডার । এখন তো জেলুসিল, পুদিনহারা আর ফেনিল খেয়েই দিন কাটছে । পেটে আর জায়গা নেই– শুধু নিমন্ত্রণপত্র দিয়ে যাচ্ছি, খাওয়া তো দূরের কথা'' ।

আমরা তো হেসে গড়িয়ে পড়ি । বললাম, 'ঠিক আছে, আজ শুধু জল খাইয়ে ছাড়ব । তা, আর কারা কারা আসছে তোমার ছেলের বিয়েতে ? ছোটবেলার বন্ধুরা কেউ আসছে ? বন্ধু একটু মুখ চুন করে বলল– 'ডাকছি তো সবাইকেই, কিন্তু অনেকেই এমন বদলে গেছে– লজ্জা করে বলতে । যেমন ধর, নিমাইয়ের কথা মনে আছে ?

আমি বললাম, 'সে কি! দুষ্টু ছিল, কিন্তু মনটা ছিল ভালো' ।

বন্ধু বলল– 'তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিলাম । বাইরে দাঁড়িয়ে বলছি– 'ভাই, নিমন্ত্রণ করতে এসেছি' । সে যেন আমাদের চিনতেই পারল না । বাড়ির বাইরে দাড় করিয়ে রেখে বিরস বদনে জিজ্ঞেস করল 'কি দরকার ? কেন এসেছিস ? আমি খুব ব্যস্ত, জানি না আসতে পারব কি না'। তারপর দরজার কাছেই কার্ড ধরিয়ে দিয়ে চলে আসতে হল । আমার খারাপ লাগেনি, বন্ধু বলে কথা । কিন্তু আমার স্ত্রীর মনটা খারাপ হয়ে গেল । বলল– 'এ কি রকম ব্যবহার'।

Created by Universal Document Converter

शारदीय नवरात्री की हार्दिक बधाई

जयंत स्टोर्स

सुप्रसिद्ध मिलों के शूटिंग,शर्टिंग, ड्रेस मटेरियल, बाम्बें डाइंग टावेल बेडशीट

Ph. 07752- 238440
Mob.- 9425219210

सदर बजार,
बिलासपुर (छ.ग.)

Created by Universal Document Converter

আমি মাথা নাড়লাম ।

বন্ধু আবার বলল, 'তারপর গেলাম আরেক বন্ধুর, মানে জাপানের বাড়ি । মনে আছে তো, কী রগচটা ছিল'?

আমি বললাম, 'অবশ্যই ! কথায় কথায় রেগে গিয়ে মারপিট করত' । সে হেসে বলল,– 'তোর স্মৃতি ভালো দেখছি' । বলল– 'ঘরে ঢোকার আগেই শুনি– ঘরের ভেতরে চেঁচামেচি চলছে । তাও সাহস করে দরজায় টোকা দিতেই ঝগড়া থেমে গেল । কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলল জাপান– খালি গা, মুখ গম্ভীর । বলল,– 'এসো । আমরা ঘরে ঢুকলাম, ও গেঞ্জি পরে এলো । আমি একটু ভুল করে জিজ্ঞেস করে ফেলি, 'এই তো, কিছুক্ষণ আগে ঘরের ভেতর চেঁচামেচি হচ্ছিল'। এই শুনে ওর স্ত্রী যেন ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এলো– বিধ্বস্ত মুখ, বলল,– দাদা, একটু বসুন । আমি থানায় ফোন করেছি, পুলিশ আসবে । আপনারা সাক্ষী থাকবেন যে ও আমাকে মেরেছে'।

আমার স্ত্রী এমনভাবে তাকাল, যেন আমি ওকে টেনে পুলিশের ঝামেলায় ফেলেছি । ওর স্ত্রী আমাদের জোর করে বসিয়ে রাখল । ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করেও পুলিশ এল না । শেষে কোনোমতে কার্ড দিয়ে পালিয়ে বাঁচলাম । পরে থানার বড়বাবু, যিনি আমাকে চিনতেন, তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম– মাসে ন্যূনতম দু'বার এই ঘটনা জাপানের বাড়িতে ঘটে । পুলিশ ওদের ঘরে যায়, জাপানকে থানায় নিয়ে আসে, কিন্তু তার বউ রিপোর্ট লিখতে অস্বীকার করে। 'আমরা কী করে বিনা রিপোর্টে কাউকে থানায় আটকে রাখতে পারি বলুন'।

এরপর আর কী বলব ! জল খেতে খেতে বলল, 'এই বিয়ের নিমন্ত্রণ দিতে গিয়েই কত অভিজ্ঞতা হলো বুঝলি'।

বিমল, যে আমাদের সঙ্গে ফুটবল খেলত, তাকে নেমন্তন্ন করাতে সে বলল,– 'কি করে যাব'? আমি বললাম,– 'তোর ঘরের সামনের দিক থেকেই তো বাস ছাড়ে, তাতে চড়ার পর দু'টো স্টপ বাদে তৃতীয় বাসস্টপেই তো বিয়ের ঘর । তুই নিজের পরিবারের সঙ্গে চলে আসিস'।

সে বলল,– 'তুই যে তারিখে ডাকছিস, সেদিন আমি যেতে পারব না । কোনো অন্য দিন হলে চলবে, বা তোরা যদি বিয়ের তারিখটা পাল্টাতে পারিস তো ভালো হয়'।

আমি রাগের মাথায় বলে ফেললাম– 'আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল, ভাই ! যে দিন বিয়ে সেই দিনই তো আসবি, পরে এলে কী করে চলবে' ?

সে বলল– 'কোনো অন্য দিনে বিয়ের তারিখ রাখতে পারবি না বলছিস' ? আমার বউ বলল– 'কি বলছেন দাদা ! বিয়ের তারিখ বদলানো কি এতই সহজ ? আপনি বললেই আমরা বদলে দেব ? আপনি জানেন, কার্ড ছাপানো হয়ে গেছে, বিয়ে বাড়ি, ক্যাটারার, ব্যাণ্ডপার্টি, পুরোহিত, ফটোগ্রাফার, সামিয়ানা, সাউন্ড সিস্টেম, ডেকোরেশন, বিউটি পার্লার– সব জায়গায় অ্যাডভান্স দিয়ে দেওয়া হয়েছে । তাছাড়া ছেলে আর মেয়ে দু'জনেই চাকরি থেকে ছুটি নিয়েছে । যে আত্মীয়–স্বজনরা বাইরে থেকে আসবেন, তারা ট্রেন কিংবা প্লেনের টিকিট কেটে নিয়েছেন'।

Created by Universal Document Converter

তখন সে বলল,– 'ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করে দেখব আসতে পারি কি না' । আমার মাথায় রাগ চড়ে গিয়েছিল, কিন্তু নিজেকে কোনো রকম সামলে নিয়ে ভদ্রতা করে বললাম– 'দেখিস ভাই... চেষ্টা করে যদি আসতে পারিস, তো আমাদের খুব ভালো লাগবে । অনেক দিন পর ছোটবেলার সব বন্ধুদের সঙ্গে দেখা–সাক্ষাত হবে'।

আর মনে মনে ভাবছিলাম– 'তুই না এলেই বা আমার কি' ।

অসীম চলে যাওয়ার আগে আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল– 'তোমরা কিছু মনে কোরো না ভাই । আরেকদিন ঠিক এসে পড়ব– তখন কিন্তু পেট খালি থাকবে । 'মিষ্টি খাব, চপ খাব, আর দই তো চাই ই চাই । এই কার্ডটা রাখো, আর বিয়ের দিন ঠিক সময়ে চলে এসো । ও হ্যাঁ, আগে থেকেই হজমের ওষুধ খেয়ে নিয়ো– অনেক রকম ভালো– ভালো খাবার আছে '।

दुर्गा पूजा एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ

নবীনতম বাংলা কার্ডের বিশাল সংগ্রহ পাবেন
একবার নিশ্চয়ই আসুন ।

Utsav Cards
Wedding & Invitation Cards Show-Room

(Exclusive Collection of Bangla Cards)

All Types of Printing & Creative Designing for Visiting Cards, Multicolor Printing & Flex.

Nagorao Shesh School Chowk
Karbala Road, Juna Bilaspur, Bilaspur (C.G.)
Mob.: 098271-81040, 9300324173

Created by Universal Document Converter

আহুতা

– শিবপ্রসাদ মজুমদার

আমাদের দেশ স্বাধীন হবার পর দেশী বিদেশী গোপন খবরাখবর আদান প্রদান করবার জন্য তৈরী হওয়া গুপ্তচর সংস্থা দুর্বল ছিল । যার ফলে ১৯৬২ সালে চিনের আক্রমণ এবং ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছিল । আন্তর্জাতিক দেশগুলির ভারতকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি জানবার উপায় ছিলনা । এই অভাব দূর করতে ১৯৬৮ সালে গঠিত হয় আইবি থেকে আরো শক্তিশালী স্বাধীন সংস্থা 'র' । সংস্থার কাজ প্রধানত আন্তর্জাতিক খবরা খবর রাজনৈতিক গতিবিধি ভারতে এর প্রভাব সম্বন্ধে খবরের বিশ্লেষণ করা ।

সংস্থার প্রথম প্রধান ছিলেন রামেশ্বর নাথ কাউ যার বিশেষ জনপ্রিয়তার জন্য সতির্থরা তাকে কাউবয় নামে সম্বোধন করতেন । ভারতের প্রথম পরমাণু বোমা স্মাইলিং বুদ্ধ বিস্ফোরণ ঘটানো হয় ১৮ ই মে ১৯৭৪ সালে ।

ঐ সময়কালে পাকিস্তানে ও তৈরী হচ্ছিল পরমাণু গবেষণাগার । যিনি ওই গবেষণাগারে প্রধান হিসাবে ছিলেন তার নাম আব্দুল কাদের খান । ইনার জন্ম মধ্যপ্রদেশের ভোপালে । মেট্রিক পর্যন্ত ভোপালের স্থানীয় স্কুলে পড়াশুনার শেষে পাকিস্তানে চলে যান ১৯৫২ সালে তার অভিভাবকের কাছে । সে দেশে স্নাতক শুরু পর্যন্ত পড়াশুনা শেষ করে স্কলাশিপ পেয়ে জার্মানি চলে যান উচ্চ শিক্ষা মেটালার্জিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশুনা করতে । সেখানে ডিগ্রী প্রাপ্তির পর মেটিরিয়াল টেকনলজি বিষয় নিয়ে গবেষণা মূলক পড়াশুনা করতে পাড়ি দেন নেদারল্যাণ্ড । সেখানেও শিক্ষা প্রাপ্তির পর কিছুদিন নেদারল্যাণ্ড এর ইউরেনকো গবেষণাগারে কাজের মাধ্যমে গ্যাস সেট্রিফিউঝ পদ্ধতিতে ইউরেনিয়াম এনরিচমেন্ট পদ্ধতি অভিজ্ঞতা অর্জন করে দেশে ফিরে গবেষণাগার তৈরীর করেন কহুতা গবেষণা কেন্দ্র । এই মানুষটির বিরুদ্ধে গোপন তথ্য চুরি করার অভিযোগ আছে । তার কারণে শেষ বয়সে জেল ও হয়েছে ।

ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা র এর সৃষ্টির পর সংস্থা পাকিস্তানের পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের খবরাখবর জোগার করার উদ্দেশ্যে র এর সদস্যরা মিশন পাকিস্তানকে বেছে নেয় । পাকিস্তানের পরমাণু গবেষণাগারের তথ্য সন্ধান ছিল প্রধান উদ্দেশ্য । সাধারণ চুল কাটা সেলুন গুলোতে হানা দিয়ে পড়ে থাকা কাটা চুলে পরমাণু তেজস্ক্রিয়তার প্রমাণ চুল থেকে পাকিস্তানের পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের কাছাকাছি পৌঁছবার চেষ্টা হয় ।

ভারতে ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের বিশ্বাসঘাতক আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে এক সময় ইজরায়লের সহায়তায় পাকিস্তানের পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রে ধ্বংস করার পরিকল্পনা এগিয়েছিল । বিদেশী শক্তিধর দেশের পরামর্শে ভারত এই ভাবনা থেকে পিছিয়ে যায় ।

ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্তন আসে মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বে গড়া সরকারের সময় । তিনার আবার 'র' কাজকর্ম সম্বন্ধে রুচি ছিলনা । তাই সংস্থার জন্য অনুদান কমিয়ে তিনি শান্তির বার্তা পৌঁছে প্রতিবেশী দেশ গুলির সাথে সুম্পর্ক তৈরীর করার লক্ষে এগিয়ে যান ।

Created by Universal Document Converter

উনার মুত্র থেরাপির পাশাপাশি শান্তির কথা বর্তার মধ্যে এক সময় পাকিস্তানের রাষ্ট্র প্রধান জিয়াউল হক ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই এর মুত্র থেরাপি বিষয়ে আকর্ষিত হয়ে পড়েন । প্রায়ই বিভিন্ন কথা বার্তায় জিয়াউল হক মোরারজি দেশাই এর মুত্র থেরাপির সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের আকর্ষণে ফোনে কথা বার্তা হত । পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কে বন্ধু স্থানিয় ভেবে প্রধান মন্ত্রী একবার মুখ ফসকে বলেই ফেলেন যে সেদেশে গবেষণাগার সম্বন্ধে তার সব জানা আছে । এই সব কাজ কর্ম বন্ধ করতে পরামর্শ দিয়ে বসেন ।

মোরারজি দেশাই এর এই কথা জিয়াউল হককে চিন্তায় ফেলে দেয় যে তাদের দেশের পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের খবর ভারত কি করে জানতে পারল । তিনি নিজের দেশের গুপ্তচর সংস্থার মাধ্যমে জানতে পারেন ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার সদস্যদের সে দেশে উপস্থিত ।

ঐ খবরের পর ভারতীয় র সংস্থার বহু প্রতিনীধিকে পাকিস্তান শাসকের সে দেশে মেরে ফেলা হয় ।

১৯৭৪ সালে স্মাইলিং বুদ্ধা নামে পরমাণু বিস্ফোরণের পর ১৯৯৮ সালে ভারতে শক্তি পরীক্ষা নামে পরীক্ষা মূলক দ্বিতীয় বিস্ফোরণ ঘটে । পাকিস্তানের প্রথম পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ হয় ১৯৯৮ সালে ।

(তথ্যসূত্র ঃ উইকিপেডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়া । তথ্যটি কোন রাজনৈতিক বিদ্বেষ মূলক নয় । এটি সাধারণের শিক্ষা মূলক লেখার প্রেরণা মাত্র)

॥ जय माता दी ॥

SANGI CARDS

ONE STOP SOLUTION FOR ALL YOUR PRINTING REQUIREMENTS

Wedding Cards, Invitation Cards, E Cards, Video Invitations, Leaflets, Bill Books
Brochure, Visiting Cards, Letterheads, Envelopes, Flex, Glow sign Boards, Diary
Doctor's File, Calenders & Complete Multicolour / Single Colour Printing

Opp. Govt. Multi. Hr. Sec. School, Near Gandhi Chowk, Dayalband, Bilaspur (C.G.)

FOR BEST QUALITY IN REASONABLE PRICE CONTACT US @

+91 89623 00004 / 05 / 07

Created by Universal Document Converter

বৃষ্টিজলে অর্পানদী– দীপিকা বিশ্বাস

বিশেষ প্রয়োজনে চার মাস হল বিলাসপুরে এসেছি । হয়তো তিন বৎসর এখানে থেকে যেতে হবে । প্রথম দিন থেকে একটি বিল নদীর শুকনো খটখটে বুক দেখে খুব কষ্ট হচ্ছিল । জানলাম নদীটির নাম 'অর্পা' । এখানে আঞ্চলিক ভাষায় উচ্চারিত হয় 'আরপা' ।

গতকাল রিভারপুল পার হতে হতে নদীর জলোচ্ছাস আমাকে উচ্ছল করে তুলেছে । সাদা কাগজে তার প্রকাশ হলেও আমি জানি বিলাসপুরে বেড়ে ওঠা অনেককেই আমার এই উচ্ছলতা স্পর্শ করবে ।

বৃষ্টিদিনের এক সন্ধ্যা
জলে ভরে উঠেছে অর্পানদী
মাত্র কয়েকটাদিন আগে যে তার নির্জলা বুকের ওপরে
ধারণ করেছিল শহরের আবর্জনা
এখন তার স্বচ্ছ জলে সেসবের কোনো কালিমা অবশিষ্ট নেই
আছে জল থই থই আকুল কুল কুল
আগলখোলা হু হু বাতাস যেমন ছুটে চলে
কংক্রিটের খোলা গেট দিয়ে তেমনি জলের উদ্দাম ছুটে চলা
গর্জন জানান দিচ্ছে অবরোধহীন জলের জীবন
চলমান শহর ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে জলের দিকে
পার হতে হতে সাইকেল আরোহীর গতি শ্লথ হয়ে যায়
ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে চলতে টোটো-চালক
শিস্ দিতে থাকে
তার গান কেঁপে কেঁপে
জোলো বাতাসে ছড়ায় জীবনমুখী ছন্দ
ভরে ওঠা একটি নদী
একটি শহরকে প্রাণ ভরে গান দেয়
এ গান গলার স্বরে নয়
বুকের ভেতরে জাগায় সুর, ছন্দ
পায়ে কাদা মেখে জলে নামার ছেলেবেলা
দেয় উদাস চেয়ে থাকবার একটি সন্ধ্যায়
বুকের গভীরে বয়ে চলা
একটি গোপন নদীর অনুভব ।

शारदीय नवरात्री की हार्दिक बधाई

विकास मेडिकल स्टोर

शारदीय एवं किडनी रोग (डायलिसिस) से संबंधित

Ph. 07752- 407687
Mob.- 9827462219

जाजोदिया धर्मशाला, सिम्स के बगल में,
बिलासपुर (छ.ग.)

Created by Universal Document Converter

দুর্গাপূজায় নতুন পোষাক

– শিবপ্রসাদ মজুমদার

দুর্গাপূজা বাঙ্গালীর বাৎসরিক জাতীয় উৎসব । এই উৎসবের জন্য বাঙ্গালী বছর ভর অপেক্ষা করে থাকে, কবে সেই দিনগুলো আসবে ভেবে । বছরের পর বছর ফিরে ফিরে আসা এই দিনগুলোতে বাঙ্গালীর জীবনের একটি গুরুত্বত্বপপূর্ণ অধ্যায় । পারিবারিক বন্ধনের টানে অনেকেই পুজোর দিনগুলো সকলের মধ্যে একত্র হয় । নতুন নতুন পোষাক পরে পূজা প্যান্ডেলে উপস্থিত হওয়া বাঙ্গালীর ঐতিহ্য ।

উৎসবের দিনে পুরুষদের ধুতি পাঞ্জাবী আর মহিলারা রং বেরং এর শাড়ির পড়া বাঙ্গালীর বিশেষত্ব ।

বাঙ্গালীর পোশাক ধুতি সিন্ধু সভ্যতার যুগে শুরু হয়েছিল । সে যুগে কার্পাশ বা সন গাছের সুতা থেকে তৈরী সেলাই বিহীন বস্ত্র তৈরী হত । সেই বস্ত্র বার বার ধুয়ে তাকে পরিস্কার করা কারণে নাম ছিল ধৌতি । তার থেকে ধুতি নামটির উৎপত্তি । শাড়ি শব্দটি মহিলাদের পোষাক সাত্তিক শব্দটি থেকে নেওয়া ।

সে যুগে সেলাই করা পোশাকের কোন চল ছিলনা । তাই পুরুষেরা নিম্নাঙ্গে ধুতি, কাঁধের থেকে মাথার ভাগ ঢাকার জন্য উত্তরীয় আর নারিরা নিম্নাঙ্গ জড়িয়ে নিত কাপড় মাথা ঢাকবার মত লম্বা আর বুক বন্ধনী হিসাবে একটুকরো আলাদা কাপড় ব্যবহার করত । সময়ের পরিবর্তনের সাথে এ দেশে আফগান, পাঠান ও মুঘলরা আসে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে । এদের পোশাক ছিল আলখাল্লা, ফতুয়া বা সালোয়ার কামিজ জাতিয় পোশাক । ১৫০০ শতাব্দিতে এই বাদশাহদের দরবারে উত্তর ভারত থেকে আসা এই সব লোকেদের নাম তখন ছিল পাঞ্জাবী । বাংলায় ঐ সব লোকেদের পোশাক ফতুয়া বা আলখাল্লা পরিবর্তন হয়ে পরবর্তী কালের নাম বাংলায় পাঞ্জাবী । পাঞ্জাবীদের পোশাক ফতুয়া ক্রমশ রূপের পরিবর্তন হয়ে ফুল হাতা ফতুয়া বা পাঞ্জাবী । বাঙ্গালীর পাঞ্জাবী অন্যান্য জাতির পোশাকি নাম কুর্তা । আধুনিক কালে কাছা দিয়ে ধুতি পরা বাঙ্গালী পুরুষদের বনেদিয়ানার নিদর্শন । দক্ষিন তামিল নাড়ু, কর্ণাটক ও কেরলে আজও ধুতিকে লুঙ্গির মত জড়িয়ে ধর্মী তথা সামাজিক অনুষ্ঠানের উপস্থিত হওয়াটা সেখানকার পুরুষদের বনেদিয়ানার বিশেষত্ব ।

মোঘলদের ভারতে আসার পরে শুরু হয় শাড়ি পরার নানান কৌশল । দক্ষিন ভারতেও শাড়ি পরার চল দেখা যায় । বাঙ্গালীর শাড়ি পরার বর্তমান রীতি চালু করেন ঠাকুর বাড়ির সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞনদা নন্দনি ঠাকুর । স্বামীর সঙ্গে বোম্বেতে থাকার সময় ইউরোপিয় সমাজে ইংরাজি আদব কায়দা রপ্ত করতে করতে হয়ে যান আধুনিক বাঙ্গালী মহিলা । তখন তার কাছে বাঙ্গালীর শাড়ি পড়াটা ছিল আরম্বপূর্ণ ও যথেষ্ট অসুবিধাজনক । তাই তিনি চালু করেন আঁচল দিয়ে শাড়ি পরার ধরন । ডান হাত দিয়ে নির্বিঘ্নে কাজ করার ভাবনা থেকে বা কাঁধে আঁচল নেওয়াটা তারই প্রবর্তন । জ্ঞানদানন্দিনী দেবী নারি দের অন্তর্বাস প্রচলনের পক্ষে মত দেন । (তথ্য সূত্র ঃ উইকিপেডিয়া ।)

Created by Universal Document Converter

শুধু তোমারই জন্য

– সন্ধ্যা মজুমদার

অলস দুপুর শ্রান্ত মন
বিষন্ন হৃদয় উদাস নয়ন
একাকিত্বের চাদরে জড়িয়ে ধরে
স্মৃতির ঝাঁপিটি এসে দাঁড়ায় দুয়ারে,
কানে কানে শুধু আমারে কয়
চুপি চুপি কয় আমার সাথে আয় ।
খুলে দেখো ভিতরে কি আছে
হারানো রত্ন এখানে লুকিয়ে রয়েছে ।
ধীরে ধীরে সব প্রকাশিত হয়
আমার আত্মা আমারে কয়
আমি যে শুধু তোমার
এ জগৎ সংসারে তুমি শুধু আমার ।
আমার শরীর খুশীতে নেচে ওঠে
জড়িয়ে ধরে স্নেহ চুম্বন আঁকি ওষ্ঠে ।
দিন মাস বছর গড়িয়ে যায়
প্রতিটি জন্মদিনে আশীর্বাদ বর্ষণ হয় ।
কৈশোর হতে যৌবনের দ্বারে এসে
শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয় সবারে
ভালোবাসে,
সংঘর্ষময় জীবনের কঠিন পথে
এগিয়ে চলে বিজয় পতাকার সাথে ।
পরাজয়ের ভ্রুকুটিকে তুচ্ছ করে
দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির জোরে চড়ে উন্নতির শিখরে ।
স্মৃতির ঝাঁপি থেকে বেরিয়ে এসে
আমায় জড়িয়ে ধরে ভালোবেসে,
বলে কানে কানে বন্ধু আমি শুধু তোমার
সুখে দুঃখে আমি যে সদা তোমার ।

বন্ধু কে দু হাতে জড়িয়ে ধরি
আমার খুশীকে আলিঙ্গন করি,
বন্ধু আমার প্রিয়তমা আমার
আমার জীবনের অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডার ।
আমার মনের একান্ত যত কথা
প্রকাশ পায় না বলা কত ব্যাথা ।
শুধু বলে গেলো বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলাম ।
অনন্তকাল থাকবো বন্ধু হয়ে কথা দিলাম ।
জীবন মৃত্যুর দোলাচলে
মরণ এসে নিঃশব্দে বলে
জাগতিক জীবনের সমাপ্তি হয়
অটুট বন্ধন চিরস্থায়ী রয় ।
মন খারাপের মেঘের চাদর দাও উড়িয়ে
তোমাকে জড়িয়ে থাকবো চিরসাথী হয়ে,
শয়নে স্বপনে ঘুমে জাগরণে আমাকে পাবে
এ জনমের অপূর্ণতা আগামী জন্মে পূরণ হবে ।
তোমার আমার দেখা হবে আবার
তোমার মমতার কাছে করি অঙ্গীকার,
চারিদিকে এখন পূজো র গন্ধ
আমার সাথে অনুভব করো পূজো র আনন্দ ।
তোমার চোখ দিয়ে সব কিছু দেখবো
তোমার বিশ্বাসে চিরদিন থাকবো,
তোমার বিশ্বাস তোমার অস্তিত্বের মাঝে
অনন্তকাল থাকবো তোমার হৃদয় মাঝে ।

Created by Universal Document Converter

शारदीय नवरात्री की हार्दिक बधाई

लक्ष्मी निवास
श्री मेचिंग सेन्टर

मेचिंग हजारो रंगों का पोलिस्टर,
रुबिया,पापलीन,लेगिंस,
दुपट्टा, साड़ी, फॉल
एवं ड्रेस मटेरियल

रघुराज सिंह स्टेडियम के सामने
अग्रसेन चौक, बिलासपुर (छ.ग.)

Mob.-9644533461, 7440854232

Created by Universal Document Converter

मिलनी 2025

हिन्दी विभाग

अनुक्रमणिका

प्रकृति की स्वतंत्रता और बिलासपुर की पुकार	सिद्धार्थ भट्टाचार्य	50
नाट्य देव नटराज	उमाकान्त खरे	51
दिल खेल रहा है (कविता)	रुग्वेद जोशी	57
रुपांतरित हो गए हैं रिश्तें (कविता)	श्राबणी चक्रवर्ती	58
छत्तीसगढ़ के आदिवासी संस्कृति का परिवर्तित स्वरुप	डॉ. विजय कुमार सिन्हा	59
भारतीय प्राचीन ज्ञान का विकास एवं उसका वैज्ञानिक महत्व	अरिन भट्टाचार्य	63
चांदी का जलसा घर	सुधीर दत्त	65
आस (कविता)	बी. भट्टाचार्य 'जया'	73
अनुपम श्रृंगार (कविता)	प्रो. श्राबणी चक्रवर्ती	74
कोसना अनंत, कोसन कथा अनंता	अतुल कान्त खरे	75
कुम्भ के मेले में (कविता)	नमिता घोष	77

Created by Universal Document Converter

प्रकृति की स्वतंत्रता और बिलासपुर की पुकार

- सिद्धार्थ भट्टाचार्य

छत्तीसगढ़ का बिलासपुर कभी हरी-भरी धरती और अरपा नदी की निर्मल धारा के लिए पहचाना जाता था । अरपा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की जीवनरेखा थी- किसानों की सिंचाई, लोगों की प्यास, और पूरे परिस्थितिकी तंत्र का आधार । लेकिन आज अरपा नदी सूखने की कगार पर है । औद्योगिक गतिविधियाँ, अतिक्रमण और प्रदूषण ने इसके स्वच्छ प्रवाह को रोक दिया है ।

सिर्फ जल ही नहीं, बिलासपुर का वातावरण भी भारी दबाव में हैं । लगातार बढ़ता औद्योगिक विस्तार, फैक्ट्रियों का धुंआ और असहनीय ध्वनि प्रदूषण में शहर को गर्म और बेचैन बना दिया है । शोरगुल न केवल कानों को चोट पहुंचाता है बल्कि पेड़ों, पक्षियों और पर्यावरण के संतुलन को भी बिगाड़ता है ।

मनुष्य अपनी स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानता है- वह किसी की गुलामी पसंद नहीं करता । लेकिन विडंबना यह है कि वह प्रकृति को अपनी इच्छाओं की बेड़ियों मे जकड़ रहा है । पेड़ों को काटना, नदियों को रोकना, हवा को जहरीला बनाना- यह सब उसी गुलामी का रुप है जो हम प्रकृति पर थोप रहें हैं ।

हमें यह समझना होगा कि स्वबोध का अनुभव ही सच्ची स्वतंत्रता है और यह तब तक संभव नहीं जब तक हम प्रकृति की स्वतंत्रता का सम्मान न करें । हम अपने विरोधियों को शक्ति और रणनीति से हरा सकतें हैं, लेकिन प्रकृति के विरोध को कभी नहीं जीत सकते । अगर प्रकृति रुठ गई, तो उसके परिणाम मनुष्य के लिए विनाशकारी होंगे- सूखा,बाढ़, प्रदूषण, बीमारियां और जीवन का संकट ।

इसलिये यह समय चेतावनी का है-

अरपा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए संगठित प्रवास हो ।

ध्वनि और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाएं जाएं ।

औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन स्थापित किया जाए ।

प्रकृति हमें जीवन देती है, पर वह भी अपनी स्वतंत्रता चाहती है । अगर हम इसे नहीं देंगे, तो आने वाली पीढ़ियां केवल तस्वीरों और कहानियों मे ही अरपा और बिलासपुर की पुरानी सुंदरता देख पाऐंगी ।

आइये आज ही संकल्प लें - हम प्रकृति के रक्षक बनेंगे, उसके स्वामी नहीं ।याद रखिये, जब प्रकृति मुस्करायगी, तभी हम सच में स्वतंत्र होंगे ।

Created by Universal Document Converter

नाट्य देव नटराज

- उमाकान्त खरे

सावन का महीना आ गया है । बम-बम भोले, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है । सावन मास शिवजी का प्रिय मास है श्रद्धा भक्ति उल्लास का वातावरण रच देता है । भारतीय हिन्दू परम्पराओं में सावन में शिवजी का पूजन अर्चन, जलाभिषेक अत्यन्त उच्च कोटि का पुण्य कार्य माना जाता है । उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम तक साधु संत और गृहस्थ सभी शिव आराधना का पुण्य लाभ कमाने के लिए लालायित रहते हैं । मैं उमाकान्त खरे रंगकर्म और रंगमंच के दुःख सुख का 50 वर्षों से हमराही हूँ । इस सावन मास में अपनी कला से देश नटराज का अर्चन कर रहा हूँ ।

शिव शब्द का अर्थ ही है काल्याणकारी । हमारी लगभग सारी कला जगत की संस्थायें सत्यम शिवम् सुन्दरम की अन्तरत्म से अनुयायी है । नटराज शिव केवल शक्ति, शांति, संयम देव नहीं है । से संयम देव नहीं हैं । वे समय और स्थिति के आध्यात्मिक अतिक्रमण के भी प्रतीक है । इसीलिए वे महादेव हैं, देवाधिदेव शिव का रुद्रावतार कला का पर्याय है । इसी रुद्र अवतार में शिव ने नारद जी को संगीत कला का ज्ञान दिया था । नारद जी संगीत का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिव जी की घनघोर तपस्या किये थे । संगीत के साथ साथ शिव सभी ललित कलाओं की विधा के आचार्य हैं ।

हम रंग-मंच, मूर्त-अमूर्त दृश्य कला से जुड़े कलाकारों के कला महागुरु देवाधिदेव महादेव हैं जिन्होने भरत मुनि को नाट्य शास्त्र की रचना करने हेतु सारे उपक्रम सुझाएँ । ब्रम्हा जी के पंचम वेद का सारा ज्ञान शिव प्रदत्त उपादेयों पर ही आधारित है । शिव आकार-निराकार सर्वव्यापी हैं । शब्दों में आशूतोष का बखान करना आराधक के लिए शब्दातीत है । 'शिव सूत्र' में कहा गया है- ''नर्त्तक आत्मा नटराज का नृत्य आधि भौतिक, आधि दैविक और

Created by Universal Document Converter

आध्यात्मिक तीनों रुपों में विद्यमान है''।

नटराज की अन्तःशक्ति से प्रेरित भरत भुनि कृत्य नाट्य शास्त्र रंग मंच कला कर्मियों का पवित्र ग्रंथ है । रंग कर्म से जुड़े सभी पक्षों के समाहित करने वाले रंग कर्मियों के प्रतिष्ठित देव शंकर,नटराज-रसराज के रुप में पूजे जातें हैं । लगभग सभी कला मर्मज्ञों के ड्राईंग रुप में, शो केस में या मुख्य दीवार पर नटराज की छोटी बड़ी अनुकृति आदर के साथ स्थापित पायी जाती है । इस मनोरम मूर्ति की धातु, काष्ठ, प्लास्टर ऑफ पेरिस, टेराकोटा या मिट्टी से बनी मूर्तियां रंग भवन रंगशाला, रंगमंच में अनिवार्य रुप से अपनी उपस्थिति दर्शाती है ।

भगवान शिव के नटराज रुपित मूर्तियों की अनुकृतियाँ कला संसार में बाहुलता से व्याप्त है । इस आलेख में आपको मूर्ति कला, पाषाण कला, सौन्दर्य शास्त्र संस्कृत साहित्य में वर्णित नटराज से संबंधित कुछ प्रामाणिक तत्थों से अवगत कराने की मानसिक कायावद को रोक नहीं पा रहा हूँ । आलेख को प्रमाणिकता प्रदान करने हेतु मैं इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के पुस्तकालाय में कई दिनों तक घंटो मूर्तिकला, नाट्य शास्त्र, चित्र कला, पाषाण कला कल्याण के शिव पुराण विशेषांक और छाया नट, नटरंग, कलावार्ता जैदी अन्य कला पत्रिकाओं दैनिक समाचार पत्रों से ज्ञान लाभ लेने का प्रयास करता रहा हूँ ।

ललित कलाओं की प्रतीकात्मक बनी नटराज की प्रतिमा का लोक व्यापीकरण हो चुका है । कभी आप के मन में भी यह जिज्ञासा जाग उठती होगी कि भगवान शिव की इस नृत्य मुद्रा को कला जगत में प्रतीकात्मक मान्यता कैसे और क्यों मिलती है ?मूर्तिकला और पुरातत्व वेत्ता इतिहासकार भारतीय कला मनीषियों ने सार निकाला है कि भारतीय मूर्तिकला केवल दो कृतियों के निर्माण में सम्पूर्णता से समर्थ हुई है । एक है शांति तथा स्थिरता की अभिव्यक्ति 'बुद्ध प्रतिमा' और दूसरी गति तथा संस्कृति की निदेशक कला कृति 'नटराज प्रतिमा'।

शिव पुराण एवं मत्स्य पुराण में भगवान शिव का जो उल्लेख मिलता है उसमें भगवान शिव को शास्त्र, विज्ञान, योग, कला का आचार्य माना जाता है । इन्हें नृत्य का जन्मदाता कहा गया है इसीलिए 'नटराज' से विभूषित किया गया है । भगवान शंकर नाट्य शास्त्र के प्रथम प्रतिष्ठापक एवं मूलाचार्य है । शैवागमों में वर्णन है- शिव 101 मुद्राओं से अधिक मुद्राओं में नृत्य करते थे । श्रीमद् भागवत में कहा गया है- एक बार ताण्डव करते शिव को बाणासुर ने अपनी हजार भुजाओं से वाद्य बजाकर प्रसन्न किया था ।

दक्षिण भारत में शिव पीठ चिदम्बर के नटराज मंदिर के एक गोपुर में दोनों ओर दीवारों पर नृत्य की 108 मुद्रायें लक्षणों सहित उत्कीर्ण है तथा उसके नीचे नाट्य शास्त्र के श्लोक भी उद्घृत है । दक्षिण के सभी शिव मंदिरों में 'नट मण्डप' अनिवार्य रुप से निर्मित किया जाता था । जहाँ नृत्यों का प्रस्तुतिकरण दक्षिण शैली की शास्त्रीय संगीत के साथ अनवरत होता था धीरे-धीरे कालान्तर में इसका प्रसार उत्तर की ओर बढ़ता हुआ व्यापक हुआ ।

Created by Universal Document Converter

नटराज शिव की नृत्य मूर्तियों जो भारत और विदेशों में पुरातत्व देवताओं को खुयाई में और मंदिरों के अन्दर-बाहर उत्कीर्ण पाई गई है । उन्होंने उसे मूर्तिशास्त्र के लक्षणों को आधार बनाकर चार भागों में बांटा है । प्रथम- कटिसम् नृत्य मूर्तिं, द्वितीय- ललित नृत्य मूर्तियाँ, तृतीय- ललाट तिलकम मूर्तियाँ और चतुर्थ- चतुरम् मूर्तियाँ ।

वास्तव में नटराज की जो भी मूतियाँ प्राप्त हुई है उनकी उत्कृष्टता नादान्त मुद्रा में ही प्राप्त है जो नटराज के पवित्र सृष्टि क्षेत्र की सर्जनात्मकता की प्रतीक है । ये सारी प्रतिमाएँ जीवन की स्फूर्ति प्रदर्शित करती है । दार्शनिक मतानुसार इस ब्रम्हाण्ड की सृति में एक नृत्य विद्यमान है । इस सृति-गति में जहाँ देखिए लय और ताल चल रहें हैं, जिस क्षण उस लय-ताल में अवरोध आता है प्रलय हो जाती है । नटराज मूर्ति परमात्मा के इस नृत्यमय विराट स्वरुप का भी प्रतिबिम्ब मान ली गई है ।

नटराज की प्रतिमा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तंजोर के 'बृहदीश्वर मंदिर' में उत्कीर्ण है । भारत और विदेशों मे जो नटराज प्रतिमाएँ प्रचलन है उनमें तिरोहित होता भाव पुराणों के श्लोकों में कुछ इस प्रकार से वर्णित है- उदात्त नृत्य में मस्त भगवान नटराजन के अंग अंग से गति और स्फूर्ति छिटक रही है, प्रसन्न मुख मण्डल ताल का समदेता जान पड़ता है । भगवान की जटा और उदर बंध फहरा रहें हैं, उनके नाग भूषण लहरा रहें है । शक्ति का निर्देशक बाँया पैर नृत्य की गत में ऊपर उठा हुआ है, और दाहिना मूर्तिमान अर्थात अप्पमार तमस मल को कुचल रहा है । उनके हाथों में दाहिने हाथ में सुदिन का सूचक डमरु डिमक रहा है और बायें हाथ में अशिव दाहक अग्नि शिखाएँ ऊर्ध्वाकार लपक रही है । दूसरा दाँया हाथ अभय की मुद्रा में और बाँया हाथ पल्लव की तरह लहरा रहा है । जटा मुकुट उरस सूत्र के अतिरिक्त उनका तीसरा नेत्र भी दर्शाया गया है- जो ज्ञान नेत्र है 1 होठों पर मृदुल मुस्कान है । शीश पुष्प मालाओं से अलंकृत, चंद्राकित मुण्डबद्ध, जटा मुकुट है जिनमें से किसी में 5 किसी में 6 और किसी प्रतिमा में 7 जटाऐं निकल रही है, जो उत्थित चक्रकार में परिणित हो रही है । शरीर पर यज्ञोपवीत और चीते की खाल तथा सर्पो का अलंकार विभूषित है । जिस प्रकार तेजी से घूमता हुआ लट्टू (भौंरा) (भँवरा+फिरकनी) जहाँ अपनी पूर्णता को पहुँच जाता है तो बिल्कुल अविकम्प हो जाता है, और जहाँ का तहाँ ठहरा हुआ स्थिर प्रतीत होने लगता है ठीक यही भावना नटराज मूर्ति को देखकर उत्पन्न हो जाती है । अनेक प्राप्त नटराज मूर्तियों के चारो ओर प्रभा मण्डल भी प्रदर्शित किया गया है ।

दर्शनशास्त्र के उद्भट विद्वानों ने नटराज के इस आध्यात्मिक नृत्य को विभिन्न अर्थों में व्यक्त किया है । एक मत के अनुसार इस प्रतिमा में शिव पूर्ण शक्ति में दिखाऐं गयें हैं । शिव का नृत्य देवों के पंचकृत्य सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह और मुक्ति (तिरोभाव) का प्रतीक है । यह शक्ति का भी प्रतीक है जिसके साथ सर्प,अग्नि, जटाऐं, उदर बंध रुपी चक्राकार घूम रहें हैं । डमरु नाद-सृष्टि का, अभय मुद्रा-स्थिति का, अग्नि-संहार का, ऊपर उठा पैर अनुग्रह का,

Created by Universal Document Converter

दुर्गा पूजा एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ

AMIT MANGTANI

PINKY STORES

Complete Range of
Cosmetic & General Items

9584462639
8305935558

amit88mangtani@gmail.com

Devkinandan Chowk,
Bilaspur (C.G.)

Created by Universal Document Converter

तिरुवासी तिरोभाव का पैर के नीचे कुचला जाने वाले अपस्मार- पाप का प्रतीक है । नटराज का ताण्डव नृत्य श्मशान नृत्य है । आध्यात्मिक दर्शनशास्त्र व्यक्त करता है कि प्रत्येक जीव के हृदय में श्मशान है जहाँ चित्तरुपी अज्ञान का विनाश होता है महिम्न स्त्रोंत में ताण्डव का बड़ा ही सजीव शब्द चित्र अंकित किया गया है यथा- (भावानुवाद)

''आपके पाँव की ठोकर से पृथ्वी का ठिकाना संशय में पड़ जाता है । आकाश में भुज परिधों के घूमने से ग्रह नक्षत्र व्याकुल हो जातें हैं और जटा से टकराकर स्वर्ग डगमगाने लगता है । फिर भी आप जगत की रक्षा के लिए नाचते हैं । क्या कहना आपकी विभुता भी कैसी विकट है''।

जब भी कोई साधक का भक्त भगवान नटराज की परिकल्पना करता है तो उनके साथ जुड़ी समस्त बातों का प्रतीकात्मक संबंध स्थापित कर लेता है । सर्वप्रथम शिव के निवास कैलाश पर्वत को स्मरण करता है । इसीलिए शिव को गिरिवर देव का नाम दिया गया है । कैलाश प्राचीन स्वर्ण पर्वत सुमेरु का परिवर्तित रुप है । फिर दर्शन करता है महाव्याल (विषधर नाग) का, जो शिव जी के शरीर से लिपटे हुए हैं, जो मृत्यु के प्रतीक है । उन पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण इन्हें मृत्युंजय कहा जाता है, फिर दिखता है चन्द्रमा जो शिव के मस्तक पर जटा में सुशोभित है इसे अमृत और ठंडक-शीतलता का प्रतीक माना गया है । जटाओं के मध्य देवी गंगा को स्थान प्राप्त है । ये स्वर्ग की शाश्वती प्राणधारा की प्रतीक है, स्वर्ग से अवतरण के पश्चात शिव ने उनके वेग को अपनी जटा जूट में धारण किया था । अनन्त पंचभूत ही शिव की जटाऐं हैं । फिर ध्यान में आता है त्रिशुल यह इन्द्र के वज्र का रुपान्तरण है । तीनों पुर पृथ्वी, अन्तरिक्ष और भू तीनों लोकों का और सत तम और रज तीनों गुणों का भी प्रतीक है । त्रिशुल पर लटका डमरु सृष्टि रचना का विचार उपस्थित करता है । शिव के वाहन नन्दी का स्मरण स्वाभाविक है- चार आजानेय पशुओं में वृषभ की मान्यता है । इसे वृषा अर्थात काया का प्रत्येक माना गया है । अन्त में जन श्रुतियों और पौराणिक कथाओं में व्यक्त मान सरोवर का ध्यान भी आ जाता है । जो शिव धाम में आबध्य है ।

जहाँ गति होती है वहीं नृत्य का जन्म होता है । नटराज ने एक बार नृत्य के बाद 14 बार डमरु का नाद किया इसी से 14 शिव सूत्रों की उत्पत्ति हुई । शिव पुराण में वर्णन आता है- ''नटराज मग्न होकर नृत्य संधान कर रहे हैं, ब्रम्हा जी ताल देते हैं, सरस्वती जी वीणा बजाती है, इन्द्र बाँसुरी बजाते हैं, श्री हरि विष्णु मृदंग बजाते हैं और लक्ष्मी जी गान करती है''। शिव के आनन्द तांडव से सृष्टि का सृजन होता है और ताण्डव से सम्पूर्ण विश्व पुनः शिव में विलीन हो जाता है ।

गोरखपुर से प्रकाशित 'कल्याण' के विशेषांक में एक संस्कृत श्लोक में शिव नृत्य की व्याख्या में प्रार्थना का भावार्थ इस प्रकार दिया गया है- ''हे, नृत्य देवता आप डमरु बजाकर उन सबको मुक्त करतें हैं जो इस जगत में उलझे हुए हैं । आप दोनों का डर दूर करतें हैं तथा उनके मन को अपनी दैविक शक्ति से शांति और प्रेम प्रदान करतें हैं । आपके कमल रुपी चरण

Created by Universal Document Converter

हम सबको निर्वाण की शरण देतें हैं । जो अग्नि को साथ रखतें हैं और ब्रम्हाण्ड रुपी कक्ष में नृत्य करतें हैं- ऐसे शिव आप हमारी रक्षा करें''।

रंग जगत के सारे रंग कर्मी अपनी नाट्य प्रस्तुतियों और अन्य रंग मंचन के पूर्व नाट्य देव नटराज का आवाहन कर सफलता के लिए आशीर्वाद और ऊर्जा की याचना करतें हैं । मंचन की सफल प्रस्तुति के बाद संतुष्ट दर्शक दीर्घा से आई प्रतिक्रियाओं के बाद नटराज को धन्यवाद कर अपनी कृपा बनाए रखने की कामना करतें हैं । नटराज का डमरु कला संसार में हमेशा डिमकता रहे इसी प्रार्थना के साथ नटदेव को नमन करता हूँ ।

''कोटि कोटि प्रणाम शंभू, कोटि नमन दिगम्बरा''

With Best Compliments from :-

Ramandeep Sharma

Apex Systems

Computer Sales and Services

Step in for best in : Laptop, Desktop, Printer, Computer Accessories & CCTV camera

Sevices : Laptop Repair, Desktop Repair, Printer Repair, Refilling, Software/ Network Instalation

Magarpara Road, Near Raja Nursury,
Bilaspur, C.G.
Contact No.- 9826117961, 9399856177

Created by Universal Document Converter

दिल खेल रहा है

- रुग्वेद जोशी

दिल अजीबसा खेल खेल रहा
कभी जज़्बातों के समंदर में डुबाए,
तो कभी खालीपन के रेगिस्तान में सुखाए
चंचल कभी सरल, कभी गिरफ्त कभी रिहा,
भीगा कभी सूखा,कभी सख्त कभी नरम,
दौड़ में कभी, कभी झगड़ में,
दिल का क्या हाल है दिल ही जानता है,
कैसा खेल ये दिल खेल रहा है ?
हारा हारा सा होकर भी
मिज़ाज उसका जैसे कोई फतह की हो;
दिल अजीबसा खेल खेल रहा,

सर्दियों की किसी रात में
तारों की चादर ओड़कर ख्वाब सजाये
दिन भर मजबूरी के पैरों तले बने छाले दुखाए,
मजबूर कभी बेबस, कभी ताकतवर कभी कमजोर,
इश्किया कभी शौकिया, कभी दिलदार कभी लाचार
रुमानी कभी, तो कभी रुखा हुआ,
दिल का हाल ऐसा के गुमशुदा है
कोई अंजान खेल खेल रहा है,
टूटा बिखरा हारा सँवारा है,
दिल अजीबसा खेल खेल रहा है ।

दुर्गा पूजा एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ
शादी कार्ड का विशाल संग्रह
थोक एवं चिल्हर विक्रेता

जायसवाल
कार्डस एवं प्रिंटर्स

हमारे यहाँ सभी प्रकार के शादी कार्ड्स, गृह प्रवेश, निमन्त्रण आदि नये डिज़ाइन के कार्डस उपलब्ध हैं
तेलीपारा मेन रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
मो. :- 9425226921, 9893936467, 9300424563

Created by Universal Document Converter

रुपांतरित हो गए हैं रिश्ते

- श्राबनी चक्रवर्ती

कितने सुहाने थे
वो बचपन की छुट्टियां
नानी,दादी,मौसी,मामा
के घर मज़े से कटते थे

घर की शादी में भी
ढेर सारे रिश्तेदार
पहले से ही आ जाया करते थे
काम में हाथ बटाने के लिए

साथ साथ धूम मचाया करते थे
बच्चे, युवा, बुजुर्ग एक साथ
गपशप के दौरान चाय पकौड़ी
का लुत्फ उठाया करते थे

एक ही दालान या छत पर नीचे
बिस्तर बिछाकर सो जाया करते थे
एक नल के नीचे मज़े से नहाया करते थे
आंगन में बैठकर बड़ी पापड़ के साथ
सब धूप सेक लिया करते थे

कहां गये वो मनोहर युग
बन कर रह गई है सिर्फ सुखद यादें
बदल गई है दुनियां बदले हैं लोग
रुपांतरित हो गए हैं रिश्ते

अब रिश्तेदार आने का नाम
सुनकर हम ठहर जाते हैं
कितने दिन रुकेंगे सोचकर
मन ही मन हिसाब लगाते हैं

सबको अलग अलग कमरे चाहिए
ज्यादा लोग हो ता खर्चे बढ़ेंगे
उनको घुमाने ले जाने के लिए
हमें फिज़ूल की छुट्टी लेनी पड़ेगी

कहा खो गया रिश्तों का वो
गहरा रिश्ता जब भाई बिना बोले
बहन के घर आ जाता था
या माता पिता बेटे बेटी के घर

रिश्तों की मधुरता अब दुर्लभ है
अब हर कोई स्वार्थी हो गया है
जब मतलब हो तभी रिश्ते याद आते हैं
मंगल कुशल पूछने रिश्तेदारों के पास समय नहीं है

कहां खो गया रिश्तों का प्रेम
रिश्तों की मधुरता और प्रतिबद्धता
हर किसी को नहीं आता रिश्ता निभाना
पर जिसको आ जाए वो प्रेम से निभाए ।

Created by Universal Document Converter

छत्तीसगढ़ के आदिवासी संस्कृति का परिवर्तित स्वरुप

- डॉ. विजय कुमार सिन्हा

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के साथ ही छत्तीसगढ़ प्रांत ने भी विकास के विभिन्न सोपान तय किए । पहले छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश के अंतर्गत आता था । वर्ष 200 में मध्य प्रदेश से पृथक होकर एक स्वतंत्र प्रांत के रुप में इसकी स्थापना माननीय अटल बिहारी बाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में हुई तब से लेकर आज तक छत्तीसगढ़ प्रांत नें विशेष रुप से विकास किया । परिणामस्वरुप विभिन्न प्रांतों के लोग व्यवसाय, रोजगार, नौकरी आदि के कारण छत्तीसगढ़ में आकर बस गए । आज स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ प्रांत में मूल छत्तीसगढ़वासियों से अधिक संख्या बाहर के प्रांतों से आए लोगों की है । निश्चय ही जब बाहर के प्रांत के लोग यहां आए तो अपने साथ अपनी संस्कृति भी लेकर आए, जिसका प्रभाव छत्तसीगढ़ी संस्कृति पर विशेष रुप से पड़ा । यद्यपि कालांतर में अनेक लोगों ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति को पूर्णरुपेण अपनाकर अपने आप को छत्तीसगढ़ का निवासी घोषित कर दिया तथापि अनेक लोग ऐसे भी हैं जो वर्षों से छत्तीसगढ़ में रह रहें है किन्तु अपनी मूल संस्कृति को नहीं छोड़े हैं । छत्तीसगढ़ के आदिवासी मूलतः सुदूर जंगलों में निवास करते थे जहां तक पहुंच पाना सामान्य लोगों के लिए सहज नहीं था, किन्तु स्वतंत्रता के बाद यातायात की सुविधा एवं उद्योंगों के कारण उन क्षेत्रों में भी शहर के लोगों का आवागमन सुलभ हो गया । इसी प्रकार विभिन्न उद्योंगों एवं व्यवसायों में श्रमिकों एवं कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती थी जो बहुत सस्ते में सुलभ थी । अतएव छत्तीसगढ़ के आदिवासी जिनका मूल कार्य कृषि एवं वनोपज पर आधारित था उद्योंगों एवं व्यवसायों में श्रमिक एवं कर्मचारी के रुप में काम करने लगे । इस प्रकार छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का विभिन्न प्रांतों से आए लोगों तथा नगर में बसने वाले लोगों से निरंतर सम्पर्क बढ़ता गया, जिसका परिणाम आदिवासियों की मूल संस्कृति पर पड़ा । यहां हम आदिवासी संस्कृति के विभिन्न आयामों पर पड़े विभिन्न संस्कृति के प्रभावों एवं परिणामों की चर्चा करेंगे । यहां यह उल्लेखनीय है कि संस्कृति कोई स्थिर चीज नहीं है तथा समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होते रहतें हैं ।

स्वतंत्रता के बाद भौतिकवाद के प्रभाव से पूंजीवाद संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश करके उसकी मूल को विकृत कर रहा है । इसकी प्रतिक्रिया यह हो रही है कि आदिवासी संस्कृति भी अपना मूल स्वरुप खोती जा रही है । आज हमें आदिवासी संस्कृति की जो झलक उनके गावों में मिलती है वह प्राचीन लोक संस्कृति का ही प्रतिरुप है । आदिवासी संस्कृति एक ऐसी स्थाइ संस्कृति है जो जड़ से काटी नहीं जा सकती । लोक संस्कृति की परंपरा की जड़ें बड़ी गहरी होती है यह धर्मगत भावना से ज्यादा सम्बन्धित रहती है । इसमें सहचारिता, विदारता,

Created by Universal Document Converter

भाईचारा, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना मूल होती है जो बाद में परंपरा का रुप धारण कर लेती है उनकी यह परम्परा पर्वों एवं उत्सवों में निखरती है । आधुनिक सभ्यता भले ही आज सुदूर आदिवासी अंचलों में प्रवेश कर गई है, किन्तु उसका मूल स्वरुप आज भी स्थाई है, किन्तु भौतिकवाद के बढ़ते प्रभाव से यह कब तक बची रह सकती है । आज यह प्रश्न विचारणीय है । संस्कृति और लोक संस्कृति की रक्षा और उसका संरक्षण आज स्वतंत्र भारत के सामने एक ज्वलंत प्रश्न है ।

जहां तक प्रश्न धर्म और धार्मिक मान्यताओं का है प्राचीन काल में आदिवासी सनातन धर्म के ही अनुयायी रहे हैं । बाद के दिनों में जब धर्म के नाम पर कर्मकांड़ों की मान्यता बढ़ी एवं जातिवाद की परम्परा का विकास हुआ तब उच्च जातियों के लोगों ने निम्न जातियों की उपेक्षा प्रारंभ कर दी । जातिवाद का यह संक्रमण इतना बढ़ा कि अनेक छोटी जातियों को सनातन धर्म से विलग होने पर मजबूर होना पड़ा । जहां तक प्रश्न छत्तीसगढ़ के आदिसावियों का है गोंड़ यहां के मूल आदिवासी थे, जो अपने को रावण वंशी मानते थे । ये बूढ़ादेव की पूजा करते थे । बूढ़ादेव उपासकों की तुलना में सतनामियों की संख्या कहीं अधिक थी । अंधविश्वास भी इन लोगों में बहुत था । यहां के लोगों का अंधविश्वास उनके विभिन्न देवी-देवताओं की उपासना के रुप में प्रकट हुआ । उदाहरण के लिए चिथड़ादेव की पूजा और अंगनपाठ अर्थात रास्ते के काले पत्थर पर बैलगाड़ी के चक्के का तेल डालना आदि अंधविश्वास के नमूने हैं । प्रत्येक गांव में एक ठाकुर देव रहता था जो ग्राम देवता कहलाता था । प्रत्येक शुभ और मांगलिक कार्य तथा कृषि कार्य के प्रारंभ एवं अंत में इस देवता की पूजा आवश्यक मानी जाती थी ।

इसी प्रकार वहां के आदिवासियों में शक्ति पूजा का प्रचलन था । यहां की आदिवासी संस्कृति में शक्ति पूजा किसी न किसी रुप में प्रचलित थी । छत्तीसगढ़ में शक्ति उपासना का स्वरुप यहां के बस्तर, सरायपली, बसना, कटघोरा, सरगुजा आदि भागों में गोंड़, बैगा, उराँव, कवर एवं पठारी आदि जातियों में प्रचलित था । उल्लेखनीय है कि यहां के देवी-देवता हिन्दू धर्म की देवी-देवताओं से पूर्णतः अलग थे । जैसा कि हमने उपर उल्लेख किया है कि बूढ़ादेव, ठाकुर देव, भैरव, चिथड़ादेव आदि देवताओं की पूजा आदिवासियों द्वारा की जाती थी । इसी प्रकार देवियों में मरही माता, दंतेश्वरी देवी, कंकालीन माई, कोसगाई दाई, लखनीदेवी आदि देवियों की पूजा की जाती थी । आदिवासियों की पूजा पद्धति भी सवर्णों की पूजा पद्धति से भिन्न थी । नवरात्रि के समय मांदर व मृदंग आदि के साथ गाता सेवा के गीत गाकर एवं जंवारा बोकर आर उसकी विसर्जन यात्रा निकालकर नाचते-गाते हुए माता सेवा के गीत गाकर शक्ति की उपासना की जाती थी । देवी की उपासना में बलि प्रथा का प्रचलन विशेष है । विभिन्न प्रांतों के वैष्णव लोगों के आगमन के पश्चात यहां के आदिवासियों में भी वैष्णव धर्म का प्रभाव बढ़ता गया । पहले यहां शैव और शक्ति सम्प्रदाय का प्रभाव अधिक था ।

Created by Universal Document Converter

बाद के दिनों में यहां विष्णु एवं विष्णु के अवतारों की मान्यता बढ़ी और पूजा पद्धति भी इससे प्रभावित हुई ।

छत्तीसगढ़ के पर्वो एवं त्यौहारों पर भी इसका प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है । पहले छत्तीसगढ़ में प्रमुख रुप से हरेली, तीजा, पोला, खमरछठ, छेरछेरा आदि त्यौहार मनाये जाते थे । बाद के दिनों में वैष्णवों के प्रभाव के कारण यहां कृष्ण जन्म अर्थात जन्माष्टमी कनहैंया आठे के रुप में मनाई जाने लगी । कृष्ण भक्ति का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि यहां के लोकनाट्य रहस जो पूर्णतः रासलीला पर आधारित है, का प्रचलन गांव-गांव में होने लगा । इसी प्रकार राम भक्ति का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है । मराठा शासनकाल में रतनपुर में रामटेकरी पहाड़ी के ऊपर राम दरबार की प्रतिमा स्थापित करते हुए विशाल मंदिर की स्थापना की गई । रायपुर जिले का राजिव लोचन मंदिर विख्यात है । इसी प्रकार अनेक स्थानों पर राम मंदिर की स्थापना की गई । छत्तीसगढ़ में रामभक्त हनुमान के मंदिर प्रत्येक गांव शहर की गलियों तक में स्थापित किए गए । इसी प्रकार रामचरितमानस का प्रभाव इतना अधिक पड़ा कि आज गांव- गांव में विशेष- विशेष आयोजनों के साथ नौ दिनों तक चलने वाले नवधा रामायण का प्रचलन सुदूर बनांचलों में तक दिखाई देता है । गांव-गांव में आपको रामायण मंडलियां मिल जायेगी । रामनवमी का पर्व विशेष आयोजनों द्वारा मनाया जाता है । ये सब पर्व उत्तर प्रदेश एवं बिहार से आए वैष्णव धर्म के अनुयायियों के प्रभाव के कारण हुआ । इसी प्रकार मराठा शासनकाल में गणेश उत्सव का प्रचलन प्रारंभ हुआ जो आज गांव- गांव तक में प्रचलित है । पहले छत्तीसगढ़ में शक्ति की उपासना जंवारा बोकर एवं पशु बलि देकर की जाती थी । सार्वजनिक रुप से देवी उत्सव मनाने की परंपरा वहां नहीं थी । बाद के दिनों में बंगाल से आए देवी उपासकों के प्रभाव के कारण शारदीय नवरात्र में सार्वजनिक रुप से दुर्गा देवी की स्थापना कर बंगाली विधि-विधान से उनकी पूजा अर्चना का प्रचलन प्रारंभ हुआ । आज यह प्रचलन इतना व्यापक हो गया है कि गांव- गांव में दुर्गा दरबार की प्रतिमा स्थापित कर सार्वजनिक रुप से समारोहपूर्वक उनकी पूजा अर्चना की जाती है ।

छत्तीसगढ़ में भक्तिकालीन कवि कबीरदास का भी विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । कबीर का नाम पर यहां कबीर पंथ की स्थापना की गई । छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़ी संख्या में लोग कबीर पंथ के अनुयायी बने, इनमें उच्च और निम्न दोनों वर्ग के लोग सम्मिलित थे । कबीरपंथ में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग इसके अनुयायी बने । आज की स्थिति में लगभग 5 लाख से अधिक लोग कबीर पंथ के अनुयायी हैं । महात्मा कबीर एक उग्र समाज सुधारक थे, उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के व्यर्थ के कर्मकांडों की प्रखर आलोचना की वे जातिप्रथा के प्रखर विरोधी थे और सभी मनुष्यों को एक मानते थे । छत्तीसगढ़ में इनकी विचार पद्धति का पूर्ण प्रभाव पड़ा, उन्होंने जातिप्रथा और वर्ण व्यवस्था के विरोध में तर्क प्रस्तुत किया और मूर्ति पूजा को विरोध करते हुए निराकार ईश्वर की उपासना का मार्ग प्रशस्त किया,

Created by Universal Document Converter

उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि परमात्मा केवल प्रेम एवं ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है । देवी- देवताओं के निर्मित पूजा के कर्मकांडों एवं बलीप्रथा का विरोध करते हुए उन्होंने जीव हिंसा को महान पाप और अपराध घोषित किया । छत्तीसगढ़ में कोष्टा, पनिका जाति के प्रायः लोग कबीर पंथ के अनुयायी हैं । इसके अतिरिक्त उरी, कोष्टी और मेहरा लोग भी इस सम्प्रदाय के अंतर्गत आते हैं । तेली, कुर्मी, अहिर और लोधी जाति के अधिकांश लोग भी कबीर पंथी होतें हैं । छत्तीसगढ़ में रायपुर- बिलासपुर मार्ग पर स्थित दामाखेड़ा गांव कबीर पंथियों के लिए एक तीर्थस्थान का महत्व रखता है ।

कबीर पंथियों के अलावा यहां सतनाम पंथ का भी विकास उसी काल में हुआ । इस पंथ के अनुयायी सतनामी कहलातें हैं । इसके अनुयायी यह मानते हैं कि ईश्वर का नाम ही सतनाम है और यही एकमात्र सत्य है । छत्तीसगढ़ में संत घासीदास ने श्री जगजीवन दास से प्रेरणा लेकर सतनामी पंथ चलाया । छत्तीसगढ़ में संतनाम पंथ को मानने वाले बहुत लोग हैं जो सतनामी कहलाते हैं । इस प्रकार छत्तीसगढ़ में प्रायः सभी धर्मों के अनुयायी निवास करतें हैं ।

With Best Compliments from :-

Pawan Agrawal Mob.:- 94255- 30647
Ajay Agrawal Mob.:- 98930-21647
Shekher Agrawal Mob.:- 9591005653

FINANCIAL SERVICES

* Life Insurance (LIC)
* Mutual Funds (All AMC)
* Mutual Fund Tax Savings Schemes
* Planning for Insurance
* Capital Gain Tax Planning
* Tax Saving Investments

A. K. AGRAWAL & CO.

1 st Floor, Mohara Building, Near Sunayan Chasma,
Juni Line, Sadar Bazar, Bilaspur (C.G.)

Pawan.ajay@yahoo.com

Created by Universal Document Converter

भारतीय प्राचीन ज्ञान का विकास एवं उसका वैज्ञानिक महत्व

- अरिन भट्टाचार्य

भारत की सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन और प्रखर परम्पराओं में से एक है । यहाँ का ज्ञान-परंपरा केवल दार्शनिक विमर्श तक सीमित नहीं रही, अपितु जीवन के प्रत्येक पक्ष- गणित, खगोलशास्त्र, रसायन, धातुशास्त्र, चिकित्सा, स्थापत्य, साहित्य एवं कल- में इसका व्यापक परिलक्षित होता है । प्राचीन भारत के ऋषि-मुनि केवल आध्यात्मिक साधक ही नहीं थे, बल्कि सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करने वाले वैज्ञानिक भी थे, जिनकी खोजें आधुनिक विज्ञान को भी प्रेरणा प्रदान करती है ।

वैदिक साहित्य और वैज्ञानिक दृष्टि :-

ऋग्वेद, सामवेद, यजुवेद और अथर्ववेद में निहित मंत्रों में प्रकृति के रहस्यों का गहन अध्ययन मिलता है । ऋग्वेद के सूर्यसूक में और ऊर्जा के जीवनदायी गुणों का उल्लेख, अथर्ववेद में औषधियों और खनिजों का विवेचन तथा यजुर्वेद में यज्ञ के माध्यम से पर्यावरणीय संतुलन की बात वस्तुतः वैज्ञानिक चिन्तन का प्रत्यक्ष प्रमाण है । इन वैदिक सूत्रों से यह स्पष्ट है कि भारतीय मनीषा ने विज्ञान और अध्यात्म का एकात्म दर्शन प्रस्तुत किया ।

आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान :-

चरकसंहिता एवं सुश्रुतसंहिता भारतीय चिकित्सा विज्ञान की आधारशिलाएँ हैं । चरक ने शरीर-विज्ञान और औषध-निर्माण की विधियों का प्रतिपादन किया, जबकि सुश्रुत ने शल्य-चिकित्सा को व्यवस्थित रुप दिया सुश्रुत द्वारा वर्णित शल्योपकरणों और सर्जरी की तकनीकें आज भी चिकित्सा-इतिहास में गौरव का विषय है । इन ग्रन्थों में स्वास्थ्य को केवल रोग-निवारण तक सीमित न मानकर, संतुलित आहार, दिनचर्या और मानसिक शांति के माध्यम से सम्पूर्ण जीवन को स्वस्थ्य रखने की परिकल्पना की गई ।

गणित और खगोलशास्त्र में योगदान :-

भारतीय प्राचीन विद्वानों का गणित और खगोलशास्त्र में योगदान विश्व-स्तर पर अद्वितीय है ।

* आर्यभट ने शून्य, पाई और ग्रह-गति पर अपने सिद्धांत दिए, जिन्होंने आधुनिक खगोल-विज्ञान की नींव रखी ।
* ब्रह्मगुप्त ने शून्य और ऋणात्मक सयख्याओं के प्रयोग को व्यवस्थित किया ।
* भास्कराचार्य ने बीजगणित, कलम और ग्रह-गति पर गहन शोध प्रस्तुत किया ।

ये उपलब्धियाँ यह दर्शाती है कि भारत मे गणित केवल गरना तक सीमित नहीं था, बल्कि खगोलीय घटनाओं और ब्रह्माण्डीय व्यवस्था को समझने का सशक्त सादन भी था ।

Created by Universal Document Converter

वास्तु, शिल्प और धातु विज्ञानः-

भारतीय वास्तुशास्त्र और शिल्पशास्त्र नगर-योजना और स्थापत्य कला की उत्कृष्ट परंपरा को प्रकट करतें हैं । सिन्धुघाटी सभ्यता की सुसंगठित नगरीय संरचना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है । धातुशास्त्र में भी भारत ने अनुपम सिद्धि प्राप्त की । दिल्ली का लौह स्तम्भ, जो सहस्राब्दियों से जंग-प्रतिरोधी है, प्राचीन धातु विज्ञान की उच्चतम दक्षता को प्रमाणित करता है ।

विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय :-

भारतीय ज्ञान-परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ विज्ञान और अध्यात्म को कभी विरोधी नहीं माना गया । विज्ञान को केवल भौतिक प्रगति का साधन न मानकर, मानव-कल्याण और प्रकृति-संरक्षण के लिए आवश्यक माना गया । यही कारण है कि भारतीय चिंतन में 'धर्म' और 'विज्ञान' दोनों परस्पर पूरक रुप में परिलक्षित होते हैं ।

निष्कर्ष :-

भारतीय प्राचीन ज्ञान केवल सांस्कृतिक धरोहर नहीं, अपितु मानव सभ्यता की अमूल्य निधि है । आधुनिक युग में जब विश्व पर्यावरण संकट, स्वास्थ्य चुनौतियों और जीवन-मूल्यों के ह्रास से जूझ रहा है, तब भारतीय प्राचीन ज्ञान पुनः प्रासंगिक हो उठता है । आयुर्वेद का समय दृष्टिकोण, गणित-खगोल का तार्किक विवेचन, तथा विज्ञान-अध्यात्म का संतुलित समन्वय आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक है ।

अतः यह हमारा दायित्व है कि हम इस प्राचीन ज्ञान-सम्पन्न का वैज्ञानिक पुनर्मूल्यांकन करें, उसे आधुनिक अनुसंधान से जोड़ें और नवयुगीन सन्दर्भो में विकसित करें । तभी भारत पुनः उस गौरवपूर्ण स्थिति में प्रतिष्ठित होगा जहाँ से वह सम्पूर्ण विश्व को ज्ञान और विज्ञान का आलोक प्रदान करता रहा है ।

Created by Universal Document Converter

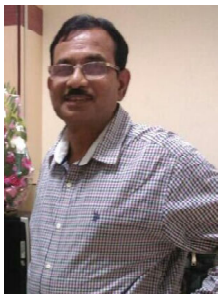

चांदी का जलसा घर

- सुधीर दत्त

वहाँ तब दो ग्रुप थे । प्रत्येक ग्रुप में पांच से सात लोग थे । एक ग्रुप राख को बोरी में समेटने के बाद चबूतरे की सफाई कर रहा था । दूसरा ग्रुप गटर मस्ती करते किशोर, तरुण और युवकों का था । जो कि एक टपरी की छांव में बैठा था । इन दोनों ग्रुपों से लगभग पचास मीटर की दूरी पर सिमेंट का बना एक बेंच था । उस बेंच पर ही अपने उम्र के तीस वर्ष को स्पर्श करने वाली सुजाता अकेली बैठ कर किसी का इंतजार कर रही थी । ग्रुप से फासला अधिक होने से वह लोगों की बातचीत नहीं सुन पा रही थी । फिर भी उनके कनखीयों के नयन बाग वह महसूस कर पा रही थी । ऊँची चाहार दिवारी से घिरा, बुढ़ा तालाब के पीछे का वह भूखण्ड, विशालकाय, छायादार वृक्षों से आच्छादित था । मध्य दोपहरी में भी वहां ठंडक लिये हुये अजीब स्तब्ध शांति थी । क्या इसी को मरघट का सन्नाटा कहते हैं ? मुश्किल से बीस मिनट हुये होंगे पर वह बारबार मोबाईल में समय देखे जा रही थी ।

सुजाता शासकीय हाई स्कूल बसना (छ.ग.) में UDT शिक्षिका थी । वह बसना से पंद्रह किलोमीटर दूर बसना सरसीवां रोड पर स्थित बरतिया भांटा नामक गांव में अपने पैत्रिक घर में रहती थी । आज सबेरे वह अपने स्कूल बसना जाने के लिये बस पकड़ने की हड़बड़ी में जा रही थी । तभी उसका मोबाईल फोन बजा । कौन है ? पूछने पर जवाब आया मैं मीना बोल रही हूँ सुजाता । मीना की आवाज अचानक सुनकर सुजाता का मन हर्ष से भर उठा । जैसे कोई खोई हुई प्रिय वस्तु दुबारा हाथ लग गई है । उधर से मीना ने आगे जो कुछ कहा, उसे सुनकर सुजाता का दिल बैठ गया । मीना का पति पिछले सप्ताह स्वेच्छिक सेवा निवृत हुआ था । वह अपने रिस्तेदारों से मुलाकात करने अकेले कटक (ओडिशा) जा रहा था । वह मुम्बई से जनरल बोगी मे सफर कर रहा था । यात्रा के बीच में हार्ट फेल हो जाने से नींद में ही उसकी मृत्यु हो गई । उनका मृतदेह रेलवे ने रायपुर (छ.ग.) रेलवे स्टेशन पर उतार लिया । उसके मनीबेग और सभी सामान गायब थे । उसकी जेब सें उसके BSNL में नौकरी का विभागीय परिचय पत्र मिला था । रायपुर के BSNL कर्मचारी संघ के नेता ने मुम्बई के यूनियन को खबर किया । उसके बाद मीना रायपुर के लिये निकल कर आज सुबह रायपुर पहुँच रही है । अकेली होने के कारण उसने सुजाता को बुलाया था ।

मर्माहत सुजाता बसना में उतरकर स्कूल नहीं गई । वह रायपुर के लिये निकलरही बस पर चढ़ गई, मंजरी और श्रेया को भी घटना की सूचना दी । उनकी व्यस्थता के कारण उनका आना असंभव था । सुजाता को यह सोचकर थोड़ा आश्चर्य हो रहा था कि जब समाचार

Created by Universal Document Converter

सुनकर वह लगभग रो पड़ी थी । उस परिस्थिति में मीना उधर से उसे सांत्वना दे रही थी । पहले दानी स्कूल और बाद में साइंस कॉलेज तक सुजाता, मीना, मंजरी और श्रेया की चौकड़ी कायम रही । कॉलेज और रायपुर शहर में इस चौकड़ी को टक्कर मारने की किसी ने कभी हिम्मत नहीं की । कॉलेज में सभी इनको Four Musketeers (फोर-मसकेटियर्स) कहते थे । चारों सहेलियों में मीना सबसे तीन वर्ष बड़ी थी । मैट्रिक पास होने के बाद मीना का विवाह हो गया था । उसका पति पॉलिटेक्निक पास करके BSNL में सब इंजिनियर के पद पर महाराष्ट्र में कहीं पदस्थ था । वह मीना को प्रतिमाह नियम से हाथ खर्च भेजता था । मीना हिसाबी और कृपण थी । सिनेमा, शॉपिंग मॉल या रेस्टोरेंट में मीना हिसाब से खुद पर हुये खर्चे ही देती थी । सुजाता की सहानुभूति की वजह से वह ग्रुप में थी ।

मीना ऑटो से उतर रही थी । उसके साथ उसकी सोडसी बेटी और भाई था । जब सुजाता ने जाकर मीना का हाथ पकड़ा तब सुजाता को मीना का हंसकर उससे गले लगना अजीब लगा था । रायपुर के BSNL विभाग के कर्मचारी यूनियन के दो नेता अभी अभी मोटर सायकल से पहुँचे थे । उनके पीछे पीछे रायपुर के किसी अंतिम संस्कार समिति के दो सदस्य और एक स्वीपर एक शव वाहन में मीना के पति के मृतदेह को लेकर वहाँ पहुँचे । मीना के भाई ने मीना से कहा कि जाओ एकबार अंतिम दर्शन कर लो । मुंह बिचकाकर मीना बोल पड़ी छीः बद्बू, मुझसे सहन नहीं होता है । वह वहीं बैठी रही । अब सुजाता वहाँ से उठी और कुछ दूरी बने उसी सिमेंट की बेंच पर जाकर पूर्ववत बैठ गई ।

बोलो हरि.... हरि बोल की जयकारा ध्वनि सुनाई दे रही थी । वह दूर की आवाज धीरे धीरे नजदीक आने लगी । वहाँ किसी ने कहा कि कोई बंगाली मर गया है ऐसा लगता है । लोग कंधे पर मृतदेह लेकर श्मशान में प्रवेश किए । उनके पीछे सैकड़ों लोगों का हुजुम चल रहा था । मृतदेह की अर्थी को कंधे से उतारकर ऐसे स्थान पर रखा गया जहाँ से मृतदेह का चेहरा सुजाता को स्पष्ट दिखाई दे रहा था । सुजाता का पूरा बदन सिहर उठा था । अरे ये तो अपने अमरेश सर है । सुजाता भागकर मीना के पास गई । घबराकर बोली, अमरेश सर है चल एक बार दर्शन तो कर ले । मीना मुँह बिदकाकर हाथ हिलाकर बोली वही पागला रॉय, हटा जाने दे । बॉटनी, जुलॉजी और केमेस्ट्री तीनों थ्योरी परीक्षा मे फेल होने के बावजूद अमरेश रॉय सर की कृपा से तीनों विषयों के प्रेक्टिकल परीक्षा में पूरा नम्बर लेकर ही मीना बी.एस.सी. पास कर पायी थी । आज उसी अमरेश सर के प्रति उसके व्यवहार से सुजाता खिन्न हो गई । वह वहाँ से चलकर कुछ दूर पर बैठ गई । सुजाता के बाजू में BSNL कर्मचारी यूनियन के नेता सोलंकी जी जो मुम्बई से रायपुर आये थे, बैठे थे । सोलंकी जी रायपुर के दोनों नेताओं को बता रहे थे कि मीना के मृतक पति एक परोपकारी सज्जन और देवता स्वरुप इंसान थे । मैं वहाँ रायपुर सिर्फ उनके अंतिम दर्शन करने के लिए आया हूँ । वे जीवन भर होटल में खाना खाते रहे । मीना ने उन्हें कभी सुख नहीं दिया । यह महिला सिर्फ पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उद्येश्य

Created by Universal Document Converter

से आई है । क्योंकि लावारिस इंसान के वारिस को सरकारी विभाग की सभी वित्तीय सुविधायें, बैंक, इन्श्योरेंस के क्लेम तथा मकान का नामांतरण के लिए सात साल तक इंतजार करना पड़ता है । अब मीना भागकर आई । वह सुजाता और सोलंकी जी के बीच में बैठ गई । वह बोली सोलंकी भैया फेमिली पेंशन, ग्रेजुयेटी, प्रॉविडेंट फन्ड और दुसरे विभागीय सुविधाओं के लिए आप जल्दी से प्रयास शुरु कर दीजिएगा । सोलंकी जी बोले पहले मृत्यु प्रमाण पत्र तो हाथ में आ जाये । मीना का भाई उससे बोला, ये लोग बोल रहें हैं कि चिता के लिए लकड़ी के पैसे का भुगतान करना है । शव वाहन और स्वीपर को दान करना है । सत्कार समिति के एक सदस्य ने सलाह दिया कि दूसरे शवयात्रा के साथ आये बंगाली पुरोहित से क्यों ना पिण्डदान करवा लिया जाए । अब मीना तमक कर बोली जिसको जो मर्जी हो लूटने आ जाओ । लकड़ी का पैसा भी उसका भाई नहीं दे सकता है क्या ? मीना के पति का भाई जो कटक से अभी अभी वहाँ आया था, रुआंसी आवाज में बोला छोड़िए, सभी पेमेन्ट मैं करुंगा । अब मीना का देवर पुरोहित, स्वीपर,डोम और सत्कार समिति के सदस्यों की सहायता से अपने बड़े भाई के अंतिम संस्कार में जुट गया । सुजाता का मन मीना के लिए घृणा से भर गया । एक परदा था जो आज उठ गया था ।

अमरेश राय सर के अत्येष्टि में सैकड़ों लोग शामिल थे । शिक्षाविद, पत्रकार, प्रशाषनिक अधिकारी, कानूनविद, उद्योग, व्यवसाय से जुड़े समाज के हर श्रेणी के लोग जुटे थे । सुजाता अमरेश सर के बेटे की ओर बढ़ गई । उनके बेटे ने सुजाता को बताया अमरेश सर को डॉक्टर ने तीन साल पहले ही बता दिया था, कि उनकी उम्र अब दो वर्ष से ज्यादा नहीं बची है । अभी पंद्रह दिन पहले डॉक्टर ने उनसे कहा था कि वे अब घर से बाहर ना जाये । सात दिनों के भीतर कभी भी उनके लिवर का ट्यूमर फट सकता है । जिस दिन उन्हें यह हिदायत दी गई थी उसके दूसरे दिन भोर सबेरे किसी को बिना बताये वे बाहर निकल गये थे । मोबाइल पर सम्पर्क करने पर उन्होंने बताया था कि जरुरी काम से बसना गया हूँ । शाम तक लौट आऊँगा । लौटने के बाद रात में उन्हें अटैक हुआ । फिर अंतिम 15 दिन तक अस्पताल में कोमा में रहे ।

भीड़ से निकल कर सुजाता मेन गेट की ओर बढ़ने लगी । अब वह मीना को नजर अंदाज करते हुए श्मशान से बाहर निकल गई । मीना नाम के अध्याय को उसने अपने जीवन की किताब से फाड़ कर फेंक दिया था । बरतीयां भाटा जाने वाली बस में बैठते ही भावुक और कोमल मन की सुजाता अपने जीवन के फ्लेश-बेक में चली गई । सिनेमा की तरह दस वर्ष पुराने दृश्य उसके मस्तिष्क पटल पर चल रहे थे ।

आँखों में काले फ्रेम का चश्मा, चेहरे पर काली घनी दाढ़ी, कंधे पर कपड़े का झोला, स्वच्छ और सलीकेदार कपड़े पहनने वाले, 6 फुट उंचे अमरेश राय सर के जीवन में लापरवाही लिए हुए एक अल्हड़पन था । उन्हें देखकर पहली ही नजर में बुद्धिजीवी होने का आभाष हो

Created by Universal Document Converter

नवरात्री एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ

शंकर किराना स्टोर्स

एवं शंकर ड्रायफ्रूट्स

उच्च कोटि के किराना एवं ड्रायफ्रुट्स के थोक एवं चिल्हर विक्रेता
(ड्रायफ्रुट्स गिफ्ट के स्पेशलिस्ट)

उत्तम क्वालिटी के किराना सामग्री एवं ड्रायफ्रुट्स की विशेष श्रंखला

Coffee Davidoff, Nescafe Gold, Khajur Ajwa, Megdul)
Dry Fruits Gift Pack Luxury Ranges

गोल बाजार, बिलासपुर (छ.ग.) 495001

फोन - 9301981155
9131499651

घर पहुँच सेवा उपलब्ध

Created by Universal Document Converter

जाता था । वे बॉटनी के प्रोफेसर थे । लेकिन केमेस्ट्री, फिजिक्स और जुलॉजी लेब में भी पूरी दखल के साथ घुसकर विद्यार्थीयों की सहायता करते थे । कॉलेज के खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी वे मध्य मणि होते थे । बी.एससी. पास करने के बाद श्रेया M.B.B.S. करने रींवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गई । मंजरी किसी राष्ट्रीय कृत बैंक में नौकरी करने लगी । सुजाता ने बी.एड. ट्रेनिंग करके शासकीय विद्यालय बसना में उच्च श्रेणी शिक्षिका बन गई । मीना अपने पति के पास मुम्बई चली गई थी । मंजरी श्रेया और सुजाता अब भी सुख-दुख में मिलते हैं । फोन के जरिये भी नियमित संबंध बनाये हुए हैं । जबकि मीना ने कभी संबंधों को अहमियत नहीं दी ।

लगभग दो वर्ष पहले की बात है सुजाता बसना हाई स्कूल से नौकरी करके अपने घर बरतिया भांटा बस स्टॉप में उतरी । ठंड के दिनों में सांझ जल्दी हो जाती है । घर के करीब आकर वह जरा ठिठक गई । बरामदे में लखत के पास रखी कुर्सी पर उसे एक धुंधली पुरुष आकृति बैठा दिखा । वह पहले जब स्कूल से पढ़ाकर घर लौटती थी तब उसी कुर्सी पर उसके पिता बैठे हुए दूर से दिख जाते थे । पिता की मृत्यु के बाद आज पहली बार उसने उसमें किसी पुरुष को बैठे देखा था । नजदीक आकर जब उसने उस आगंतुक को देखा तो वह आश्चर्य से बस खड़ी देखती रह गई । उसके मुँह से निकला अरे... अमरेश सर आप यहाँ ! अमरेश सर मंद मंद मुस्कराते रहे । उसने अमरेश सर के पैर छुए । सर ने भी उसके सिर पर हाथ फेरा । सर बोले सुजाता तुम फ्रेस हो लो फिर इत्मीनान से बातें करेंगे । मन में अनगिनत प्रश्न और जिज्ञासा लिए वह कमरे का ताला खोल कर अंदर गई । भीतर से उसने आवाज लगाई सर कमरे में आकर पंखे में बैठिए । सर ने जवाब दिया मैं यहां एक दम ठीक हूँ । सुजाता ने स्टोव जलाकर चाय चढ़ा दी । अपने कपड़े बदलकर हाथ मुंह धो लिए । उसने अदरक वाली लाल चाय बनाई । दो बड़े मग में चाय और प्लेट में टोस्ट लेकर अमरेश सर के सामने रखी । चाय पीते हुए अमरेश सर ने कहा कि तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई है । थकान दूर हो गया । सुजाता की जिज्ञासा के जवाब में सर ने कहा कि मैं पिछले महने भर से इस बरतिया भाठा गांव में अनेक बार आ चुका हूँ । अच्छी तरह पड़ताल के बाद मैंने सिर्फ तुम्हारी जमीन को अपने प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त पाया है । सुजाता की आंखों में जिज्ञासा और कौतुहल के प्रश्न चमकने लगे । क्या और कैसा प्रोजेक्ट ? अमरेश सर ने बलोलना जारी रखा । तुम जानती हो कि इस बरतिया भांठा गांव के कुछ क्षेत्र में एक फूट से लेकर पंद्रह फूट तक के कुदरती पत्थर बिखरे पड़े थे । इनमें से कुछ लेटे हुए, तो कुछ मीनार की तरह आसमान की तरफ सिर ताने हुए खड़े हैं । तुम्हारी जमीन को छोड़कर ज्यादा तट जमीन के पत्थरों को लोगों ने अपने घर बनाने में या अन्य काम में उपयोग कर लिया है । अपने प्रोजेक्ट के लिए इस जमीन का उपयोग करने के लिए मैं मुहमांगी रकम देने रकम देने को तैयार हूँ । भले ही तुमलोग मेरे नाम रजिस्ट्री नहीं करना और तुमलोग पहले की तरह यथावत रहना या अन्य उपयोग करते रहना । सुजाता लोगों

Created by Universal Document Converter

की यह पैत्रिक जमीन थी । एक एकड़ से ज्यादा यह जमीन चारो ओर से सुखी कटिली झाड़ियों और बांस के बेड़े से घिरी हुई थी । जमीन के सामने के क्षेत्र में आगे-पीछे खुला बरामदा वाला दो कमरे का खपरैल का कमरा वाला घर था । इस घर को सुजाता के दादा-दादी के जमाने में बनाया गया था । सुजाता ने बताया कि सर यह हमारी पैत्रिक जमीन है । आप मेरे बड़े भाई से बात क्यों नहीं करते हैं । सर ने कहा कि मैं गया था । सुजाता ने पूछा क्या जवाब मिला । अब अमरेश सर ने मंद हंसी के साथ गर्दन झटक कर कहा खैर, जाने दो । सर के मौन हंसी और गर्दन झटकने के आधार पर सुजाता के शिक्षिका मस्तिष्क ने भाई के द्वारा सर को दिए जवाब का पूरा खाका मन में पढ़ लिया था । सर ने सकारात्मकता कायम रखने के लिए कहा । वैसे तुम्हारा भाई नम्र है । उसे शांति से समझाकर विनय किया जाएगा तो वह तैयार हो जाएगा । तुम एक बार अपने भाई से बात करके प्रयास करो । सुजाता ने पूछा, सर इस जमीन में बहुत प्रयास के बावजूद कोई फसल नहीं उगा पाया, फिर आप इस फालतू बंजर जमीन के लिए इतना रकम क्यों बरबाद करना चाहतें हैं । गंभीर होकर सर ने कहा कि यह फालतू बंजर जमीन नहीं है । इस जमीन पर रखा हर पत्थर बहुमूल्य दैवीय सम्पदा है । इस गांव के आसपास दूर दूर तक कोई पहाड़ का नामोनिशान नहीं है । फिर यह पत्थर आये कहां से । विशेषज्ञों मानना हैं ये पत्थर इस गांव के नहीं है । इनका यहां गिरना एक अलौकिक घटना हो सकता है । सर ने सुजाता से पूछा कि बरतिया भांठा गांव की तुम क्या कहानी जानती हो । बचपन से जो सुनते आइ थी उसी कहानी को सुजाता ने संक्षेप में बता दिया । जिसके अनुसार किसी जमींदार की बरात दुल्हन समेत इस गांव में एक रात विश्राम के लिए रुकी थी । रात में देवी मंदिर में बकरे की बली देकर उसके मांस को पकाकर सभी ने भोजन किया । इस अपराध से कुपित होकर झील के किनारे के मठ के महंत ने श्राप दे दिया । जिसमें सभी पत्थर हो गए । अमरेश सर बोले इस कथा में मेरे मतानुसार थोड़ा फेर बदल है । उस जमाने में जमींदार द्वारा पशु बली प्रथा और मांस भक्षण जायज था । तब फिर इस कृत्य के लिए श्राप क्यों ? मेरे मतानुसार रात्रि में नशे में चूर होकर बराती अपनी वाणी और बुद्धि का संतुलन खो बैठे थे । वे लोग बराती के आवभगत में हुए त्रुटियों तथा अन्य बातों को कुरेदकर बधु पक्ष की निंदा आलोचना करने लगे । क्षुब्ध होकर दुल्हन झील के पानी में घुटने तक उतर कर वर पक्ष वालों को अपने कुटुम्ब की निंदा करना बंद करने की चेतावनी देने लगी । दुल्हन की इस कृत्य को वर पक्ष के लोगों ने उसकी धृष्टता माना । अब दुल्हन झील की गहराई मे धीरे धीरे बढ़ते हुए चेतावनी देती रही । वर पक्ष के लोग यही दोहराते रहे कि जाओ मर जाओ । आखिर में दुल्हन ने झील के भीतर बने कुण्ड में समाकर जल समाधि ले ली । तत्काल सती के श्राप से पूरी बरात हाथी घोड़े, बाद्यमंत्रों और अन्य सामग्रीयों समेत पत्थर मे बदल गए ।

अमरेश सर के पढ़ाये विद्यार्थी या शिष्य विश्व में फैले थे । ऐसा कोई शासकीय या अर्धशासकीय विभाग नहीं था, जिसमें उनसे पढ़े कोई ना कोई व्यक्ति ना हो । उन्होंने सुजाता

Created by Universal Document Converter

को बताया था कि उन्होंने बरतिया भांठा गांव के उन्नति के संबंध में एक प्रोजेक्ट बनाकर उसका ब्लू प्रिन्ट राज्य सचिवालय के मुख्य सचिव को स्वयं दिया है । जल्दी ही गांव के इस तालाब को फिर से पहले जैसे झील में संस्कारित करा जाएगा । अब वे सप्ताह में एकाधिक बार बरतिया भांठा गांव आने लगे थे । वे अक्सर सुजाता के घर की जमीन के शिलाखण्डों को एसिड से साफ धोकर छेनी- हथौड़ी लेकर उसकी आकृति को नया स्वरुप देते देखे जा सकते थे । वे सुजाता को पत्थरों के पास ले जाते और पत्थरों पर हाथ फेर- फेर कर बताते जाते कि यह कौन सा बाद्य यंत्र है । या फिर किस वास्तविक वस्तु की प्रतिलिपि है । सुजाता भी हाँ मे हाँ मिलाते हुए साथ चलती रहती थी । लगता था कि सर पत्थरों को पुचकार- पुचकारकर उनसे बातचीत कर रहें हैं ।

उस दिन स्कूल की छुट्टी थी । दोपहर में सुजाता गहरी नींद में सोई थी । अचानक कमरे के बाहर आंगन से तेज कोलाहाल के चलते वह चमककर उठ बैठी । दरवाजा खोलकर वह बरामदे में आई । उसने कुर्सी पर हमेशा की तरह अमरेश सर को बैठा पाया । बाहर खाली मैदान पर पांच-छै लोगों को उसने देखा । वे सभी लोग हमाल थे । मोटे मोटे रस्से से चट्टानों को बांधकर जोर लगाके हईय्या.. कि आवाज के साथ उन्हें खींचकर सर द्वारा बताये कतार में जमा रहे थे । सुजाता को खीज और आश्चर्य हुआ कि कैसे इतना अधिकार से कोई काम कर सकता है । वह कुछ नहीं बोली । कमरे में जाकर गंज में चाय चढ़ाकर स्टोव जलाया । दो मग में अपने लिए और सर के लिए चाय लिया । हमालों को कप में चाय दिया । सर बोल रहे थे कैसे अभी प्रत्येक पूर्णिमा की रात झील से बाहर आकर देवी रुपी सती दुल्हन पत्थर के बीच बैठकर क्रंदन विलाप करती है । बाद में यही पत्थर की वाटिका एक दिन चांदी का जलसाघर बन जायेगा । उस दिन वही सती दुल्हन आनंद विभोर होकर नृत्य करेगी ।

अगले दिन सुजाता ने बसना से रायपुर वाली बस पकड़ ली । वह सीधे जय स्तम्भ चौक पर स्थित नगर निगम ऑफिस में गई । वहीं उसका बड़ा भाई नौकरी करता था । बड़ा भाई राजनांदगांव के अपने ससुराल का होकर रह गया था । माता पिता भी जब तक जीवित रहे, सुजाता ही सेवा करती रही । वह भाई के टेबल के सामने खड़ी हुई । भाई की नजरों में रुखाई थी । वह बोला नीचे जाकर रुक, मैं आ रहा हूँ । आधा घंटा इंतजार कराने के बाद भाई आया । उससे वार्तालाप का निष्कर्ष सुजाता को यह समझ आया कि अच्छा खासा तो कमा रही है शिक्षिका की सरकारी नौकरी में फिर क्यों पैत्रिक जमीन पर नजर गढ़ाये है । सुजाता को खुद पर गुस्सा आ रहा था । अमरेश सर के कारण उसे आज इस नक्कारे भाई के पास आना पड़ा था । उससे बात करना पड़ा था । बरतिया भांठा लौटते हुए मन ही मन उसने ठान लिया था कि अब वह बरतिया भांठा का पैत्रिक घर को छोड़कर बसना मे किसी किराये के मकान में शिफ्ट हो जायेगी । अपने भाई और पैत्रिक मकान के पास भूल कर भी नहीं जायेगी । वह बेसब्री से अमरेश सर का इंतजार करने लगी । आश्चर्यजनक तरीके से अमरेश सर का आना

Created by Universal Document Converter

बंद हो गया था । सुजाता के मन में दो एक रोज तो खीज़ था । फिर धीरे-धीरे सर के प्रतिकरुणा उपजने लगी । एक एक दिन करते लगभग तेरह चौदह दिन हो गये लेकिन सर नहीं आये ।

आज सुबह मीना का फोन पाकर वह मारवाड़ी श्मशान घाट रायपुर उससे मिलने गई

थी । लेकिन वहाँ से वह अमरेश सर को अर्थी पर लेटा देखकर अभी अभी बरतीया भांठा में अपने घर पहुँची थी । दिन भर से उसने कुछ भी खाया नहीं था । स्टोव जलाकर उसने चाय बनाया और सुबह की बची दो रोटी को चाय के साथ खा लिया । बिस्तर पर लेटे थी । वह अपने मस्तिष्क के चिंतन को रोक नहीं पा रही थी । सुजाता के दिमाग में उथल-पुथल मची थी । किसी के बदन के भीतर मारक रोग का ज्वालामुखी धधक रहा हो । उसके बाद भी वह

Created by Universal Document Converter

लगन और धैर्य से सृजन में मग्न हो । कोई हाथ बढ़ाये सामने खड़े मौत की खिल्ली कैसे उड़ा सकता है । किसी को यह बता दिया जाए कि उसके लिवर में रखा टाईम बम कभी भी फट सकता है । उसके बावजूद वह बस यात्रा करके 120 किलोमीटर दूर सृजन किये अपने स्वप्न के क्रीड़ांगन में उतरकर जी तोड़ पराक्रम करें । फिर वापस 120 किलोमीटर बस यात्रा कर घर पहुँचे , सचमुच अकल्पनीय है । सम्भवतः लीवर का ट्यूमर फटने से कोमा में बिताये 14 दिन ही शायद अमरेश राय सर के जीवन का कुछ निष्क्रिय दिन रहा होगा । अमरेश सर के जीवन ने लम्बी दौड़ में मृत्यु को पीछे छोड़ दिया था ।

सुजाता कब अपने चिंतन से निकलकर गहरी निद्रा में चली गई, उसे पता नहीं चला । अचानक वह हड़बड़ा कर उठ बैठी । बिजली चले जाने से पंखा बंद हो गया था । गर्मी के कारण वह पसीने से लथपथ थी । हठात् उसकी नजर खुली हुई खिड़की की तरफ गई । उसे लगा कि खिड़की के बाहर की फिज़ा में सैकड़ों पावर के दुधिया LED लाईट किसी ने जला दिया है । वह भागकर खिड़की की रॉड को पकड़ कर बाहर का वातावरण देखने लगी । आधी रात का समय था । वह रात फाल्गुन पूर्णिमा की रात थी । वह फटी हुई आँखों से एकटक देखे जा रही थी । वह चांदी से बनी नई जगत में पहुँच गई थी । अमरेश सर द्वारा जमाये गए आदम कद पाषाण शिलाओं पर चांदनी पड़कर उन्हें सफेद आभा से दमकते संगमरमर लग रहे थे । आसमान में लटके चांद की किरणों के साथ गंधर्व और अप्सरायें धरती पर आकर उन शुभ्र शिलाओं में प्राण संचार कर रही थी । गांव के किसी छोर से होलिका उत्सव के मांदर और नंगाड़ों की थाप के साथ गीतों के अस्पष्ट और अनबुझे शब्द कानों में बज रहे थे । सुनकर लगा कि अमरेश सर द्वारा बताये गए पाषाण वाद्ययंत्रों में हलचल शुरु हो गई है । साथ में गंधर्व अप्सरायें नाच गा रही है । अब झील के कुण्ड से निकलकर सोनम दुल्हन प्रतिमा स्वर्ण अलंकारों से सुसज्जित होकर एक स्फटीक शीला की बनी चारपायी पर आकर बैठ गई । वह अपनी ठुड्डी को हथेली का सहारा देकर मंद-मंद हंसी बिखेर रही थी । क्या यही वह दिप्तीमान दैवीय दरबार है, जिसको अमरेश सर ''चांदी का जलसा'' कहते थे ।

Created by Universal Document Converter

दुर्गा पूजा एवं शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

ROOMVI

Offset & Laminate

A Name of Quality Multi colour & Single colour Printing

E-mail : roomviprinters@gmail.com

Near Tarbahar Masjid, Khudiram Bose Chowk
Tarbahar, Bilaspur (C.G.)

Mob : 9301-188987, 9300-635286

Created by Universal Document Converter

आस

- बी. भट्टाचार्य 'जया'

दादी,
अपना शेष जीवन
गुजारना चाहती है,
गांव में,
पेड़ों की छांव में ।
उन लोगों के बीच,
जिनकी गांठ में,
बंधी होती है -
सच्चाई,
निष्ठा और विश्वास .... ।
पर -
कौन समझाये उसे... ?
नगर, महानगर का
कूड़ा -
चांवल मे मिले,
सफेद कंकड़ सा -
बिखरने लगा है
गांव में यहां- वहां ।
दादी -
चाहती है,
सहेज ले उनमें से
चुनकर -
सहजता, विश्वास ।
रंग बदलते,
कांटो की चुभन,
दादी को -
आहत कर जाती है ।

नाती- पोते
हंसते हैं,
उसकी पुरातन - पंथी को ।
नई पौध -
लुभाती है जिन्हें -
दूर देश से -
आने वाली हवायें.... ।
पैर के नीचे,
जमीन का पता नहीं जिन्हें,
हवाओं में -
उड़ रहे हैं -
वे सभी ... ।
नीड़ को लौटते
पांखियों को निहारती ।
दादी -
आशान्वित है
किसी शाम -
वे भी लौटेंगे,
अपने 'घर'.... ।

Created by Universal Document Converter

अनुपम श्रृंगार

- प्रो. श्राबनी चक्रवर्ती

सर पर मोरातियों का मुकुट सोहे
सावन में पिया को मोहे
धरती धानी चुनर ओढ़े
नव वधु सा कर श्रृंगार

नयनों में काले मेघा कजरारे
बाहों में बिजली चमके गरजे
कानों में फूलों की बालियां लटके
कमर में बेल लताएं करघनी

माथे पर चांद सी बिंदी
हाथों में रुनझुन कंगन
बारिश की बूंदों की माला पहन
इठलाती चले पायल छनकाती

छम छम करती जब वो चलती
सोलह श्रृंगार में अद्भुत दिखती
आईना भी शरमा के कहता
सादगी ही तुम्हारा अनुपम श्रृंगार ।

শারদীয়া'র প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও শুভকামনা

মোবা.- 98267- 89245
88238- 65386

মাঁ উর্মিলা জুয়েলার্স

माँ उर्मिला ज्वेलर्स

सोने एवं चांदी आभूषणों के निर्माता एवं राशि पत्थर के विक्रेता

मेन रोड तोरवा, बिलासपुर, छ.ग.

Created by Universal Document Converter

कोसना अनंत, कोसन कथा अनंता

- अतुल कान्त खरे

ये कोसना कोसना क्या है । ईलू ईलू की तरह । पेट भर कर कोस लो तब समाज को नई दिशा मिलेगी ।

कोसने में ढेर सारे रहस्य छुपे हुए हैं । वो दिन दूर नहीं जब चैनलों पर कोसने के लिए लोग बुलाए जाऐंगे । अभी तो सिर्फ भड़ास चल रही है । ऐसा कोई बन्दा नहीं जिसने कभी किसी को न कोसा हो । कुछ लोग तो पानी पी पी के कोसते हैं । कुछ बिन पानी के । कुछ गुटखा खाके कोसतें हैं तो कुछ बिना खाए । कुछ तो जब तक किसी को कोस नहीं लेते खाया पिया अंग नहीं लगता । कोसने की श्रृंखला भी लम्बी है । घर की बाई से शुरु होके फिर डोनाल्ड ट्रम्प पर जाके खत्म होती है । खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे और खिसियाने लोग आजू बाजू वालों को कोचें ।

एक कोसना तिहार भी होना चाहिए । दिखाओ कूवत कितना कोस सकते हो । सामान्यतः सिलसिला घर से शुरु होता है । सास- बहू को और बहू - सास को कोसती है । इस कोसमकोस में ढेर सारे टी.वी. सीरियल बने चल रहें हैं और कोसाग्नि में घी डाल डाल रहें हैं । बेटा- बाप को, बाप बेटे को, मियां- बीबी को, बीबी- मियां को ये कोसम पुराण कहीं कहीं तो प्रातःकाल से आरंभ होकर देर तक चलता है नान-स्टाप ।

राजनीति यानि रोजनीति और कोस नीति । नेतागण एक दूसरे को कोसते हुए 5 बरस निकाल देतें हैं । चुनाव के समय कोसने की गिरगिटोलाजी दिखाई देती है । जनता नेता को सत्ता विपक्ष को और विपक्ष सत्ता को कोसता है ।

कोसते चलो आहिस्ता आहिस्ता । लोग तो मृतात्माओं को भी नहीं बख्शते । शायद ही ऐसा कोई पड़ोसी हो जिसने बाजू वाले को न कोसा हो । जब तक थोड़ी देर कोस न ले कलेजे को ठंडक नहीं पहुँचती । कलेजे का ठंडासव- शीतला सव है कोसना । कोसना एक सोशल बीमारी है । व्यापारी ग्राहक को, तो ग्राहक व्यापारी को कोसता है । मरीज अक्सर डॉक्टर को कोसता है ।

कोसने की प्रक्रिया सांइस से चलती है । अब इसमें भी ए आई आ गया है । न्यूटन के नियम क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का पूरी ईमानदारी से पालन होता है । पुलिस अपराधी को और अपराधी पुलिस को कोसता है । न्याय प्रणाली को कोसने वालों की लम्बी फेहरिस्त हैं । कुछ लोग तो देश को आजाद कराने वालों को खूब कोसतें हैं । फिर धर्म की डोज़ चलती है । एक- दूसरे को बेहतर साबित करने की होड़ ।

इसमें कोई ऑफर नही होता यहां बाई वन भी फोकट और साइड इफेक्ट भी फोकट ।

Created by Universal Document Converter

आजकल बाह्टसएप और फेसबुकिए सुबह से कोसना शुरु करते हैं । गुड मार्निंग में भी कोसत्व घुस गया है । सोशल मीडिया भड़ास का सेन्टर बन गया है । जिसको चाहे जितना कोसो कोई रोक-टोक नहीं ।

सोशल मीडिया पर रोक लगाने की कोशिश में तो पड़ोसी देश में युवा संसद में घुस गए और जो हुआ वो सब देख रेहं हैं । कोसने की पराकाष्ठा ये कि शीर्ष नेताओं को देश छोड़कर भागना पड़ा । आदिकाल से चली आ रही परम्परा अब और अधुनातन हो रही है ।

बस अब राष्ट्रीय स्तर की वेलिड कोसना प्रतियोगिता होना चाहिए । इसमें भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए । पान ठेले का ज्ञान और कोसना बढ़िया काम्बो है । सुबह हो गई मामू चलो कोसतें हैं शादी मे फूफा की कोसाई ।

सिस्टम को कोसने वालों की कमी नहीं । नौ दिन चले अढ़ाई कोस, अरे कोल्ड ड्रिंक पी पी के कोस । एक से एक चखना गुरु और अससे भी बढ़कर अल्कोहल में हर हल ढूंढकर कोसने वाले अनंत ।

कोसने की कथा अनंत और आगे की कहानी अनंता । जब तक पृथ्वी है कोई माई का लाल इसे नहीं रोक सकता ।

दुर्गा पूजा एवं दीपावली की शुभकामनाऐं .....

महेश वाधवानी

मो.- 9826169029
9329444353

आनंद आप्टिकल्स

पावर एवं धूप के चश्मों के निर्माता, विक्रेता एवं सुधारक

पावर के चश्में एक घंटे में प्राप्त करें

नया पता –

जायसवाल कार्ड्स के बाजू, तेलीपारा रोड, बिलासपुर (छ.ग.)

Created by Universal Document Converter

कुम्भ के मेले में

- नमिता घोष

कुंभ के बाद कुंभ जाऊंगी
जब सब लौट रहे होंगे कुंभ से
दुनिया को सुना रहे होंगे
अपने अनुभव रोमांच और सांस्कृतिक गाथाएं
मैं तब जाऊंगी कुंभ,

बैठूंगी गंगा जी के पास
जैसे कभी बैठ जाती थी मां के पास
किसी बेचैन रात में,
जब वह बैठी होती थी खाट पर
किसी अपने के विछोह के दर्द में,

मां कुछ नहीं बोलती थी तब
बस आंख बचाती थी
दर्द छिपाती थी,

जानती हूँ
नदी भी कुछ नहीं बोलेगी

बस, कुछ देर में नदी का दर्द महसूस करना चाहती हूँ ।
मैं कुंभ जाऊंगी तब
जब सब लौट रहे होंगे कुंभ से
पाप मुक्ति का दम्भ लिए ।

मैं रुकूंगी गंगा जी के पास
जैसे कोई परिजनों की अस्थि बहाने के बाद
बैठते हैं कुछ देर गंगा जी के साथ,

मैं गंगा जी में बहते पाप देखने जाऊंगी
कोशिश करुंगी पाप को अलग अलग देखने की,
लोग कहते हैं
सब लोगों का खून एक जैसा होता है जैसे
जैसे सबकी अस्थियां एक जैसी होती है
पाप भी अलग नहीं पहचान सकते हम किसी के,
पूछुंगी गंगा मैया से
सब पाप का अगर एक ही हिसाब है,
तो सब के कष्ट अलग अलग क्यों है ?

जानती हूँ
मां इस बार भी नहीं बोलेगी
क्योंकि मां के लिए बच्चे पापी नहीं होते ।

Created by Universal Document Converter

With Best Compliments from :-

NMPS

Sujoy Chatterjee

NEW M.P. SPORTS

Jarhabhata, Mandir Chowk
Bilaspur (C.G.) 495001

Mobile : 77718-86688

Website : www.newmpsports.com
E-mail : newsports@gmail.com

Created by Universal Document Converter

MIILONI 2025

Index

WORK IS WORSHIP (Poem)	Dr. SHRABANI CHAKRAVORTY	80
CARING FOR OUR ELDER: A CALL FOR A DEVELOPED OLD AGE PATIENT CARE SYSTEM	ARIN BHATTACHARYA	81
THE EXPIRY DATE (Poem)	PRASAENJIT MAZUMDAR	84
IN SHADOW OF THE MUSHROOM CLOUD-THE HUMAN CAST OF NUCLEAR WAR	PRANABESH SINHA	85
PUZZLE PIECES	ISHAN CHATTERJEE	89
EXECUTIVE COMMITTEE-2024-2025		91
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT		92
BALANCE SHEET		93

Created by Universal Document Converter

WORK IS WORSHIP

- Dr. Shrabani Chakravorty

My days are long
My nights are short
The work is vast
Time is running fast

No time for peppy talk
Difficult path to walk
From morn til night
Responsibilities fright

As I soar high
To reach the sky
Miss the little things of life
Once wished to strive

Health is on the slide
Dreams are far and wide

Ups and downs appear as tide
When I go for a steady stride

Feel happy and content
At the end of the day
How many souls get this
Opportunity to serve with a smile

When I turn my
Work into worship
Translating impossibilities
Into possibilities

Treading the difficult terrain
With courage and perseverance
On the crossroads of challenges
Before the final destination is reached.

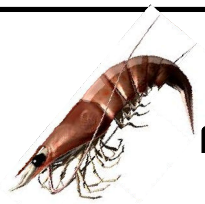

Best Wishes for
Durga Pooja & Kali Pooja

KOLKATA SEA FISH SELLER

Bapi Da - Mob.: 98932-58339
Shyam - Mob. : 9200177774

BAPI DA FISH CENTRE

All Types of Fish like
HILSA, POMFRATE, PROWN, AAILA, PABDA, CHITAL, VETKI,
CRAB, KAJOLI, ROHU,
Retailer & Supplier

Budhwari Bazar , Railway Market ,
Bilaspur, C.G. 495004

Created by Universal Document Converter

CARING FOR OUR ELDER: A CALL FOR A DEVELOPED OLD-AGE PATIENT CARE SYSTEM

- Arin Bhattacharya

Festivals like *Durga Puja* are moments of joy, devotion and togetherness. They remind us of the eternal cycle of life- where youth flourishes, maturity deepens and old age seeks compassion and care. In our homes, while we prepare pandals and light lamps, there are often elders silently wishing for health, dignity and companionship. Their well-being deserves as much attention as our celebrations.

The Need for a Strong System -

With increasing life expectancy, India is witnessing a rapid growth in the elderly population. Many of them face chronic illnesses such as diabectes, hypertension, heart disease, and joint pain. Added to these are emotional challenges- loneliness, dependency and sometimes neglect. This makes it vital to build a more developed old-age patient care system- one that combines love, medical expertise and social responsibility.

Current Trends -

Today, we see positive steps being taken. Home-based healthcare services are expanding, where trained nurses, physiotherapists and doctors provide treatment at the patient's doorstep. Digital health platforms allow video consultations, reducing the need for travel. Special geriatric clinics are being established in hospitals, focusing entirely on the needs of senior citizens. Even insurance and government health schemes are beginning to include elderly-friendly provisions.

Role of Pharmaceuticals and Medical Advances -

Modern pharmacy and medicine have brought a ray of hope. Safer medicines with fews side effects, advanced drug-delivery systems like patches and slow-release tablets and even personalized medicine are improving elderly care. New medical devices- portable ECG monitors, wearable glucose sensors and digital pill boxes- make it easire to monitor h ealth at home. Ayurvedic formulations and nutraceuticals are also being intergrated with modern science to support healthy ageing. The blend of tradition and technology can create a more holistic care approach.

A Futuristic Approach -

Looking ahead, technology will play a bigger role. Artificial Intelligence can help predict health risks, while robots may assist in daily tasks for the elderly. Smart homes with sensors could ensure safety, alerting families if a patient falls or forgets to take medicine. Community-based elder care centers, where social, spiritual and medical support come together, could become the new model of compassionate healthcare.

Created by Universal Document Converter

Happy Durga Puja - Happy Diwali

(FREE COMPUTERISED EYE TESTING)

Sunayan Chashma Ghar

Dr. Chakravorty Building
Karona Chowk, Sadar Bazar, Bilaspur (C.G.)

Mob.- 7987416650

Blue Block Progessive Night Vision Power Lens, Blue Block Lens (Anti Mobile Rays), Colour Power Lens in Goggles, Contact Lens (Both Cosmetic & Power) are available in our Show Room

Proprietor :

Amit Chakravorty

Created by Universal Document Converter

The Human Touch -

Yet, even with all these medical and technological advancements, one truth stands tall: no device, no pill, no machine can replace the warmth of human touch. For an elderly person, who may often feel lonely or neglected, a gentle word, a patient ear, or the simple act of holding a hand can provide immense healing beyond medicine. Scientific studies themselves confirm that emotional support lowers stress, strengthens immunity and improves recovery rates.

A compassionate caregiver- whether a family member, nurse or community volunteer- becomes the bridge between medical treatment and emotional wellbeing. Imagine an elderly mother battling arthritis: while medicianes reduce her pain, it is her child's voice reading scriptures aloud or a grandchild sitting by her side that truly fills her heart with strength. Human touch nurtures dignity, preserves self-respect and restores a sence of belonging. Without it, healthcare remains mechanical; with it, care becomes divine.

Conclusion -

As we celebrate this Puja, let us also pledge to create an environment where every elder feels valued, cared for and secure. The light of the festival should not just brighten our homes but also illuminate the hearts of those who once lit the path for us. After all, caring for our elders is not charity- it is our duty and indeed, a blessing.

Created by Universal Document Converter

THE EXPIRY DATE

- Prasenjit Mazumder

every smile, every touch,
Once felt timeless, once meant much.
But like flowers lose their bloom,
Even closeness makes its room.

Threads once golden fade to grey,
Hearts drift silently away.
Not all storms cause love to break-
Sometimes it's hust time's quiet ache.

So hold it dear while it still stays,
For every bond has counted days.
No matter how strong or great -
Every relationship has an expiry date.

We meet as strangers, eyes alight,
Hearts collide in borrowed night.
Laughter flows and silence speaks,
Love blooms strong- but not for weeks.

The days feel full, the words feel true,
We paint forever in skies of blue.
But time is patient, shadows creep,
Even mighty rivers fall asleep.

No sudden storm, no bitter fight,
just distance growing out of sight.
A warmth once close, now turns to haze
-Like sun that fades on golden days.

So cherish now don't hesitate -
Each bond bears its own expiry date.
Not every end comes from disdain -
Some simply fade, like gentle rain.

Created by Universal Document Converter

IN SHADOW OF THE MUSHROOM CLOUD- THE HUMAN COST OF NUCLEAR WAR-

- Pranabesh Sinha

August 9 th, 1945- 80 years ago an atom bomb named "FATMAN" was dropped on the Japanese city of Nagasaki by an US plane. 39214 civilians were killed instantly.

One of the 2 pilots in the cockpit of the bomb carrier, after dropping off the bomb is believed to have said to his copilot " What have we done?"

3 days earlier on August 6 th, 1945 another atom bomb named "LITTLE BOY" had been dropped on the Japanese city of Hiroshima. It killed 64500 civilians at once.

reflecting on the last 80 years on Trinity Test and both the bombs which were dropped on Japan, the self-reflection through the eyes of history reveals many speculations. Although no bombs were dropped in the last so many years, the threat still looms strong. Statistics reveal that earlier it was only a threat of United States carrying the possibility of executing a nuclear warfare with a hangerful of the same.

Today, these 9 states are, in order of nuclear weapons in their stocks. Russia (4,309), US (3,700), China (600), France (290), Great Britain (228), India (180), Pakistan (170), Israel (90), North Korea (50). This accounts for a total of 12,331. Just a dozen of them is good to turn our entire planet into vapor although we have thousand dozen. Time to worry quite a bit.

Current Chances of Nuclear Warfare :

With the backdrop of Global Warfare, chances of nuclear warfare in 2025 are concerning Several factors contribute to the increased risk.

- Rising Global Tensions :- Increased tensions between major powers, such as the United States, China, Russia, Israel, Pakistan & North Korea raise concerns about nuclear conflict.

- Nuclear Proliferation : More countries buying nuclear capabilities increases the risk of nuclear war. Countries not singning the NPT (Nuclear Proliferation Treaty) keep the risk open for an unsecured future for our planet.

- Emerging Technologies : We also must take into consideration, advancements in technologies like hypersonic missiles, cyber warfare and artificial intelligence can complicate nuclear strategies and increas the risk of accidental escalation.

- Regional Conflicts : Tension between countries like Iran and Israel, North Korea, India and Pakistan, pose significant risks.

Efforts to Reduce Nuclear Threats

Despite these challenges, more efforts should be made to decrease

Created by Universal Document Converter

दुर्गा पूजा एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ

ॐ श्री सांई राम

''सबका मालिक एक है''

प्रेम चन्द जग्यासी
नन्दलाल जग्यासी

अविनाश जग्यासी
सौरभ जग्यासी

आपके स्नेह एवं विश्वास का प्रतीक

अमर मेडिकल स्टोर

अंग्रेजी एवं आयुर्वेदिक दवाइयों के विक्रेता

मध्यनगरी चौक, बिलासपुर (छ.ग.)

मो. 98271-84333, 91314-53940

राहुल मेडिकोज

अशोक कुमार जग्यासी

राहुल जग्यासी

अंग्रेजी एवं आयुर्वेदिक दवाइयों के विक्रेता

नेताजी सुभाष कॉम्पलेक्स, मंदिर चौक,
बिलासपुर (छ.ग.)

मोबा. -98271-15425, 73899-93799

Created by Universal Document Converter

the chance of nuclear conflict, including :
- Arms Control Agreements : Treaies like the New Strategic Arms Reduction Treaty (START) aim to limit nuclear arsenals.
- Diplomacy and Dialogue : Constant engagement through international cooperation and communication can help reduce miscalculations and tensions. More active participation from governing bodies like NATO (North Atlantic Treaty Organization) can be of significant help.
- Non-Proliferation Treaty : The Nuclear Non- Proliferation Treaty (NPT) aims to prevent the spread of nuclear weapons and propote disarmament. Diplomatic pressure to be reated on countrie shaving nuclear weapons to sign these treaties will ensure mediation of risks for Nuclear War.
- Civil Society Advocacy : Organizations like the international Campaign to Abolish nuclear weapons (ICAN) work to raise awareness and promote disarmament.
Types of Advocascies :
1. **Public awareness campaigns** : Raising awareness about specific issues or causes through media, social media and other channels.
2. **Lobbying** : Directly influencing policymakers and decision-makers to adopt specific policies or laws.
3. **Community Organizing** : Building and mobilizing communities to act on specific issues.
4. **Research and analysis** : Conducting research and analysis to inform policy decisions and advocacy efforts.
5. **Coalition building** : Collaborating with other organizations and groups to amplify advocacy efforts .

Behind every Cloud there is a Silver Lining

Types of Adcocacies to be adopted :
1. Promoting human rights: Advocating for the protection and promotion of human rights, including equality, justice and dignity.
2. Addressing social injustics : Challenging and addressing social injustices, such as poverty, inequality and discrimination.

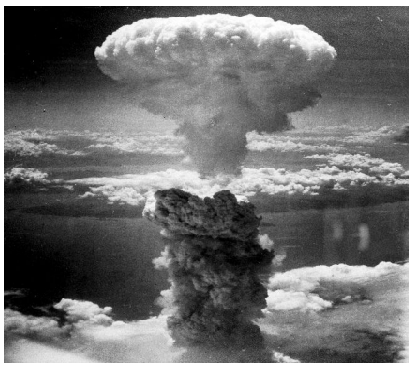

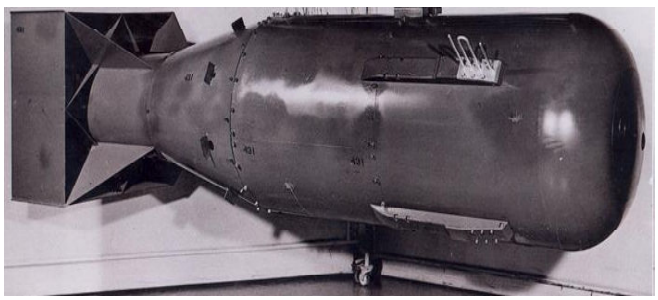

Created by Universal Document Converter

3. Environmental protection : Advocating environmental protection and sustainability
4. Holding governments accountable : Holding governments accountable for their actions and policies.
5. Empowering marginalized communities : Empowering marginalized communities to advocate for their rights and interests.

Benefits Civil Society Advocacy
1. Influencing policy change : Advocacy efforts can lead to changes in policies and laws.
2. Raising awareness : Advocacy efforts can raise awareness about critical issues and causes.
3. Building community : Advocacy efforts can build and strengthen communities.
4. Promoting accountability : Advocacy efforts can promote accountability and transparency in government and institutions.
5. Empowering citizens : Advocacy efforts can empower citizens to act and take part in the democratic process.

Overall, civil society advocacy plays a crucial role in promoting social change, hoplding governments accountable and empowering marginalized communities.

This 80 th Anniversary of Hiroshima & Nagasaki should not only be about commemrating a crime against humanity but chastising the criminality of continuing nuclear mindset being so blinded by geopolitical egoism.
We need to be more educated that nuclear terror or error of the same from the other factories of mass destruction could so work as to leave no one to even remember to say, "What have we done?"

Acknowledgement : The Telegraph.

Created by Universal Document Converter

PUZZLE PIECES

- Ishan Chatterjee

My life has always been like a jigsaw puzzle with scattered pieces, some edges easy to“place, others fitting only after repeated attempts. Moving from place to place, from“Norway back to New Jersey with some India, too, I felt like I was always starting over,“trying to find where each new piece belonged.“Although my early life was spent in New Jersey, Norway gave me some of my first“memorable pieces. Starting as a third grader, I learned independence while my dad was“absorbed in a new project and my mom cared for my baby sister. Tote bag in hand, I“memorized the path to the grocery store for milk, eggs, and baby food; errands became“adventures. I navigated buses in the pitch-black mornings to make basketball practice,“explored seasonal markets, and loved the rhythm of Scandinavian life. These“experiences etched themselves deeply into me, shaping pieces of curiosity,“responsibility, and a love for exploration.“But when I returned to New Jersey at twelve, it felt like someone had dumped my“puzzle back into the box. Even though I moved back to my previous neighborhood, the“old pieces no longer fit. Norway had taught me confidence, but the suburban New“Jersey world I reentered, especially during COVID, was more guarded, less open.“Entering high school, my carefully-honed survival skills weren’t enough: I could tell you“how to manage an apartment with busy parents, but I didn’t know how to answer““favorite song” or “favorite restaurant” icebreakers. While my classmates curated“personalities, I was still figuring out how to fit my mismatched edges together.“However, high school became the moment I realized that puzzles can’t be solved by“force. I couldn’t press Norway’s pieces into America’s picture. Instead, I had to adapt.“Slowly, I discovered that vulnerability, such as admitting I needed help or confiding in“friends about stress or mental health, was a piece I had been missing. Letting others“see my puzzle-in-progress gave me space and a basis to build genuine connections.“Those bonds are among the most meaningful in my life.“Through those connections, I also became more aware of how others’ puzzles were“built. Friends shared the weight they carried of traditions from their families’ cultures,“while I carried fragments from three: India, Norway, and America. I learned to appreciate“how pieces from different cultures can fit together in one person. I held onto the“steadiness of Indian food and clothing alive in my home, the curiosity sparked by“American friends, and the resilience of Norwegian independence. My puzzle didn’t look“like anyone else’s, but that is my strength as a global citizen.“It was this lens that made me restless when history classes only showed the American“narrative, knowing how differently the same story might be told elsewhere. It was this“lens that made me see global in my everyday life, from maintaining friendships across“oceans and timezones, yet still simply a text away, to lending traditions across“generations, even when that is challenging. Each experience

Created by Universal Document Converter

is another piece that“makes my bigger picture clearer.“A puzzle is never finished in a day. Instead, it grows slowly, each piece forming a new“pattern, revealing a picture. My life so far has taught me that restarting doesn't mean“upending the box or discarding old pieces; it means finding new ways for them to“connect. Adaptability, cultural awareness, resilience, and openness to others' stories“have become the four corners of my puzzle. I don't see the whole picture yet, but I don't“dread the process or fear the unfinished.“My journey is a puzzle in progress. The pieces of my independence in Norway, my“vulnerability in New Jersey, and my cultural ties to India all fit together into a perspective“uniquely my own. And as I continue to add new experiences, I know the picture will“grow clearer, piece by piece.

With Best Compliments from :-

Mob.:- 9406118302

JYOTI MATTRESS

Ram Setu Chowk, River View Road
Beside Metro Studio,
Bilaspur 495001 (C.G.)

MATTRESS – PILLOWS – FURNISHINGS

Created by Universal Document Converter

MILAN MANDIR, BILASPUR (C.G.)

(EXECUTIVE COMMITTEE 2024- 2025)

Petrons	:	Shri Sudhir Ranjan Chakraborty Shri Manobendra Nath Chatterjee Wing Commander Jayant Kumar Mitra Dr. Prabhakar Rakhshit Shri Aloke Chattopadhyay
President	:	Dr. Hemanta Chatterjee
Vice-President	:	Shri Nilangshu Bhaduri Shri Sujit Mitra Dr. Sudipto Dutta
General Secretary	:	Shri Prabir Sengupta
Assistant Secretary	:	Shri Sudeep Dutta, Shri Shubhojit Dutta Shri Abhijit Biswas
Secretary "Puja"	:	Smt. Nita Sengupta
Joint Secretaries "Puja"	:	Smt. Suchandra Bhaduri Smt. Mita Dutta Sri Subhendu Biswas
Cultural Secretary	:	Shri Siddharth Bhattacharya Smt. Epsita Dutta
Miloni	:	Shri Subir Sen Shri Partha Pratim Bhaduri
Treasurer	:	Shri Avijeet Datta
Auditor	:	Shri Subhasish Mukhopadhyay
Sports & Yoga	:	Dr. Prashanta Chakroborty Sri Tamal Chatterjee

Executive Members

Shri Subhash Sinha, Shri Swapan Roy,Shri Prasenjit Majumdar, Shri Abhijit Ghosh. Shri Shantunu Mukhopadhyay, Shri Abhijit Majumdar, Shri Sudipta Lahiri, Shri Monit Bhattacharya, Shri Bishwajit Roy, Shri Utsab Dey, Sri Chanda Sarkhel, Sri Debasish Majumdar, Smt. Mallika Bal

Created by Universal Document Converter

MILAN MANDIR

Raghavendra Nagar, Gond Para, Bilaspur (C.G.)

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 2024-25

Expenditure:-	31.03.24	31.03.25	Receipt:-	31.03.24	31.03.25
To, Puja	108872.00	97602.00	By Subscription	769590.00	619204.00
Printing & Press	37200.00	39300.00	Advertisement	73101.00	87500.00
Labour Charge	139340.00	122020.00	Annual Subscription	30350.00	29250.00
Kiraya Bhandar	14500.00	24500.00	Special Donation	222000.00	237900.00
Bhog & Prasad	176292.00	137892.00	Misc. Income	0.00	0.00
Cultural Activities	13816.00	34550.00	Share in Electric Bill	35905.00	42312.00
Decoration	9000.00	0.00			
Entertainment	39954.00	59640.00	Interest From:-		
Electricity Charge	62360.00	71770.00	Bank of Maharshtra	822.00	1018.00
Repair & Maintenance	31135.00	326720.00	FD	20610.00	8121.00
Conveyance Charge	1250.00	1800.00	Mutual Fund	181500.00	235800.00
Exp. Towards Charity(Medical)	32000.00	66492.00	ICICI Bank	11350.00	7373.00
Misc. Expenses	200.00	1815.00			
Audit Fees	2000.00	2000.00			
Bank Charges	20.88	20.58			
Other Social Activities	0.00	10000.00			
Municipal Tax	35184.00	0.00			
Postage Charge	0.00	106.00			
Website Domain	11026.00	5967.00			
Transferred from 75Th year Celebration	43097.00	0.00			
Excess of Income over Expenditure	587981.12	266283.42			
TOTAL	**1345228.00**	**1268478.00**		**1345228.00**	**1268478.00**

Dr. Hemanta Chatterjee
President

Sri. Prabir SenGupta
Secretary

Sri. Avijeet Datta
Treasurer

Sri. Subhasish Mukherjee
Auditor

M/S PRADEEP PURI & CO. • CHARTERED ACCOUNTANTS • BILASPUR (C.G.)

Created by Universal Document Converter

MILAN MANDIR

Raghavendra Nagar, Gond Para, Bilaspur (C.G.)

Balance Sheet as on 31.03.25

Liabilities	31.03.24	31.03.25	Assets	31.03.24	31.03.25
Capital Fund	7146173.23	7039154.35	Land & Building	3624635.00	3834635.00
Substract-			Furniture, Fixture & Utensils	333218.00	361588.00
75TH Year Celebration(Anexture 1)	750000.00	0.00	Books	85368.00	65368.00
add-			Misc Article	3325.00	3325.00
Donation Of 6 LEDs(Shubhra Kar)	0.00	6000.00	Shield & Trophy	380.00	380.00
Donation of Cooler(Subhojit Dutta)	0.00	20000.00	Ornaments	154208.00	154208.00
Donation Towards Utensils	0.00	0.00	Musical Instruments	3000.00	3000.00
Donation of Ornaments(Anexture 2)	35000.00	0.00	Loan & Advances	1330.00	1330.00
Donation For Building (Anexture 2)	20000.00	0.00			
Outstanding Ceiling Repair Exp	0.00	286600.00	Mutual Fund in ICICI	2600000.00	2600000.00
Loan From Dr. P. Rakshit	60000.00	60000.00	Bank of Maharastra	30332.17	42329.59
Life Membership	0.00	33000.00	ICICI Bank	190991.01	510724.01
Excess of Income over Expenditure	587981.12	265283.42	Cash in Hand	102367.17	136150.17
TOTAL	7099154.35	7713037.77		7099154.35	7713037.77

Dr. Hemanta Chatterjee
President

Sri Pradip SenGupta
Secretary

Sri. Avijeet Datta
Treasurer

Sri.Subhasish Mukherjee
Auditor

Created by Universal Document Converter

शारदीय नवरात्री की हार्दिक बधाई

Since 1921

National Hosiery Mart

Since 1921A Complete Family Shop
Gole Bazar, Bilaspur (C.G.)
Mob.- 7389534304

City Heart

SUIT PIECE LACHA, SAREE, COAT SUIT, SHERWANI, INDO WESTERN

Masjid Gali, Gole Bazar, Bilaspur (C.G.)
Mob.- 98933-67008

National Hosiery NX

A Complete Family Shop
Main Road, Sadar Bazar, Bilaspur (C.G.)
Mob.- 07752-425252, 79700-05252

Created by Universal Document Converter